চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ১১ ফাল্গুন – ১৭ ফাল্গুন, ১৪৩০ ঃ ২৪ ফেব্রুয়ারি – ১ মার্চ, ২০২৪ Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 17, 24 February - 1 March, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সন্দেশখালি গিয়ে অত্যাচারিত গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা

বলে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির সুপারিশ করল জাতীয় তফশীল কমিশন। রাষ্ট্রপ্রতিকে দেওয়া রিপোর্টে কমিশন বলেছে রাজ্যের তফাশিলিদের বাঁচাতে এছাড়া উপায় নেই।

রবিবার : আদালত এক নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি

নেওয়ার দুদিনের মাথায় গণধর্ষণ মামলায় ন্যাজাট থেকে গ্রেফতার করা হল সন্দেশখালির কুখ্যাত তিন ভিলেনের অন্যতম শিবু হাজরাকে যিনি তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা জেলা পরিষদ সদস্য।

সোমবার : অসম–অরুণাচল সীমান্তে তিনসুকিয়ার এক কয়লা

খনি থেকে অপহরণ করা হল ১০জন শ্রমিককে। সেনার সন্দেহ আলফা ও এনএসসিএন এই অপহরণে যুক্ত। এদের জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা হতে পারে।

মঙ্গলবার : চিঠি দিয়ে আধার বাতিল করা হচ্ছে। এই খবর

নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল কোনো কোনো আধার বাতিল করা হচ্ছে না। এ বিষয়ে অভিযোগ থাকলে জানানো যাবে নির্দিষ্ট লিঙ্কে।

বুধবার : সন্দেশখালি থেকে লাইভ খবর করার সময় রিপাবলিক

বাংলা টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক সন্তু পানকে গ্রেফতার করার নিন্দা করল এডিটরস গিল্ড অফ ইন্ডিয়া। রাজনৈতিক দলগুলিও জানিয়েছে প্রতিবাদ।

বৃহস্পতিবার : গরু পাচার মামলায় ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ তথা

টলিউডের নায়ক দেবকে ফের ডাকল ইডি। প্রায় আট ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর ছাড়া হয় তাঁকে। দেব জানান, যতবার ডাকবে ততবার যাবো।

শুক্রবার : সন্দেশখালি কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত শেখ শাহাজানকে না ধরতে পেরে নিরীহ সাংবাদিককে গ্রেফতার করায় পুলিশের

সমালোচনা করে কলকাতা হাইকোর্ট। জামিন দেওয়া হয় ধৃত সাংবাদিক সন্তু পানকে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বিলম্বিত পদক্ষেপ ● সাংবাদিক গ্রেপ্তার ● গোয়েন্দা ব্যর্থতা

সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত নয়তো?

ওঙ্কার মিত্র

সন্দেশখালির ঢেউ এখন রাজ্য ছাড়িয়ে দেশে মানবতাকে ধাক্কা দিয়েছে। ভোটের আগে এমন ইস্যুতে শাসক তৃণমূলকে নাকানিচোবানি খাওয়াতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিরোধীরা। প্রত্যাশিতভাবে প্রধান বিরোধী হিসাবে বিজেপি তার সর্বশক্তি নিয়োগে বদ্ধ পরিকর। মানবতা, নারী মর্যাদা, তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জীবন–জীবিকা রক্ষার জন্য দেশের প্রায় সবকটি কমিশন সন্দেশখালি মুখী। এমনকি নারকীয় ঘটনা সরেজমিনে দেখে গিয়ে সুপারিশ করেছে চরম ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি শাসনের।

তবে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের সর্বময় কর্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যিনি এ রাজ্যের মানুষের মানসিকতাকে হাতের তালুর মতো চেনেন তিনি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন নিজেদের মুখ রক্ষার। বিরোধীদের সমস্ত অভিযোগকে নস্যাৎ করে সুর চড়িয়ে বলেছেন সন্দেশখালি একটি চক্রান্তের শিকার। তাঁর দাবি ইডি সেখ সাজাহানকে টার্গেট করে সন্দেশখালিতে ঢুকেছে এবং পিছে পিছে ঢুকেছে দোসর বিজেপি। এরপর বিজেপি সিপিএম ঝগড়া লাগিয়েছে সন্দেশখালিবাসীর মধ্যে। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও তাই তাঁর এই পর্যবেক্ষণকে যদি সত্যি হিসাবে ধরে নেওয়া হয় তাহলে এ রাজ্যের পুলিশ থেকে শাসকদলের কর্মী নেতাদের নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। সেখ সাজাহানের বাড়িতে ইডি হানার মাসখানেক পরে প্রকাশ্যে এসেছেন সন্দেশখালির মা–বোনেরা। মুখ্যমন্ত্রীর বিবরণ অনুযায়ী বিজেপি সিপিএম এই একমাসেই খেপিয়েছে সন্দেশখালির মানুষকে। এটা যদি সত্যি হয় তাহলে বলতেই হবে এই সরকারের ইন্টিলিজেন্স সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। শুধু বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত কেন এর আগেও যখন নেতা–কর্মীরা যথেচ্ছার চালাচ্ছিল তখন পুলিশ নেতা যোগসাজসে মত্ত থাকলেও গোয়েন্দারা কি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছিল। তারা কেন প্রকৃত অবস্থা জানায়নি স্বরাষ্ট্র দপ্তরে?

এর পরেও আত্মঘাতের শেষ নেই। জন বিস্ফোরণের ঘটনা যখন সন্দেশখালির আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলল তখন বারংবার ঘটনাকে অস্বীকার করা কি সরকারকে বিপদে ফেলার প্রচেষ্টা নয়?

এরপর তিনের পাতায়

চড়িয়াল সেতুর উদ্বোধনে অভিষেক

‘চোখে দেখে ভোট দিন, কানে শুনে নয়’

ছবি : অরুণ লোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজের দীর্ঘদিনের মানুষের দাবি ছিল যানজট মুক্ত করার জন্য চড়িয়াল সেতু নির্মাণ সম্পূর্ণ করা হোক। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি চড়িয়াল সেতুর দ্বিতীয় লেন উদ্বোধন করে সেই সম্পূর্ণ সেতুর কাজ সম্পন্ন করলেন। এই সেতু নির্মাণ করতে ৫৬ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। এদিন চড়িয়াল সেতুর দ্বিতীয় লেন উদ্বোধন ঘিরে মানুষের উদ্দীপনা উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। জিনজিরা বাজার মোড় থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত রাস্তার দুধারে অভিষেক ব্যানার্জীর কাট আউটে ছেয়ে গিয়েছিল। রাস্তার দু'ধারে মহিলারা শঙ্খ ধ্বনি উলুধ্বনি করছিলেন। এদিনের দ্বিতীয় লেনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি বলেন, আমরা কথা দিয়েছিলাম পাঁচ বছরে সেতু নির্মাণ করে দেব। সেই কথা আমরা রাখলাম। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে মানুষের এই সেতুর দাবি ছিল। বাম জমানায় কেউ কিছু করতে পারেনি। আমরা কথা দিলে কথা রাখি। এটাই ডায়মন্ড হারবার মডেল। তিনি আরো বলেন, এরপর তিনের পাতায়

সাড়ে তিন লক্ষ টাকার রাস্তার অর্ধেক গায়েব, সরিয়ে ফেলা হয়েছে ফলক, ক্ষোভ

অরিজিৎ মন্ডল

উস্তি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের ইয়ারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর গ্রামের পূর্বপাড়ায় একটি মাটির রাস্তাকে কংক্রিটের ঢালাই করার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। ফলক লাগানো হয়েছিল গ্রামের রাস্তার মাঝে। এখন সেই ফলকও উপড়ে ফেলে পোঁতা হয়েছে বাগানের কাছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ২০২১–২২ বর্ষের মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পের সাড়ে তিন লক্ষ টাকার কাজটি অর্ধেকের কম রাস্তা হয়ে বন্ধ হয়ে আছে। এই কাজটির টেন্ডার পেয়েছিলেন বর্তমান তৃণমূল পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী বর্তমানে যিনি তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। ঠিকাদার হিসাবে তার স্বামী এই কাজটির বরাত পেয়েছিলেন। গ্রামবাসীদের ধারণা টাকা খাওয়া হয়ে গেছে। টাকা তুলে খেয়েছে বর্তমান প্রধানের স্বামী। ক্ষোভে ফুসছে গ্রামবাসীরা। তাদের দাবি অবিলম্বে রাস্তা তৈরি করুক প্রশাসন। তবে এই বিষয় নিয়ে মগরাহাট পশ্চিমের বিধায়ককে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি এই বিষয়ে নাকি কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন। পাশাপাশি এই বিষয় নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। তাদের মতে শুধুমাত্র উস্থির ইয়ারপুর নয়। গোটা জেলা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এই ধরনের দুর্নীতি। কবে হবে এই রাস্তা সেই আশাতেই দিন গুনছে এলাকার মানুষজন।

রক্তাক্ত পরিবারের পাশে অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর গত সংখ্যায় আমাদের পত্রিকায় আমরা লিখেছিলাম দুষ্কৃতিদের তাণ্ডবে রক্তাক্ত পরিবার পুলিশই নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ শীর্ষক একটি খবর। বিষ্ণুপুরের বেতবেড়িয়া গ্রামের এক মহিলা শম্পা সরদার বিষ্ণুপুর থানায় বেশ কয়েকজন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে জিডি করেছিল। ওই পরিবারের মহিলা সহ পুরুষ সদস্য এবং একটি শিশু আক্রান্ত হয়েছিল। ওই মহিলার অভিযোগ ছিল পুলিশে অভিযোগ সত্ত্বেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। যদিও পুলিশ সূত্রের খবর ছিল দুই পারিবারিক বিবাদের জেরে যে ঘটনা ঘটেছিল তার বিরুদ্ধে উভয় পক্ষের বিরুদ্ধেই কেস দিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি ওই আক্রান্ত মহিলার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল।

তিনি জানান ওই পরিবারের একটি শিশু দুষ্কৃতীদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। ওই শিশুটির সিটি স্ক্যান করার জন্য দ্রুত আবেদন করেছি। বিষ্ণুপুরের আইসির সঙ্গেও দেখা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু উনি ব্যস্ত থাকায় দেখা করেননি। তবে আমি আবারও বিষ্ণুপুরে আসব। আমরা চাইছি পুলিশ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিক। অগ্নিমিত্রা পলের সঙ্গে ছিলেন বিজেপির ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অভিজিৎ সরদার, সহ–সভাপতি সুফল ঘাঁটু, সম্পাদিকা সোমা ঘোষ প্রমুখ।

ব্লক জেলা বাদ দিয়ে রাজ্য স্তরে ছাত্র যুব উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২০ সালে শেষ রাজ্য ছাত্র যুব উৎসব হয়েছিল। তারপর ব্লক বা জেলা স্তর বা রাজ্য স্তরে কোন ছাত্র যুব উৎসব হয়নি। এমনকি যুব কল্যাণ দপ্তরের অন্যান্য অনুষ্ঠান যেমন বিবেক চেতনা উৎসব, সুভাষ উৎসব বন্ধ হয়ে গেছে। এ বছর হঠাৎ তড়িঘড়ি করে ব্লক, জেলা বাদ দিয়ে একদম রাজ্য স্তরে ছাত্র যুব উৎসবের সূচনা হল ২৩ ফেব্রুয়ারি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। ২০২০ সালে জেলা স্তরে যারা প্রথম হয়েছিল তাদের কাছে তিন দিন আগে ফোন আসে দপ্তর থেকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এতদিন রাজ্য ছাত্র যুব উৎসব বন্ধ থাকার পর যখন শুরু হলো তখন ব্লক বা জেলা স্তরের ছাত্র–যুবরা তাদের প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে বঞ্চিত হবে কেন? ব্লকের এক যুব আধিকারিক বলেন, দেখুন যেটা হয়েছে সবই জেলা স্তর থেকে আমরা কিছুই জানিনা। জেলা স্তরে যারা প্রথম হয়েছিল তাদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। যাদের বয়স পেরিয়ে গেছে সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থান বা তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পাঠানো হয়েছে। প্রসঙ্গত দীর্ঘদিন ধরে যুব কল্যাণ দপ্তর প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে আমাদের রাজ্যে। মাঝখানে একবার কথা হয়েছিল এবছর জেলা স্তরে ছাত্র যুব উৎসব হবে। এমনকি টাকাও বরাদ্দ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎই সেই অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং টাকা ফেরত দিতে বলে দপ্তর। কেন্দ্রীয় সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রক যখন রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি করছে ছাত্র যুবদের জন্য, তখন রাজ্য সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তরের প্রায় কোন কর্মসূচি নেই। এবারের ছাত্র যুব উৎসব রাজ্যব্যাপী যেটা হচ্ছে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ২৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানটি সমাপন হবে।

রাস্তা সংস্কারে ঢিলেমি, সমস্যায় জেরবার নিত্যযাত্রীরা

বজবজ ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ২ নম্বর ব্লকের একাংশের মানুষের প্রতিদিন পরিবহন সমস্যায় জেরবার হতে হচ্ছে। বিশেষ করে রানিয়া, কামরা, বুড়ুল, নোদাখালী, সাতগাছিয়া, দক্ষিণ বাওয়ালি, বড়পোল এলাকার মানুষরা প্রতিদিন পরিবহন সমস্যায় অতিষ্ঠ। ম্যাজিক কিংবা অটো করে যাতায়াত করতে হচ্ছে তাদের। বাওয়ালি থেকে চড়িয়াল যেতে অটোতে গুণতে হচ্ছে ১৭ টাকা। চড়িয়াল থেকে বজ বজ স্টেশন যেতে দিতে হচ্ছে ১০ টাকা। ম্যাজিকে করে গেলে দিতে হয় ২৩ টাকা। প্রতিদিন যাতায়াত করতেই মানুষ হয়রান।

৭৬ এ রুটে যে বেসরকারি বাসটি চলত সেটি অনেকদিন হল বন্ধ হয়ে গেছে। বাওয়ালি থেকেও সরকারি বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে বুড়ুল থেকে একটি সরকারি বাস শুরু হয়েছিল যেটি নোদাখালি হয়ে ভায়া সাতগাছিয়া বাওয়ালি চড়িয়াল বজবজ হয়ে ধর্মতলা যেত। এরপর তিনের পাতায়

কেন্দ্র টাকাও দিল না চোরও ধরল না

টাকা দিয়ে চাকা ঘোরানোর চেষ্টা

কুনাল মালিক

আমরা কয়েকটি সংখ্যা আগে লিখেছিলাম ১০০ দিনের কাজের টাকা ইস্যু বিজেপির কাছে বুমেরাং হবে। সেটাই বোধ হয় বাস্তবে হতে চলেছে। কেন্দ্র দুবছর ধরে ১০০ দিনের কাজের টাকা দিচ্ছে না বলে তৃণমূল কংগ্রেস বারে বারে প্রতিবাদ করেছে। এমনকি দিল্লিতে পর্যন্ত ধরনাও দিয়েছে। রাজ্যপালের দপ্তরের সামনেও ধরনায় বসেছিলেন অভিষেক ব্যানার্জি। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে স্বয়ং মমতা ব্যানার্জিও ধরনায় উপস্থিত থেকেছেন। ধরনা মঞ্চ থেকেই ঘোষণা করে দিয়েছেন কেন্দ্র টাকা না দিলেও রাজ্য সরকার বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেবে। আমরা এই আশঙ্কা করে আগের প্রতিবেদন করেছিলাম। ঠিক ভোটের মুখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এরকম যে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই পারে এটা আঁচ পাওয়া গিয়েছিল। মানুষের কাছে এই বার্তা দেওয়া যাবে দেখো কেন্দ্র সরকার বঞ্চিত করলেও রাজ্য সরকার কিন্তু কত উদার মানুষের জন্য। তাহলে দু'বছর ধরে রাজ্য সরকার চুপচাপ ছিলই বা কেন। অন্যদিকে কেন্দ্র সরকার বারবার বলেছে যে ১০০ দিনের কাজের টাকার ঠিক হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না তাই তারা বকেয়া টাকা দিতে পারছে না। মাঝে মাঝেই দিল্লি থেকে বিভিন্ন লোকজন ছুটে এসেছেন বিভিন্ন জায়গায় তদন্তের জন্য। টাকার যদি হিসেব না দেওয়া হয়, যদি ১০০ দিনের কাজের টাকা চুরি হয় তাহলে কেন্দ্র সরকার চোরেদের ধরল না কেন। অর্থাৎ টাকাও দিতে পারল না আবার চোরও ধরল না। এই বিষয়টি ভোটের প্রাক্কালে শাসক তৃণমূলকে কি সুবিধা করে দিল? শাসক দল একটা প্রচারের সুযোগ পেয়ে গেল রাজ্যব্যাপী? ভোটের প্রাক্কালে বঞ্চিত মানুষরা যারা দীর্ঘদিন কোন কাজকর্ম পায়নি এবং ১০০ দিনের বকেয়া টাকাও পায়নি, তারা যদি হাতে গরম কিছু টাকা পেয়ে যায় তাহলে তাদের মনোভাব কোন দিকে যাবে বুঝতে বাকি থাকে না। কোন খাত থেকে রাজ্য সরকার এই টাকা দেবে সে ব্যাপারে সাধারণ মানুষদের অত চিন্তা ভাবনা নেই। টাকা পেলেই হল। এখন রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে কন্ট্রোল রুম খুলে শাসক দলের নেতারা ১০০ দিনের কাজের টাকা দেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে দু বছর যে ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দিয়েছিল কেন্দ্র সরকার, তাই ভোটের মুখে তৃণমূল কংগ্রেস একটা বড়েসড়ে সুবিধা পেয়ে গেল। অন্যদিকে বঙ্গ বিজেপি এই ব্যাপারে তেমন কোন পাল্টা প্রচার করতে ব্যর্থ। এমনিতে সারা রাজ্যে যেভাবে বিভিন্ন জায়গায় মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন তাতে শাসকদলের চিন্তা বাড়ছে। সন্দেশখালীর ঘটনায় বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষরা বঞ্চিত মানুষরা ধীরে ধীরে জেগে উঠছেন বিদ্রোহের আগুন টের পাওয়া যাচ্ছে সর্বত্র।

এরপর তিনের পাতায়

স্বচ্ছতার খোঁজে কাজের অধিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভোটের আগে ১০০ দিনের কাজের টাকা নিয়ে রাজ্যে চলছে দড়ি টানাটানি। কেন্দ্রীয় সরকার যাদের এই প্রকল্পে টাকা দেওয়ার কথা তারা দুর্নীতির অভিযোগে বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছে। বিভিন্ন দল পাঠিয়ে হদিশ করতে চেয়েছে শাসক দলের দুর্নীতির। রাজ্যের সরকার কেন্দ্রের এই মনোভাব মানতে নারাজ। আবেদন–নিবেদন, ধর্ণা আন্দোলনের পর মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর দরবারে দিয়ে এসেছেন রাজ্যের দাবি পত্র। কথা হয়েছে দুই সরকারের প্রতিনিধিরা বসে সমস্যার সমাধান করবে। ইতিমধ্যে দুবার বৈঠক সারা হয়েছে দুই সরকারের আধিকারিকের তরফে। নানা প্রশ্ন উত্তর দেওয়া নেওয়ার পরে সমাধান বের হয়নি টাকাও আসেনি।

এদিকে দরজায় কড়া নাড়ছে ভোট। কাজ করেও যারা টাকা পায়নি তারা যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয় তাহলে সমূহ বিপদ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাই নিজেই পাওনা টাকা দিয়ে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যদিও প্রশ্ন উঠেছে যে টাকা মেরে নিল শাসকদলের নেতা কর্মীরা সেই টাকা কেন দেওয়া হবে জনগণের করের টাকা থেকে? অবশ্য এসব প্রশ্নকে উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেমে পড়েছে পাওনাদারদের তালিকা

প্রস্তুত করতে। দল এত উঠে পড়ে লাগলেও মুখ্যমন্ত্রী যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া নিয়ে বেশ টেনশনে তা বোঝা গেল বিলিবণ্টনের প্রক্রিয়ায় নজর রাখতে ৮ সদস্যের উচ্চ পর্যায়ে কমিটি গড়ার মধ্যে দিয়ে। কমিটির মাথায় রয়েছেন খোদ পঞ্চায়েত সচিব। এই কমিটি নাকি নজর রাখবে যাতে সঠিক উপভোক্তারা টাকা পায় এবং ভবিষ্যতে কেন্দ্র হিসাব চাইলে তা সঠিকভাবে দিতে পারে রাজ্য। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে স্বচ্ছতার খোঁজে শুধু কেন্দ্র নয় রাজ্য সরকারও তৎপর। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কাজের টাকা স্বচ্ছতার খোঁজ করতে পারবে কিনা তা বলবে ভবিষ্যৎ।

বকেয়া পাওয়ার ভরসা পেতেই খরচের পরিকল্পনায় ব্যস্ত বঞ্চিতরা

১০০ দিনের কাজের টাকা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন, ধর্নায় বসেছেন। কেন্দ্র বারবার কাজ ও টাকা বণ্টনে দুর্নীতির দিকে আঙুল তুলেছে। এরকম পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় আড়াই বছর ধরে কাজ না পেয়ে, কর্মীরা এখন কী করছেন, লোকসভা নির্বাচনে ১০০ দিনের কাজ কত বড়ো ইস্যু হতে চলেছে। এসব জানতে আলিপুর বার্তার সাংবাদিকরা হাজির হন জব কার্ড হোল্ডার, সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিদের কাছে। সেখান থেকে কী উঠে এল সেগুলোই কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশ করব। এবার পূর্ব বর্ধমান।

দেবাশিস রায়

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় প্রকল্প ১০০ দিনের কাজে বকেয়া অর্থ মেটানোর ভরসাটুকু শুধুমাত্র দিয়েছেন। আর তাতেই জবকার্ড হোল্ডারদের ঘরে ঘরে মোটা খরচের তালিকা তৈরির ব্যস্ততা তুঙ্গে। কেউ ঘর তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করতে চান; তো কেউ মেয়ের বিয়ের জন্য গয়না বানাবেন। অনেকেরই দীর্ঘদিনের বকেয়া পরিশোধের প্রবল আগ্রহ রয়েছে। শৌখিন কিছু মানুষ স্মার্টফোন, এলইডি টিভি সহ গৃহস্থালীর আধুনিক সরঞ্জাম কেনার দিকেও ঝুঁকছেন। কারও কারও একটু দূরে বেড়াতে যাওয়ারও বাসনা। উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্রই প্রায় একই

চিত্র। ব্যতিক্রম নয় রাজ্যের 'শস্যগোলা' পূর্ব বর্ধমান জেলাও। সম্প্রতি, কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের 'ধরনা মঞ্চ' থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকারের নানাবিধ বঞ্চনার বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে যেইমাত্র ১০০ দিনের বকেয়া টাকা বঞ্চিতদের শীঘ্রই মিটিয়ে দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন সেদিন থেকেই জবকার্ড হোল্ডাররা একরাশ প্রত্যাশা নিয়ে বুক বাঁধতে শুরু করেন। তারপর থেকে সময় যত গড়িয়ে চলেছে রাজ্যের সাড়ে ২৪ লক্ষ জবকার্ড হোল্ডারের ঘরে ঘরে প্রত্যাশার পারদও প্রতিনিয়ত চড়ছে। দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনার শিকার হয়ে থাকা ছাপোষা মানুষগুলো মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মতো বকেয়া অর্থের থোক হাতে পাওয়া মাত্রই কে কীভাবে খরচ করবেন সেই নিয়ে সপরিবারে সুখকর আলোচনায় মগ্ন। অন্যদিকে, লোকসভা ভোটের মুখে মুখ্যমন্ত্রীর এই মাস্টারস্ট্রোকে বিরোধীদের কপালে দুঃশ্চিন্তার ভাঁজ প্রকট হতেই ১৮ ফেব্রুয়ারি রবিবার থেকে সপ্তাহব্যাপী রাজ্যজুড়ে বঞ্চিত জবকার্ডদের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সহায়তা শিবির খোলা হয়েছে। ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে বকেয়া অর্থ প্রদানের লক্ষ্যে ওই শিবিরগুলিতে দলীয় নেতা–কর্মীরা উপস্থিত থেকে জবকার্ড হোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা নিচ্ছেন। এধরনের শিবিরগুলিতে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, স্বপন দেবনাথ, সাবিনা ইয়াসমিন প্রমুখ থেকে শুরু বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিসহ সক্রিয় ভূমিকা দেখে বঞ্চিত জবকার্ড হোল্ডাররা চমকিতই শুধু নয় যথেষ্ট ভরসায় বুক বাঁধছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

উত্তরের আঙিনায়

কাওয়াখালীতে পিছিয়ে পড়াদের ফ্ল্যাট নির্মাণ ও হস্তান্তর প্রক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : গত ৪০ বছরে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের সবচেয়ে বড় সাফল্য শিলিগুড়ি কাওয়াখালীতে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়াদের জন্য ৪২২টি ফ্ল্যাট নির্মাণ ও হস্তান্তর। তিন বছর ধরে ফ্ল্যাট গুলো নির্মিত হয়েছে। ছয় মাস যাবৎ আবেদনপত্র জমা নেওয়া হয়েছে। স্ক্রীনিং স্কুটিনি হয়ে গেছে। লটারি প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয় শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে সকাল ১০ টা থেকে। যাবতীয় কার্যকলাপ পরিদর্শন করতে আসেন এস জে ডি এর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী, রঞ্জন শীল শর্মা সহ আরো অনেকে। ভাগ্যবান বিজয়ীদের পরবর্তীতে ফ্ল্যাট তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত জানা গেছে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন এস জেড এর চেয়ারম্যান সৌরভ

চক্রবর্তী, মেয়র গৌতম দেব সহ অন্যান্য সরকারি আধিকারিকরা। সৌরভবাবু জানান, ৪২২টি ফ্ল্যাট রয়েছে, আবেদনকারীর সংখ্যা ১৮০০-র উপরে। লটারিতে ভাগ্যবান বিজয়ীরা ফ্ল্যাট গুলি পাবেন।

বোরিং বন্ধের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : পুর নিগমের অন্তর্গত ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের অতুলপ্রসাদ সরণিতে বেআইনিভাবে একটি বাড়িতে বোরিং করার এই খবর পেয়ে শিলিগুড়ি পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র তথা ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর রঞ্জন সরকার ওই কাজ বন্ধ করা নির্দেশ। তিনি বলেন, অন্যায় ভাবে বোরিং করা হলে তা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এই খবর আমার কাছে অনেকদিন আগেই এসেছিল। কিন্তু তদন্ত না করে আমি কিছু করতে পারছিলাম না। আমি চাই পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করতে।

শ্রীশ্রীরাম ঠাকুরের আবির্ভাব দিবস উদযাপন

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : গত ১৭ সেপ্টেম্বর শ্রী শ্রী রামঠাকুরের ১৬৪ তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে শিলিগুড়ির এন জে পি গেটবাজারের রামঠাকুর মন্দিরের তরফ থেকে এই শুভদিনে দুঃস্থ মানুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি করা হয়। এবং দুস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব।

বিজেপি যুব মোর্চার বিক্ষোভ

জয়ন্ত চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি : গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ রবিবার শিলিগুড়ির প্রধান ডাকঘরের সামনে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে সন্দেশখালি ঘটনার প্রেক্ষিতে শিলিগুড়ির বিজেপির যুব মোর্চা এক অবস্থানে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি মোর্চার নেতা ও কর্মীরা অবস্থানে উক্ত ঘটনার জন্য রাজ্য প্রশাসনকে দায়ী করা হয়। এদিনের কর্মসূচি থেকে শেখ শাহজাহানকে অবিলম্বে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলা হয়েছে। বিজেপির যুব মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অভিজিৎ দাস বলেন, কোনভাবেই সন্দেশখালীর ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ হবার পরে পাড়ায় পাড়ায় গণনাট্যের মাধ্যমে মানুষের কাছে তুলে ধরা হবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৪ ফেব্রুয়ারি – ১ মার্চ ২০২৪

মেষ রাশি : আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। জেদী মনোভাবের দরুণ স্বজনের সম্পর্কের অবনতি। কর্মক্ষেত্রে দূরে বদলির সঙ্গে কর্মোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় বেশি পান না করাই শ্রেয়। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সঙ্গে চরম পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব। স্বাস্থ্যহানির দরুণ স্বাস্থ্যখাতে অধিক ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রত্যহ আদিত্য হৃদয়ের জপ করুন।

বৃষ রাশি : ব্যবসায়িক উন্নতির সম্ভাবনা থাকলেও অতিরিক্ত অর্থের ব্যয়ের সম্ভাবনা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য লাভের সঙ্গে মান সম্মান বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শুভফল লাভ। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। কর্মক্ষেত্রে উন্নতিতে বাধা এলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : প্রত্যহ ললিতা সহস্র নাম জপ করুন।

মিথুন রাশি : কাজকর্মে অমনোযোগিতার দরুণ ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। বিলাসবসনে ব্যয় বৃদ্ধি। সঞ্চয়ে বাধা। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ চরম পর্যায়ে। ঋণ দেওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় ও চাকরিতে শুভফল লাভ। অর্থের অপব্যয়।

প্রতিকার : প্রত্যয় ১১ বার ও নমো নারায়ণের' জপ করুন।

কর্কট রাশি : ভাগ্যোন্নতির সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মসূত্রেও বিদেশ যেতে পারেন। আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্য শান্তি ব্যহত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। সাবধানে চলাফেরা করুন। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পী সত্তার বিকাশ।

প্রতিকার : প্রত্যহ হনুমান চাল্লিশা পাঠ করুন।

সিংহ রাশি : আলস্য বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে জটিলতা বৃদ্ধি। অন্যক্ষেত্র থেকে যেমন বিমা, শেয়ার অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধুর গৃহে কোনও শুভ অনুষ্ঠান। শিল্পী সত্তার বিকাশ।

প্রতিকার : প্রতিদিন ওম ভাস্করায় নম জপ করুন।

কন্যা রাশি : দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি। বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সাহায্য পেতে পারেন। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে মান সম্মান বৃদ্ধি। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধি। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : প্রত্যহ ৪১বার ওঁ বুবীয় নমঃ জপ করুন।

তুলা রাশি : ব্যবসায় বিনিয়োগ আপাতত স্থগিত রাখা প্রয়োজন। চুরি বা আর্থিক ক্ষতি থেকে সাবধান। বন্ধু বা গুরুজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। গাড়ি ক্রয়ের পরিকল্পনা হলেও তা স্থগিত রাখাই ভালো। একাধিক পথে উপার্জন। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শুক্রবার বৃদ্ধাদের আহার দিন।

বৃশ্চিক রাশি : সন্তানের জন্য গর্বিত হওয়ার সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে সমাধানের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উন্নতিতে বাধা। পারিবারিক সমস্যা সমাধানে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমে নাজেহাল অবস্থা। ব্যবসার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। অংশীদারী ব্যবসায় বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঁ ভৌময় নম জপ করুন।

ধনু রাশি : ব্যবসা ও কর্মক্ষেত্রে থেকে আয়ের সুযোগ আসতে পারে। পারিবারিক বা বৈষয়িক সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনের জন্য স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি। সন্তানের বিরূপ আচরণে মানসিক অশান্তি। কর্মস্থলে কোনো মানহানি মামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। গৃহে অনুষ্ঠান ও অতিথির আগমন।

প্রতিকার : প্রত্যয় ১০৮ বার ওঁ গুরবে নম জপ করুন।

মকর রাশি : শত্রুদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে মানসম্মান বৃদ্ধি। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে পারেন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ আসতে পারে। সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয়ে সাবধানতা অবলম্বন করুন।

প্রতিকার : ৩৩ বার ওঁ মান্দায় নম জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : দাম্পত্য অশান্তি বৃদ্ধি। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি। বায়ুপথে ভ্রমণ এড়ানোই ভাল। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শুভ ফল লাভ। নামী কোম্পানিতে চাকরি পাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঁ গণেশায় নম জপ করুন।

মীন রাশি : জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। ব্যবসায়িক সাফল্য। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। মাতৃকুল থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। যে কোনো কাজে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি, ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। শারীরিক অসুস্থতা বৃদ্ধি। মামলায় নিষ্পত্তিতে বিলম্ব।

প্রতিকার : প্রত্যহ ২১ বার ওঁ নম শিবায় জপ করুন।

শব্দবার্তা ২৮৪

১		২		৩	■	■	■
	■		■	৪		৫	■
৬	৭	■	■		■		■
■	৮			■	■		■
■		■	■	৯			■
■		■	১০	■	■	১১	১২
■	১৩			■	১৪	■	
■	■	■	১৫				

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। সংশুদ্ধি ৪। সাপের বিষ ৬। কাব্যের 'তোমার' ৮। মুক্ত, খোলা ৯। ঝগড়া ১৩। নানাবর্ণযুক্ত, চিত্রবিচিত্র ১৫। ভাঁটা।

উপর–নীচ

১। সহিত ২। উচ্চরব, চিৎকার ৩। পুর ৫। যাত্রীদের মালপত্র ৭। দুষ্ট, দুর্বৃত্ত ১০ বিদ্বান লোক ১২। নথি ১৪ — ভাঙা মধু।

সমাধান : ২৮৩

পাশাপাশি : ১। সংগোপন ৪। জিজ্ঞাসক ৫। বছর ৬। শবর ৮। তখন ১০। আকাট ১১। হাতযশ ১২। কলাকুশল।

উপর–নীচ : ১। সংবেশিত ২। নজির ৩। আসবাব ৫। বচন ৬। শকট ৭। রজতাচল ৯। খরতর ১০। আশক।

কাজের খবর

উপকূলরক্ষী বাহিনীতে ২৬০ নাবিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি: ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী (ইন্ডিয়ান কোস্ট গার্ড) 'নাবিক (জেনারেল ডিউটি)' পদে ২৬০ জন লোক নিচ্ছে। এই পদের ব্যাচ নং: 02/2024. কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: নাবিক (জেনারেল ডিউটি): অঙ্ক ও ফিজিক্স বিষয় নিয়ে সায়েন্স শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২২ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম-তারিখ হতে হবে ১-৯-২০০২ থেকে ৩১-৮-২০০৫'এর মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.'রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া ভালো চোখে ৬/৬ ও খারাপ চোখে ৬/৯। চশমা থাকলে যোগ্য নন। বেসিক পে: ২১,৭০০ টাকা।

শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৫৭ (গোর্খা, নেপালী ও অসমীয়া হলে ১৫২) সেমি আর উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বুকের ছাতি (অন্তত ৫ সেমি প্রসারণক্ষম) ও স্বাভাবিক ওজন থাকতে হবে। স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি ও দু'পাটি অক্ষত দাঁত থাকা দরকার। শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। এছাড়াও রেশন ভাতা, পোশাক ভাতা, ডাক্তারি খরচ, সরকারি আবাসে পরিবার-সহ থাকার সুযোগ, যাতায়াত ভাড়ায় ছাড়, ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত গ্রুপ বিমা, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, ক্যান্টিন, ঋণ ইত্যাদির সুযোগ পাবেন। ট্রেনিং হবে ওড়িশার আই.এন.এস. চিল্কায়। ট্রেনিং চলার সময় যাবতীয় খরচ সরকার বহন করবে। শূন্যপদ: ২৬০টি। এর মধ্যে উত্তরাঞ্চলে ৭৯টি (জেনাঃ ৩১, ই.ডব্লু.এস. ৮, ও.বি.সি. ১৭, তঃউঃজাঃ ৮, তঃজাঃ ১৪)। পশ্চিমাঞ্চলে ৬৬টি (জেনাঃ ২৬, ই.ডব্লু.এস. ৭, ও.বি.সি. ১৪, তঃউঃজাঃ ৭, তঃজাঃ ১২)। উত্তর- পূর্বাঞ্চলে ৬৮টি (জেনাঃ ২৭, ই.ডব্লু.এস. ৭, ও.বি.সি. ১৫, তঃউঃজাঃ ৭, তঃজাঃ ১২)। পূর্বাঞ্চলে ৩৩টি (জেনাঃ ১৩, ই.ডব্লু.এস. ৩, ও.বি.সি. ৭, তঃউঃজাঃ ৪, তঃজাঃ ৬)। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ১২টি (জেনাঃ ৫, ই.ডব্লু.এস. ১, ও.বি.সি. ৩, তঃউঃজাঃ ১, তঃজাঃ ২)। আন্দামান ও নিকোবর ৩টি (ও.বি.সি. ১, তঃউঃজাঃ ১, তঃজাঃ ১)। প্রার্থী বাছাই হবে ৩টি ধাপে। প্রথম ধাপের কম্পিউটার বেসড অনলাইন পরীক্ষা হবে এপ্রিলে। দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষা হবে মে মাসে। তৃতীয় ধাপের পরীক্ষা হবে অক্টোবর মাসে। প্রথম পার্টের লিখিত পরীক্ষায় অবজেক্টিভ টাইপের ৬০ নম্বরের ৬০টি প্রশ্ন থাকবে এইসব বিষয়ে: অঙ্ক-২০টি, বিজ্ঞান' ১০টি, ইংরিজি ১৫টি, রিজনিং ১০টি, জি.কে. ৫টি। সময় ৪৫ মিনিট। সফল হলে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে ৭ মিনিটে ১.৬ কি.মি. দৌড়, ২০ বার ওঠ-বোস আর ১০ বার পুশ-আপ। সব বিষয়ে সফল হলে ইন্টারভিউ। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও সব শেষে ডাক্তারি পরীক্ষা হবে ওড়িশার আই.এন.এস. চিল্কায়। সব ধাপের ই-অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন ওয়েবসাইট থেকে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.joinindiancoast guard.cdac.in এজন্য প্রথমে পাশপোর্ট মাপের ফটো (১০ থেকে ৪০ কেবির মধ্যে), সিগনেচার (১০ থেকে ৩০ কেবির মধ্যে), বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে 'I Agree'তে ক্লিক করে 'On-line Application'এ গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৩০০ (তপশিলীদের ফী লাগবে না) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য ওই ওয়েবসাইটে পাবেন ।

রেলে ৯ হাজার টেকনিশিয়ান

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়া দিল্লি: কলকাতা, মালদা, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি, পটনা, রাঁচী, চন্ডীগড়, ভোপাল, মুম্বই, চেন্নাই, ভুবনেশ্বর, বিলাসপুর, আহমেদাবাদ, আজমের, এলাহাবাদ, বেঙ্গালউরু, গোরক্ষপুর, জম্মু-শ্রীনগর, মজঃফরপুর, সেকেন্দরাবাদ ও তিরুবনন্তপুরম রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে রেলের বিভিন্ন জোনে 'টেকনিশিয়ান গ্রেড-॥' ও 'টেকনিশিয়ান গ্রেড-॥।' পদে প্রায় ১,০০০ ছেলেমেয়ে নেওয়ার বিজ্ঞপ্তি বেরোবে এ মাসের শেষের দিকে। ভারতীয় রেল মন্ত্রক ৩১ জানুয়ারি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, রেলে 'টেকনিশিয়ান' পদের বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে দরখাস্ত নেওয়া শুরু হবে মার্চ মাস থেকে। আই.টি.আই. থেকে বিভিন্ন ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ ছেলেমেয়েরা সংশ্লিষ্ট ট্রেডের জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তবে বয়স আরো ৩ বছর বাড়ানো হতে পারে।

তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি'রা ৩ বছর, বিধবা, বিবাহ-বিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করলে ৩৫ (তপশিলী হলে ৪০, ও.বি.সি. হলে ৩৮) বছর বয়স পর্যন্ত, প্রতিবন্ধী আর রেলের কর্মী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। টেকনিশিয়ান গ্রেড-॥ পদে মূল মাইনে: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ২,৪০০ টাকা (রিভাইজড)। টেকনিশিয়ান গ্রেড-॥। পদে মূল মাইনে: ৫,২০০-২০,২০০ টাকা ও গ্রেড পে ১,৯০০ টাকা (রিভাইজড)। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: ০২/২০২৪।

প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার বেসড টেস্ট (সি.বি.টি.) হবে এবছর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে। প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের স্থানীয় ভাষায় ও ইংরিজি, হিন্দি আর উর্দুতে। কলকাতা, শিলিগুড়ি, মালদা, রাঁচী ও গুয়াহাটি রেল রিক্রুট। বোর্ডের পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে বাংলায়। অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের ৯০ মিনিটের ১০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, অ্যারিথমেটিক, জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, রিজনিং ও টেকনিক্যাল এবিলিটি। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতি ৩টি ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর বাদ যাবে। পরীক্ষা হবে যে রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে দরখাস্ত করবেন, সেই বোর্ডের শহরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজে। সবশেষে হবে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন আর ডাক্তারি পরীক্ষা। বিজ্ঞপ্তি বেরোলে বিস্তারিত তথ্য পাবেন সংশ্লিষ্ট রেলের ওয়েবসাইটে। এছাড়াও পত্রিকায় বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হবে।

রেলে চাকরির জন্য এবার থেকে বছরে ৪ বার পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা ভারতের বিভিন্ন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড বা, রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেলের মাধ্যমে রেলে গ্রুপ-ডি থেকে শুরু করে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকা পাইলট পদের জন্য এবার থেকে বছরে ৪ বার পরীক্ষা নেওয়া হবে। এজন্য রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ২ ফেব্রুয়ারি বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট পদের পরীক্ষা হবে জানুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে। টেকনিশিয়ান পদের পরীক্ষা হবে এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে। এন.টি.পি.সি., জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ও প্যারামেডিক্যাল ক্যাটেগরির পরীক্ষা হবে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। গ্রুপ-ডি ও অন্যান্য পদের পরীক্ষা হবে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে। প্রতিটি পদের জন্য দরখাস্ত নেওয়া হবে নির্দিষ্ট পরীক্ষাসূচীর ১-২ মাস আগে থেকে। বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রকাশের ফলে চাকরিপ্রার্থীদের প্রস্তুতি নিতে সুবিধা হবে ও নির্দিষ্ট সময় পাবেন। এছাড়াও তারা আগে থেকে জানতে পারছে কোন পদের পরীক্ষা কবে হবে। তাছাড়া কোনো একটি পরীক্ষায় সফল না হলে পরের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগও থাকবে।

রেলে সাধারণত ৪টি ক্যাটেগরিতে লোকে নেওয়া হয়। কোন পদে কেমন যোগ্যতা, বয়স, পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ নিচে দেওয়া হল :

(১) অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট। যোগ্যতা দরকার আই.টি.আই. / ডিপ্লোমা / বি.টেক. পাশ। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে। এবছর বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে জানুয়ারি মাসে। দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১৯ ফেব্রুয়ারি। পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ মার্চে।

(২) টেকনিশিয়ান। যোগ্যতা দরকার আই.টি.আই. পাশ। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে। প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা হবে এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে। বিজ্ঞপ্তি বেরোবে মার্চে।

(৩) (ক) নন-টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটেগরি (এন.টি.পি.সি.)। যোগ্যতা দরকার উচ্চমাধ্যমিক পাশ। নেওয়া হবে জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, জুনিয়র টাইমকীপার, ট্রেন্স ক্লার্ক, কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক ইত্যাদি পদে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

(খ) নন-টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটে গরি (এন.টি.পি.সি.)। যোগ্যতা দরকার যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট। নেওয়া হবে ট্রাফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, গুডস গার্ড, সিনিয়র কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক, সিনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, জুনিয়র অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট, সিনিয়র টাইমকীপার, কমার্শিয়াল অ্যাপ্রেন্টিস, অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার ইত্যাদি পদে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে।

(গ) জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার। যোগ্যতা দরকার ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ। নেওয়া হবে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইনফর্মেশন টেকনোলজি), ডিপো মেটেরিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, কেমিক্যাল অ্যান্ড মেটালার্জিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি পদে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে।

(ঘ) প্যারামেডিক্যাল ক্যাটেগরি। নেওয়া হবে স্টাফ নার্স, হেলথ অ্যান্ড ম্যালেরিয়া ইন্সপেক্টর গ্রেড-॥, ফার্মাসিস্ট গ্রেড-॥, ফিজিওথেরাপিস্ট', 'ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট-॥, ল্যাব সুপারিন্টেন্ডেন্ট গ্রেড-1॥, রেডিওগ্রাফার, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, ডায়াটেশিয়ান, ফিল্ড ওয়ার্কার ও ই.সি.জি. টেকনিশিয়ান ইত্যাদি পদে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০/৩৩ বছরের মধ্যে (পদ অনুযায়ী)।

এই ৪টি ক্যাটেগরির প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা হবে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

(৪) (ক) গ্রুপ-ডি পদে (লেভেল-।)। যোগ্যতা দরকার মাধ্যমিক পাশ বা, আই.টি.আই. পাশ। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে। প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা হবে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে।

(খ) মিনিস্ট্রিয়াল ও আইসোলেটেড ক্যাটেগরি। নেওয়া হবে প্রাইমারি টিচার, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট টিচার, ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার, স্টেনোগ্রাফার (ইংলিশ), স্টেনোগ্রাফার গ্রেড-॥, ল' অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টাফ অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার অফিসার, চিপ ল' অ্যাসিস্ট্যান্ট, ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ইত্যাদি পদে। যোগ্যতা দরকার উচ্চমাধ্যমিক থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৪০ বছর (পদ অনুযায়ী সর্বোচ্চ)।

এই দুই ক্যাটেগরির প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা হবে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে।

রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, রেলে আগে ৩-৪ বছর অন্তর পরীক্ষা নেওয়া হত। এবার থেকে প্রতি বছর নির্ধারিত ক্যালেন্ডার মেনেই পরীক্ষা নেওয়া হবে। ফলে প্রার্থীদের প্রশিক্ষণ নিতে সুবিধা হবে ও প্রত্যেক বছর যোগ্য প্রার্থীরা সমান সুযোগ পাবেন।

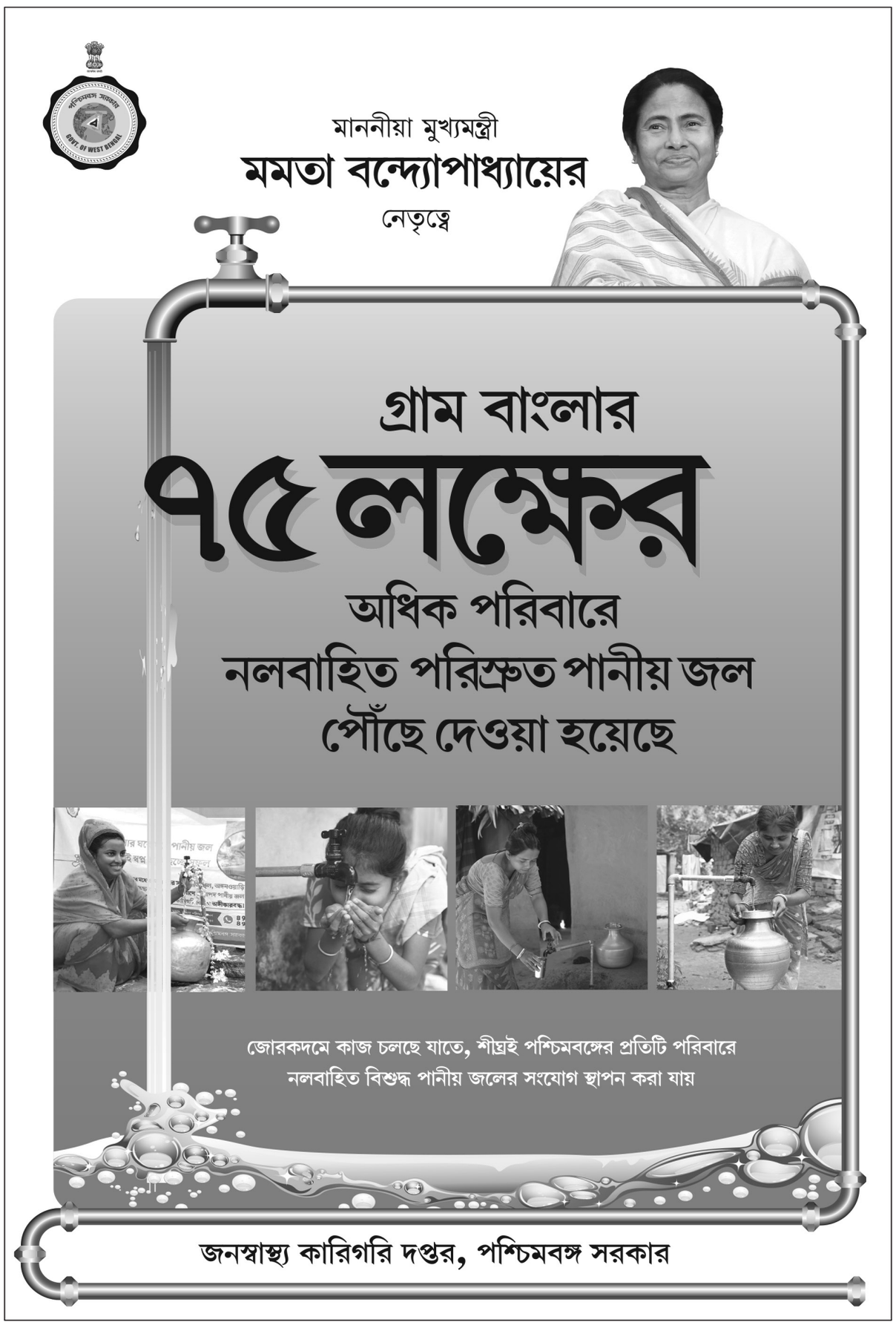

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

বাজারের পানীয় জলের পাম্প খারাপ সারানো নিয়েও গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, উস্তী: জনবহুল বাজারের মধ্যে পানীয় জলের জন্য বসানোর কথা ভালো হয়েছিল সাব মার্সেল পাম্প। খরচ ধরা হয়েছিল প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকা। অভিযোগ, সেখানে বসানো হয়েছিল একটি ছোট টুলু পাম্প যার লোড নিতে না পেরে খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে দীর্ঘদিন। এই পাম্প সারানো নিয়ে শাসক দলের নেতাদের কাজকর্মে ক্ষোভ দলেরই একাংশের। অনুন্নয়ন নিয়ে বিরোধীদের মুখের কথা এখন শোনা যাচ্ছে শাসক দলের স্থানীয় নেতাদের মুখে। সাড়ে আট লক্ষ টাকার মত খরচ করে মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের ইয়ারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজবল্লভপুর বাজারে পানীয় জলের জন্য বসানো হয়েছিল একটি পাম্প। শাসক দলের একাংশ ও স্থানীয়পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামী তথা অঞ্চল যুবতৃণমূলের সভাপতি রাজু মন্ডল জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন পঞ্চায়েত প্রধান থেকে বিধায়ক পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি। এত বড় বাজার ছাড়া আট দশটি গ্রামের মানুষরা এসে এখান থেকে ড্রাম ভর্তি করে জল নিয়ে যেত। মাত্র কয়েকদিন চলে সেই পাম্প অকেজো হয়ে পড়ে থাকার পিছনে তিনি দায়ী করেছেন শাসক দলের একাংশকে। সামনে আসছে প্রচন্ড দাবদাহ। শাসকদলের এই গোষ্ঠীদন্দের শিকার কেন সাধারণ মানুষ হবে? প্রশ্ন উঠছে এলাকা থেকে। যদিও বিধায়ক জানিয়েছেন আমাদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই, পাম্প সারিয়ে দেওয়া হবে।

তবে এই বিষয়ে কটাক্ষ করে বিজেপির দাবি তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে শুধুমাত্র এই উস্তি নয় বিভিন্ন জায়গায় এই ভাবেই ভোগান্তির শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। প্রশাসন অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।

প্রসবের পরে বেড়ে বসেই পরীক্ষা দিলেন সাবিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মগরাহাট : মামুদপুর এলাকার এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের ছাত্রী সাবিনা খাতুন। সাবিনা সিট পড়েছিল কলস হাইস্কুলে। সংসারের অভাব অনটনে বেশ কিছুদিন আগেই বিয়ে হয়ে যায় তার। কিন্তু অদম্য ইচ্ছায় পড়াশোনা চালিয়ে যায় সাবিনা। অন্যান্য দিনের মতো পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল সাবিনা। কিন্তু হঠাৎ করেই গত বুধবার ভোরবেলা তার প্রসব যন্ত্রণা ওঠে। পরিবারের লোকজন তাকে মগরাহাট হাসপাতালে ভর্তি করে। সেখানেই তিনি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। আর তার অদম্য ইচ্ছায় কিছুক্ষণ পরেই স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে হাসপাতালে বসেই শিশুকে কোলে নিয়ে পরীক্ষা দিলেন মা সাবিনা। সাবিনাদর এই ইচ্ছাশক্তিকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা থেকে শুরু করে হাসপাতালের ডাক্তার বাবুরা।

কাঁচা রাস্তা পাকা করার দাবিতে গেট আটকে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়দিঘী : মথুরাপুর দু'নম্বর ব্লকের কুমড়াপাড়া অঞ্চলের উত্তর কুমারপাড়া সোনারচকের এক কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘ ২৫–৩০ বছর ধরে কাঁচা। সেই কাঁচা রাস্তা পাকা করার দাবিতে কুমড়াপাড়া অঞ্চলের সামনে অঞ্চলের গেট আটকে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। পঞ্চায়েত অফিসের মধ্যে প্রায় এক ঘন্টা আটকে পড়েন প্রধান এবং উপপ্রধান। অবরোধকারীদের দাবি, দীর্ঘ ২৫/৩০ বছর চলার একমাত্র রাস্তার বেহাল দশা। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রী এমনকি স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা পথযন্ত্রণায় জেরবার। একাধিকবার প্রশাসনকে জানিয়ে আশ্বাস ছাড়া কিছুই মেলেনি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল পাকা রাস্তা করে দেওয়া হবে। কিন্তু সেই পাকা রাস্তা কেন হয়নি তার দাবি নিয়ে পঞ্চায়েতের সামনে ১৬ ফেব্রুয়ারি সকাল দশটা নাগাদ বিক্ষোভ চলল এলাকাবাসীদের।

এই বিষয়ে ওই পঞ্চায়েতের উপ–প্রধান মজিদ আলী সেখ জানিয়েছেন, রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে খারাপ হয়ে রয়েছে। এর আগে কাজ করা হয়েছিল ওই রাস্তায়। সাধারণ মানুষেরা যে সমস্ত দাবি করেছে তা সবটা সত্য নয়। তবে কবে রাস্তা পাকা হবে তার উত্তর কেউ দিতে পারছে না।

রাতে চলাচল বন্ধ, দিনের বেলায় ঝুঁকির পারাপার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি ব্লকের বাবুর মহল গ্রাম পঞ্চায়েতের তারাচাঁদপুর গ্রামের ঝিংড়া খালের উপর কাঠের ব্রিজটি বাবুর মহল গ্রাম পঞ্চায়েত ও কেওড়াতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম। ১২০ ফুটের দীর্ঘ এই কাঠের সেতুটির একদিক থেকে অন্য দিকে যেতে যেখানে তিরিশ সেকেন্ড সময় লাগে, স্টেশনে এখন ঘুরে আসতে হয় ৪ কিলোমিটার রাস্তা। ব্রিজটিতে দিনের বেলা গুটিকয়েক মানুষ অতি কষ্টে চলাচল করলেও সন্ধ্যার পর একেবারে বন্ধ। কারণ আজ তিন বছর ধরে এই ব্রিজের কোথাও এক–দু ফুট কোথাও তিন ফুট কোন কাঠ নেই। ব্রিজের দুদিকে রেলিং গুলো ভেঙে গেছে। দুদিকের কাটগুলো এতটাই দুর্বল ভুলবশত সেখানে পা পড়লে চলে যেতে হবে খালের মধ্যে। এমনিভাবে বহু দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে মানুষ। ভ্যান অটো টোটো তো দূরের কথা রোগী থেকে আরম্ভ করে স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীরা একা সাহস করে যেতে পারে না। ওই এলাকার কয়েকজন প্রতিবন্ধী ভিক্ষুক তারা জলে নেমে খাল পেরিয়ে ভিক্ষে করতে যান। বহুবার রাজনৈতিক নেতা থেকে বিডিও–এসডিওর কাছে আবেদন জানিয়ে আজও নেতাদের শুকনো আশ্বাস ছাড়া কিছুই মেলেনি। তাই বাধ্য হয়ে এলাকার মানুষ ভোট বয়কটের হুমকি দিয়ে রেখেছেন। বিজেপি জোটের পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে শাসক দল প্রশাসনকে দিয়ে উপ সমিতি গঠন আটকে রেখেছেন, তাই তারা সংস্কারের কাজে হাত দিতে পারছে না।

টাকা দিয়ে চাকা ঘোরানোর চেষ্টা

প্রথম পাতার পর

আবার বর্তমানে সাংবাদিকদের কণ্ঠ প্রতিরোধ করার বিষয়টিও মানুষ ভালো চোখে দেখছে না। মানুষের প্রশ্ন শেখ শাহজাহানকে যেখানে পুলিশ ধরতে ব্যর্থ সেখানে একজন কর্তব্যরত সাংবাদিককে পুলিশ টেনে হিঁচড়ে কিভাবে গ্রেফতার করতে পারে। সব মিলিয়ে বর্তমানে রাজ্যে শাসকের ভাবমূর্তি যথেষ্ট কালিমা লিপ্ত। কিছুদিন আগেই লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকা ডাবল করা হয়েছে। অনেকেই বলছেন টাকা দিয়েই চাকা ঘোরানোর চেষ্টা করছে সরকার। কিছু মানুষের প্রশ্ন সন্দেশখালি তে কেন্দ্রীয় টিম বারবার ঘুরে যাচ্ছেন। রাজ্যপাল গিয়ে আশ্বাস দিচ্ছেন বঞ্চিত মানুষদেরতিনি নাকি পাশে আছেন।জাতীয় মহিলা কমিটি চেয়ারপারসন রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি করছেন এ রাজ্যে। কিন্তু বাস্তবে কিছুই হচ্ছে না। সন্দেশখালি আছে সন্দেশখালিতেই। কেন্দ্র রাজ্য সরকারের সেটিং তত্ত্ব মাঝে মাঝেই খুব প্রকট হয়ে পড়ছে। কেন্দ্র সরকার সদর্থক কিছু ব্যবস্থা নিক মানুষ এটাই দাবি করছেন। এখন দেখার আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ জন্য কি অপেক্ষা করছে।

ভেঙে পড়ছে পঞ্চায়েত কার্যালয়

সুভাষ চন্দ্র দাশ,বাসন্তী : বাসন্তী থানার অন্তর্গত মসজিদবাটী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ৩০ হাজারেরও অধিক মানুষের বসবাস। যে পঞ্চায়েত অফিসে বসে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষকে পরিষেবা দেন পঞ্চায়েত প্রধান গৌর সরদার, উপপ্রধান সুলতা মণ্ডল ও অন্যান্য জনপ্রতিনিরা। সেই কার্যালয়ের অবস্থা অত্যন্ত বেহাল। পঞ্চায়েত ভবনের বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় ফাটল। যে কোনও মুহূর্তে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। মানুষের মৃত্যু ঘটাও অস্বাভাবিক নয়। এলাকার মানুষজন সহ পঞ্চায়েত জনপ্রতিনিধিদের দাবি, অবিলম্বে পঞ্চায়েত কার্যালয়টি সংস্কার করা হোক।

উল্লেখ্য, বাসন্তী থানার মসজিদবাটী পঞ্চায়েত কার্যালয়টি তৈরি হয়েছিল ১৯৭৮ সালে। তৎকালীন পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন নিবারণ বৈরাগী। পরবর্তী পর্যায়ে গোলক বিহারী মণ্ডল, রমানাথ মাইতি, ভাস্কর মণ্ডল, সুকুমার নস্কর, আরতি সরদাররা প্রধান হিসাবে কাজ করলেও পঞ্চায়েত কার্যালয় নিয়ে কেউই তেমন মাথা ঘামাননি। তাছাড়াও দীর্ঘ ৪৫ বছর অতিক্রান্ত হলেও কোনদিনই সংস্কার করা হয়নি এই পঞ্চায়েত কার্যালয়ের।

বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধান গৌর সরদার জানান,পঞ্চায়েত কার্যালয়ের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা প্রদান করতে হয়। যতক্ষণ পঞ্চায়েত অফিসের কাজকর্ম চলে ততক্ষণ ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। পূর্বতন বিডিও সাহেবকে ব্যাপারটি জানিয়েছিলাম। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।'

উপপ্রধান সুলতা মণ্ডল জানান, চেয়ারে বসে কোন কাজ করার সময় ভয় লাগে। এই বুঝি চাঙড় খসে পড়ে! প্রাণ হাতে নিয়ে তবুও যেতে হয়। রাজ্য সরকারের প্রতি আমার আবেদন মসজিদবাটী পঞ্চায়েত কার্য্যালয়টি যাতে পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করা হোক।

এ প্রসঙ্গে বাসন্তী ব্লক সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক সঞ্জীব সরকার জানিয়েছেন, 'ঘটনাটি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।'

পথচলা শুরু নতুন ট্রেনের

অভীক মিত্র, বীরভূম : কাটোয়া–আমোদপুর ও কাটোয়া–বর্ধমান রেলওয়ে যাত্রীকমিটির দীর্ঘদিনের দাবি মেনে কাটোয়া – আমোদপুর লাইনে একজোড়া নতুন ট্রেন চলাচল শুরু করল গত রবিবার থেকে প্রতিদিন। যাত্রীকমিটির পক্ষ থেকে কাটোয়া ও জ্ঞানদাস কাঁদরা স্টেশন প্রথম ট্রেনের ড্রাইভারদের পুষ্পস্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা জানানোর পাশাপাশি রেলদপ্তরকে ধন্যবাদ জানানো হয়। কমিটি পক্ষ থেকে কাঁদরা স্টেশনে হিমাদ্রি ঘোষ বলেন, "২০১৮ সাল থেকে লাগাতার আন্দোলনের ফলে একজোড়া নয়া ট্রেন চালু হল। এ জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই ভারতীয় রেলদপ্তরকে এবং আন্দোলনে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন সকলকে। আগামীদিনে আমাদের আরও দাবি পূরণের জন্য যাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর কর্মসূচি নেওয়া হবে।" কাটোয়া স্টেশনে প্রথম ট্রেনের ড্রাইভারদের পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন কাটোয়া – আমোদপুর ও কাটোয়া – বর্ধমান রেলওয়ে যাত্রীকমিটি যুগ্ম সম্পাদক সানি আজাদ ও কিশোর দফাদার।

বিবেকানন্দ স্মরণে পূর্ব রেলের পুণ্য বাহন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : পূর্ব রেলের উদ্যোগে বজবজ বিবেকানন্দ স্মারক কমিটির ব্যবস্থাপনায় প্রতিবছর উনিশ ফেব্রুয়ারি দিনটি বিবেকানন্দ স্মরণে উদযাপিত করা হয় কোমাগাতা মারু, বজবজ স্টেশনে। এ বছরও দিনটি পালিত হল যথাযোগ্য মর্যাদায়। ১০:৫৫ মিনিটে বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি শোভিত পূর্ব রেলের পুণ্য বাহন ট্রেনটি শিয়ালদা অভিমুখে রওনা দেয়। উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, বজবজ পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাস গুপ্ত, বজবজ স্টেশন ম্যানেজার বিদ্যুৎ কুমার শিরকা, কাউন্সিলর অভিষেক সাউ, কৌশিক রায়, আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ প্রমুখ। প্রসঙ্গত ১৮৯৩ সালে আমেরিকার চিকাগো শহরে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনের চার বছর পর

১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ বাংলার মাটিতে প্রথম পা রাখেন ১৯ ফেব্রুয়ারি বজবজ এর পুরাতন স্টেশনে। আগের দিন সন্ধ্যেবেলা মোম্বাশা জাহাজ নোঙ্গর করে হুগলি নদীতে। জাহাজেই রাত্রি বাস করেন স্বামীজি। পরেরদিন সকালে পুরাতন রেলস্টেশন থেকে শিয়ালদা অভিমুখে রওনা হন। এই ইতিহাস অনেকদিন চাপা ছিল মানুষের কাছে। আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ এই সত্য আবিষ্কার করেন গবেষণার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন এই সত্যকে স্বীকার করে নেয়। ১৯৮৫ সাল থেকে বিবেকানন্দ স্মারক কমিটি ১৯ ফেব্রুয়ারি দিনটি স্মরণে মননে বিবেকানন্দ নামে উদযাপিত করে আসছে পূর্ব রেলের সহযোগিতায়।

বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: জ্বলছে সন্দেশখালি, জ্বলছে মানুষজন। বর্তমানে রাজ্য রাজনীতির সমস্ত আঙিনায় একটি মাত্র আলোচ্য বিষয় হল সন্দেশখালি। সেই সন্দেশখালিতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি তুলে সোমবার দুপুরে বাসন্তী থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করলো জয়নগর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। সোমবার দলীয় পতাকা নিয়ে বাসন্তী থানার সামনে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান বিক্ষোভ চলে।

সোনারপুরে অবৈধ মাটি খননে বাজেয়াপ্ত ১৩টি লরি, গ্রেপ্তার ৩০

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর : নারায়ণপুর, ধাপা, মুড়াগাছা, প্রতাপনগর থেকে অবৈধ মাটি চালানের অভিযোগে বারুইপুর জেলা পুলিশ ও সোনারপুর থানার আধিকারিক আশিস দাসের নেতৃত্বে পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে বন্ধ করল মাটি খনন। সেই সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় ৩০ জনকে। অভিযানে বাজেয়াপ্ত করা হয় ১৩টি লরি ও ডাম্পার।

যে গাড়িগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সেগুলি সোনারপুর ব্রিজের উপর সারিবদ্ধ ভাবে রাখা হয়েছে। সেই সঙ্গে জায়গার অভাবে থানার আরো বাজেয়াপ্ত অন্যান্য গাড়ি রাখা আছে সেখানে। অফিস টাইমে প্রত্যেকদিন গাড়ির জ্যাম ব্রিজের উপর লেগে থাকে। তার ওপর এখন চলছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। এক কথায় ব্রিজের ওপর গাড়ি পারাপার করতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। এই বিষয়গুলি তুলে ধরে গত বুধবার সন্ধ্যায় ডি–ওয়াই এফ–আই এর তরফ থেকে সোনারপুর থানার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। থানার আধিকারিককে একটি স্মারকলিপিও তুলে দেয় বিক্ষোভকারীরা। থানার আধিকারিক আশিস বাবু বলেন, শীঘ্রই চেষ্টা করছি গাড়িগুলো অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে জায়গা কোথায়? যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলছেন, যে কোথাও কোন অবৈধভাবে মাটি খনন, বালি খাদান করা যাবে না। তা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী রাতের অন্ধকারে এই অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রশাসন এখন তৎপরতার সঙ্গে অভিযান চালাচ্ছে এবং গ্রেপ্তারও করছে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

কালোবাজারেও জিনিষের দাম কমে

শ্রীতীরন্দাজ

সবাই জানেন কালোবাজারে জিনিষের দাম বাড়ে। কালোবাজারীরা অতি মুনাফার লোভে নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু উধাও করে দেয়। ফলে ক্রেতারা চড়া দামে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনতে বাধ্য হয়। কিন্তু শুনলে আশ্চর্য্য হবেন কালোবাজারেও জিনিষের দাম কমে। তারই একটি উদাহরণ আপনাদের সামনে হাজির করছি। কিছুদিন আগে জনৈক বন্ধু সস্ত্রীক গিয়েছিলেন রাজস্থান ভ্রমণে। জয়পুর থেকে উদয়পুরে যাবার পথে তাঁরা হাজির হলেন সুবিখ্যাত নাথ দুয়ারা জৈন মন্দিরে। মন্দির দর্শনের পর সেখানকার এক পাণ্ডাজী তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁরা ঠাকুরের ভোগ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক কিনা। বন্ধুবর সম্মতি জ্ঞাপন করার পর পাণ্ডাজী তাঁদের অলিগলি দিয়ে ঘুরিয়ে এক আলো আঁধারী ঘুপচি ঘরে এনে বসালেন। সেখানে পরমান্ন, ক্ষীর, নানাবিধ মিষ্টি পেট ভরে তাঁরা খেলেন। ভোগ খেয়ে তাঁরা পরিতৃপ্ত হলেন। মূল্যস্বরূপ তাঁদের দিতে হলো মাত্র ২ টাকা। পরে জনৈক পরিচিত রাজস্থানবাসীর কাছে তাঁরা শুনলেন জৈন মন্দিরের ঐ প্রসাদ সোজাপথে পেতে হলে তাঁদের কমপক্ষে ৪ টাকা দাম দিতে হতো। ঠাকুরের ভোগের একটা অংশ চোরাপথে চালান হয়। এই চোরাই ভোগই একটা চোরাপথে চালান হয়। বন্ধুবরের কাছে ঘটনাটি শুনে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম ভোগের চোরাই চালানদারদের। এইভাবে সব জিনিষ যদি চোরাপথে পাচার হয়ে সস্তায় ক্রেতা সাধারণের কাছে পৌঁছাতো তাহলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি আন্দোলন মাঠে মারা পড়ত। সরকারেরও আর বিচলিত হতে হতো না। জনসাধারণ বেঁচে যেত।

৮ম বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪, ১১ই ফাল্গুন, ১৩৮০, শনিবার।

বাঘের আতঙ্ক তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে মানুষকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পাথরপ্রতিমা : লোকালয়ের পুকুরের পাড়ে বাঘের পায়ের ছাপ! পুকুরের আশপাশে ঘুরছে বাঘ, গৃহবধূর দাবি পুকুর থেকে জল খেয়েছে দক্ষিণারায়। অথচ বনদপ্তর বলছে ওটা পুরানো পায়ের ছাপ, বাঘ নেই, ফিরে গেছে জঙ্গলে। দোটানায় আতঙ্ক কাটছে না এলাকাবাসীর। কারা সঠিক বলছে বনদপ্তর না এলাকাবাসী?প্রশ্ন উঠছে। তবুও এলাকাবাসীর দাবি মেনে বাঘ খুঁজতেই জঙ্গলে বিভিন্ন আধিকারিকের সঙ্গে শতাধিক বন কর্মী। গত প্রায় চার মাস যাবৎ পাথরপ্রতিমার বিভিন্ন অঞ্চলে বাঘের আতঙ্কে আতঙ্কিত মানুষ। তাদের দাবি এখনো বাঘ অধরা। উপেন্দ্র নগর এলাকায় বন দপ্তরের পক্ষ থেকে লাগানো হয়েছে ট্যাব ক্যামেরা, লোকালয়ে বনের ধার ঘেরা হয়েছে জাল দিয়ে,কয়েক মাস ধরে দিনরাত পাহারায় রয়েছে বনদপ্তরের কর্মীরা, তবু এলাকাবাসীর দাবি পুকুরে জল খাচ্ছে বাঘ। এটা কি করে সম্ভব! ট্যাব ক্যামেররাতেও বাঘের আনাগোনা দেখতে পাওয়া যায়নি। সকাল থেকে জঙ্গলে চিরুনি তল্লাশি চালালেও বাঘের কোন হাদিস মেলেনি। রেঞ্জার জানালেন সবই পুরনো পায়ের ছাপ, বর্তমানে বাঘ নেই।

বিক্ষোভের মুখে মদ্যপ প্রধান শিক্ষক

সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে সরব হলেন অভিভাবকরা। পরে ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে নিয়ন্ত্রণে আনে। ১৭ সেপ্টেম্বর দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত মালিরধার অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১১০ জন। শিক্ষক–শিক্ষিকা রয়েছেন ৬ জন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন স্বপন বরকন্দাজ। অন্যান্য বছর সরস্বতী পুজো জাঁকজমক করে পালিত হলেও চলতি বছর সরস্বতী পুজো হয়নি এই বিদ্যালয়ে। শনিবার স্কুল খুলতেই অভিভাবকরা প্রধান শিক্ষকের কাছে জানতে চায় কেন সরস্বতী পুজো হল না। অভিযোগ প্রধান শিক্ষক মদ্যপ অবস্থায় অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং জানিয়ে দেয় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী স্কুলে সরস্বতী পুজো নিষেধ থাকায় পুজো হয়নি। প্রধান শিক্ষকের এমন আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন অভিভাবকরা। তারা স্কুলের মধ্যে প্রধান শিক্ষক কে আটকে রেখে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। এমন খবর পৌছায় ক্যানিং থানার পুলিশের কাছে। ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী হাজির হয় ঘটনাস্থলে। অভিভাবকদেরকে শান্ত করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। অভিভাবকদের দাবী, স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রতিদিন মদ্যপ অবস্থায় স্কুলে আসে। পড়াশোনা ঠিকঠাক হয় না। স্কুল হচ্ছে কিনা বোঝার উপায় নেই। ছেলেমেয়েরা সব সময় স্কুলের বাইরে ছোটাছুটি করে। শিক্ষকরা মোবাইলে আসক্ত হয়ে থাকে। মিডডে মিলে ঠিক মতো খাবার দেওয়া হয় না। পাশাপাশি প্রধান শিক্ষক স্বপন বরকন্দাজ মদ্যপ অবস্থায় স্কুলের কচিকাঁদের উপর অত্যাচার করে। স্কুলের মধ্যে মদ, বিড়ি, সিগারেটের আঁতুড় ঘর হয়ে উঠেছে। স্কুলে ছেলেমেয়েরা কী শিখবে? স্কুলের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিদিন বিড়ি সিগারেট পড়ে থাকে। ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় গৃহবধু মৌসুমী দাস জানিয়েছেন, 'বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো কেন হল না আমরা জানতে গিয়েছিলাম। প্রধান শিক্ষক মদ্যপ অবস্থায় আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। প্রধান শিক্ষকের মুখ থেকে মদের দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। আমরা বলতেই, মদের দুর্গন্ধ ঢাকা দেওয়ার জন্য স্কুলের ভিতরে গিয়ে জর্দা দেওয়া পান খায়। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের আচার আচরণ যদি এমন হয় তাহলে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম কি শিখবে? স্কুল থেকে প্রধান শিক্ষককে বহিষ্কার করে স্কুলের স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

সরকারের বিরুদ্ধে কি চক্রান্তের চেষ্টা

প্রথম পাতার পর

সন্দেশখালি দেখিয়ে দিয়েছে এই সরকারের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় চক্রান্ত রচনা করেছে পুলিশ। সেখানকার মাটিতে যখন একের পর এক অপরাধ সংগঠিত হচ্ছে, তখন তারা যেমন চুপ করে থেকেছে, মদত দিয়েছে তেমনি পরে দিনের পর দিন অভিযুক্তদের আড়াল করার চেষ্টা করে প্রকারান্তরে সরকারকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। বিপদ যে মোটেই কমেনি তা গত কয়েকদিনের পরিস্থিতি বলে দিচ্ছে। আদালতের চাপে ধর্ষণের ধারা যুক্ত করে শিবুকে গ্রেপ্তার করার পর বেআব্রু হয়ে গিয়েছে পুলিশ। এতেও মন ভরেনি এ রাজ্যের পুলিশ কর্তাদের। যতটুকু বিপদ বাকি ছিল সেটাকে সম্পূর্ণ করেছে কর্তব্যরত নিরপরাধ সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করে এবং আদালতের কাছে চড় চাপড় খেয়ে। সবচেয়ে অবাক লাগে,যখন পুলিশের সঙ্গে যোগ দিয়ে অপরাধীদের পক্ষে সওয়াল করে সরকারকে বারংবার বিপদে ফেলে শাসকদলের প্রতিনিধিরা। এই সময়ে মাথা ঠাণ্ডা করে স্ট্র্যাটেজি ঠিক করার বদলে শুধু মুখের বাক্য বর্ষণ ও শারীরিক অঙ্গ ভঙ্গিতে নিজের দলকে বিপদে ফেলার এমন কর্মী বাহিনী গত বাম আমলের শেষ দিকে রাজ্যে উদ্ভব হয়েছিল। তার কি ফল ফলেছিল তা সকলের জানা। যে সরকারটা পরিবর্তনের পর একের পর উন্নয়নের প্রকল্প রচনা করে, আর্থিক সাহায্য নিয়ে রাজ্যরবাসীর পাশে দাঁড়িয়েছে শুধু দুর্বল প্রশাসন ও দল পরিচালনার জন্য সেই সরকারটাই আজ চক্রান্তের শিকার। আমলা ও পুলিশ কারোর নয় যুগে যুগে তারা শাসকের। আবার শাসককে বিপদে ফেলতে এঁরাই সিদ্ধহস্ত। একথা রাজনীতিকরা যত তাড়াতাড়ি বুঝবেন ততই তাদের পক্ষে মঙ্গল।

'চোখে দেখে ভোট দিন, কানে শুনে নয়'

প্রথম পাতার পর

আমরা বার্ধক্য ভাতা দিতে শুরু করেছি আমার কেন্দ্রে। খুব শীঘ্রই ১০০ দিনের কাজে যারা টাকা পাননি তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা চলে যাবে। যতদিন তৃণমূল সরকার আছে ততদিন আপনাদের কোন চিন্তা নেই। আমার কেন্দ্রে যা কাজ হয়েছে প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কেন্দ্রে ততটা কাজ হয়নি। আপনারা কানে শুনে ভোট দেবেন না, চোখে দেখে ভোট দেবেন। এদিন সভায় আবেগপ্লুত হয়ে তিনি বলেন, আগামী দিনে আমি বেঁচে থাকি বা না থাকি আমার কাজের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকব আপনাদের মনে। জন্ম আমার যেখানেই হোক মৃত্যু যেন এই ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রেই হয়। সভার শুরুতে বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত জানান, যেহেতু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে তাই সরকারি বিধি–নিষেধ মেনে আমরা ঘেরা জায়গার মধ্যে ছোট বক্স দিয়ে এই অনুষ্ঠানটা করলাম। বজবজের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল চড়িয়াল সেতু নির্মাণ। এই কাজ সংসদ অভিষেক ব্যানার্জি তৎপরতায় সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে বজবজ পূজালী, সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুরের মানুষও উপকৃত হবেন। তিনি সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জিকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

রাস্তা সংস্কারে ঢিলেমি

প্রথম পাতার পর

প্রথমদিকে সকালে দুটি এবং বিকালে দুটি বাস চললেও পরবর্তী সময়ে সকালে ১টি বাস যেত এবং সন্ধ্যা ৭টার সময় ১টি বাস আসতো। সেটিও বেশ কিছুদিন হল বন্ধ হয়ে গেছে। নোদাখালি নতুন রাস্তা থেকে দক্ষিণ বাওয়ালি ট্রেকার স্ট্যান্ড পর্যন্ত রাস্তার সংস্কার হচ্ছে। তবে খুবই ধীরগতিতে। উঁচু–নিচু রাস্তায় ধুলোর সমস্যায় জেরবার নিত্যযাত্রীরা। এখনো রাস্তার অনেক ভেঙে যাওয়া অংশে পাইলিং বাকি আছে। সাধারণ মানুষদের দাবি, এই রুটে বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থা চালু করা হোক। কিংবা দ্রুত রাস্তা সংস্কার করে বন্ধ হয়ে যাওয়া সরকারি বাস পরিষেবা আবার চালু করা হোক। বাসের সংখ্যাও বাড়ানো হোক। এই প্রসঙ্গে বজবজ দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি বলেন, কিছুদিন অপেক্ষা করুন, রাস্তা সংস্কার হলেই সরকারি বাস চলাচল করবে। জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি বলেন, রাস্তার কয়েকটি জায়গায় ভেঙে যাওয়ার কারণে সরকারি বাস পরিষেবা বন্ধ আছে। রাস্তা সম্পূর্ণরূপে সংস্কার হলেই আবার বাস চলাচল করবে।

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

পুনর্নিলাম বিজ্ঞপ্তি

জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রনাধীন ৩৯ টি ফেরীঘাট ৬৬৩/জেড.পি/ফেরী/পুনর্নিলাম/২৪, তারিখ : - ২৩/০২/২০২৪ স্মারক অনুযায়ী ০১/০৪/২০২৪ থেকে ৩১/০৩/২০২৫ পর্যন্ত, মেয়াদী লীজ দেবার জন্য ০৬/০৩/২০২৪ তারিখে এবং ৬৬৪/জেড.পি./পুষ্করিণী/পুনর্নিলাম/২৪, তারিখ : - ২৩/০২/২০২৪ স্মারক বরাবর ১৯ টি পুষ্করিণী/পুষ্করিণী জমি গুলি ০১/০৪/২০২৪ থেকে ৩১/০৩/২০২৭ পর্যন্ত, বছরের মেয়াদী লীজ দেবার জন্য ০৬/০৩/২০২৪ তারিখে নিলাম করা হবে। ফেরীঘাট/ পুষ্করিণী সংক্রান্ত বিবরণ ও পুনর্নিলামের নূন্যতম ডাক সংক্রান্ত তথ্য জেলা পরিষদ ও ব্লক উন্নয়ন অফিস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য s24pgs.gov.in-এই ওয়েব সাইটে দেখা যেতে পারে।

স্বাঃ
অতিরিক্ত জেলা শাসক
ও
অপর নির্বাহী আধিকারিক
দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

386(2)/DICO/S24Pgs, Dt. 23.02.2024

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা, ২৪ ফেব্রুয়ারি – ১ মার্চ ২০২৪

বাংলাকে রক্ষা করতে হবে বঙ্গভাষীকেই

বাংলা ভাষা নিয়ে, তার বিশুদ্ধতা রক্ষা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমের মত নানা মঞ্চে বিস্তর চর্চা হয়েছে গত একুশে ফেব্রুয়ারি। ২১এর কাছে ৮ ফাল্গুন গুরুত্ব হারিয়েছে। ইংরাজি মাসের তারিখেই বঙ্গভাষী বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে থাকে।

ভাষা ভাবের বাহক সন্দেহ নেই, সন্দেহ নেই প্রবাহমান ভাষাতে অন্য ভাষার নানা শব্দের আগমন ও নির্গমন গর্হিত অপরাধ নয় তবুও ভাষাকে দূষিত ও কলুষিত করা অন্যায় এবং পাপ। বঙ্কিমচন্দ্র – বিদ্যাসাগরের বাংলা থেকে আমরা আন্তর্জগতের বাংলায় পদার্পণ করেছি যেখানে প্রযুক্তির কড়া শাসনে সব সময় হৃদয় ব্যাকুল হলেও সেই হৃদয়ের ভাব ভঙ্গী ভাষা ফুটে ওঠে না। পরাধীনতার ঐতিহ্যবহন করতে গিয়ে বঙ্গ সমাজের একটা বড় অংশ শুধু বাংরেজি সংস্কৃতির ব্যামোতেই আসক্ত হয়নি অসভ্যতাকেও বেশি মাত্রায় প্রশ্রয় দিয়ে ফেলছে জ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে।

ভাষা সন্ত্রাস, ভাষান্তরে বলা যায় 'অসভ্যতা' শুধুমাত্র রাজনীতির ফেরিদারদের বদান্যতায় নয়, আধুনিক হবার উদগ্র বাসনায় ও নতুন প্রজন্মর কাছে প্রিয় হবার অলীক ভাবনায় সিনেমা, রিল, ইউটিউবে, ইনস্ট্রাগ্রামে অবাধে চলছে মহাভাষাকে কলুষিত করার অসুস্থ প্রতিযোগিতা। নিয়ন্ত্রণের নাম গন্ধ নেই।

এপার বাংলা ওপার বাংলা ছাড়াও বাংলা আজ নানা খণ্ড, উপখণ্ডে বিভক্ত। চোখ মেলে তাকানো কিংবা কান পেতে শুনলে দেখতে পাওয়া যায় বাঙালির চিরাচরিত নানা উৎসব পার্বনের নামকরণে, আচারে-বিচারে এসেছে অবাঙালি সংস্কৃতির অনুকরণ। চিরাচরিত মা-বাবা ডাক যেমন পাল্টে যাচ্ছে তেমনই উৎসব অনুষ্ঠানে শিল্প প্রতিষ্ঠানে সাজের বাহারে পোশাকে এসেছে অভব্যতার ছোঁয়া। পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন নিয়ে যতটা প্রচেষ্টা, বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে বাংলাভাষাকে আরো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আন্তরিক প্রয়াসে ঘাটতি থেকেছে বিস্তর। চাকরি জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে সচেতনভাবে বাংলাকে গুরুত্বহীন করে দেবার প্রয়াস অব্যাহত। ইংরেজি হিন্দী ভাষার পাশাপাশি কেন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, দোকান ইত্যাদির নাম বাংলায় করা গেল না কেন আজও আইন আদালতে ইংরাজিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় এ নিয়ে প্রভাবশালী মহলে চর্চা দেখা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গে বিগত দশ বছরে অজস্র বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় বন্ধ হয়েছে। বাংলা মাধ্যমে বাঙালি ছাত্র সংখ্যাও কমছে দ্রুত। বিশেষজ্ঞরা বলছেন আগামী বিশবছরে বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব থাকবে কিনা সন্দেহ আছে। অন্যদিকে ব্যাঙের ছাতার মতো প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঢালাও অনুমতি মিলছে। অভিভাবকরা সাধ্যের বাইরে গিয়েও বহু অর্থ খরচ করে ইংরাজি শিক্ষাকে যথার্থ মনে করছেন যুগের প্রয়োজনে। রাজনীতি আর অর্থের গোপন রসায়ণে বাংলা ভাষাকে এবং তার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার কুশিক্ষিত মানসিকতা ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। খানিকটা সরকার ও বেসরকারি চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের মতই 'পাশের বাড়ির ছেলেটি হবে ক্ষুদিরাম...' গোছের ভাবনা।

বঙ্গভাষীকেই এগিয়ে আসতে হবে আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে, ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা বাড়াতে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

কখনও বিদ্যাধরী, চণ্ডালী, রাজা, বনলতা, পশুপক্ষী, কখনও বা কীটপতঙ্গ, অপ্সরা হয়ে কতই না দুঃখময় জীবন যন্ত্রণা ভোগ করেছি।

রাম বললেন, সুকঠিন সুবিস্তৃত এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ভেদ করে দুই রমণী কি করে বহির্গত হলেন? বশিষ্ঠ বললেন, হে রাম! তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডকে সুকঠিন ভাবছ কেন? স্বপ্নে যেমন এক জগৎ হতে অন্য জগৎ, এক বিষয় হতে অন্য বিষয়ে অনায়াসে পার হয়ে স্বপ্নজাল বিস্তারিত হয়, তেমনভাবেই আকাশময় সকল জগৎ কল্পনাবশে অসংখ্য বা এক সংখ্যাবিশিষ্ট বা শূণ্য হয়। বৃদ্ধ বশিষ্ঠ এবং অরুন্ধতী, রাজা পদ্ম ও লীলা ইত্যাদি নরনারীগণ বাসনা প্রভাবে একই শূণ্যস্বরূপ গৃহাকাশে নানা জগৎ দর্শন করে, একই ভূমণ্ডলে গিরিগ্রাম, রাজপুরী ইত্যাদি অলীক দর্শন করে। বস্তুতঃ এই সকল কিছুই আকাশ ভিন্ন অন্যকিছু নয়। ব্রহ্মাণ্ড কোথায় আর তার কাঠিন্যই বা কি! চিদাকাশ সর্বদা সৃষ্টিবিহীন, শান্ত। চিত্ত আত্মাতে জগৎ-চিত্র প্রক্ষেপণ করে বিভিন্নতা সৃষ্টি করে। যিনি জ্ঞানী তিনি এইসব অলীক দৃশ্য দেখেনই না, সবকিছু তঁর কাছে আকাশ হতেও শূণ্য। অজ্ঞানান্ধের কাছে এই শূন্য আকাশই বৈচিত্র্যময় জগৎ হয়ে দেখা দেয় তার অজ্ঞানতার কারণে, এ যেন শয্যায় শুয়ে স্বপ্নে বিশাল নগর-সমুদ্র-পর্বত দেখা।

যা হোক, লীলা ও সরস্বতী সেই গৃহ হতে বেরিয়ে গিরিগ্রামে অবতরণ করলেন। লীলা এতদিনে জ্ঞানশরীর লাভ করে ত্রিকালদর্শিনী হয়ে উঠেছেন। তিনি তাঁর অতীত জীবন-মৃত্যু সমূহের স্মৃতি লাভ করেছেন। তিনি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছেন, সামান্য অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ আকাশে কত বিচিত্র সুবিশাল জগৎ, কত কত প্রাণীর বসবাস, সামান্য পরিমিত ব্রহ্ম নিমেষের মধ্যে কত কত কল্প-যুগ-বৎসর-মাস-দিন অন্তর্গত হয়ে রয়েছে, মহামায়ার কি অদ্ভুদ বিলাস-খেলা! জ্ঞান দৃষ্টিতে অতি সামান্য হলেও অজ্ঞানতার কারণে দৃশ্যবৈচিত্রের যেন কোন ইয়ত্তা নেই। গিরিগ্রাম পরিদর্শন ক'রে তাঁরা পুনরায় আকাশপথে মেঘপথ, বায়ু-সূর্য্য-চন্দ্র ইত্যাদি পথ অতিক্রম করে ধ্রুবলোক, সিদ্ধলোক, স্বর্গলোক, পেরিয়ে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবলোক পার হয়ে গেলেন।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক পেটানোর সংস্কৃতি : একটি পার্শ্বচিত্র এর থেকে নিষ্কৃতির পথ নির্দেশিকা

ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল

এ রাজ্যে শিক্ষক সমাজ হল শাসকদলের সবচেয়ে নরম লক্ষ্য। তা সে বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেস হোক বা পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকারই হোক। শাসকের রক্তচক্ষু কেবলই দাবি করে শিক্ষকের নিঃশর্ত সমর্পণ। রাজনীতির কারবারীদের কাছে রাজনীতি দেশের সর্ব্বোচ্চ পেশা, রাজনৈতিক পদাধিকারী মানেই সে মাই-বাপ; শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্য, প্রধান থেকে শুরু করে জেলা পরিষদ বা পৌরসভার কাউন্সিলর বা চেয়ারপার্সন-এর। সবাই এক একজন জমিদারতুল্য মানুষ বা

এলাকার সামন্ত প্রভু। তাদের সভায় প্রতিদিন কত যে মাস্টার, ডাক্তার, উকিল ব্যারিস্টার, পুলিশ মাথা নীচু করে ঘন্টার পর ঘন্টা চুপ করে বসে থেকে তাদের ভাষণ শোনে তার ইয়ত্তা নেই। ধীরে ধীরে তারা নিজেদের বড় কেউকেটা ভাবতে শুরু করে। এইসব স্থানীয় নেতারা নিজেদের নির্ধারিত ভৌগলিক ও রাজনৈতিক এলাকায় এতটাই প্রভাবশালী যে, তাঁরা নিজেদেরকে এলাকার আজীবন মালিক হিসাবে ভাবতে থাকে। সেখানে উন্নয়নের নামে থানা, পুলিশ, রাস্তাঘাট, জমি, বাড়ি-ঘর নির্মান, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা সবটাই তাদের সামলাতে হয়। সবকিছুই তাদের অলিখিত মালিকানাধীন, ফলে উপরোক্ত বিষয় ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের কুক্ষিগত করে রাখতে হয়। আর তা না করতে পারলে আবার নেতা! নিজের এলাকার সকলকে বশে রাখতে হলে মাঝে মধ্যে তাদের বড্ড দিয়ে একটু চমকে দিলেই মোটামুটি কাজ হয়ে যায়। আর তাতেও যদি কাজ না হয়; তা হলে নিজের ডেরায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ডনের মতো বলতে হয়- 'এখানে টিকতে পারবেন তো, স্যার। এরপরও কেউ যদি বাড়াবাড়ি করে বা বশ্যতা স্বীকার না করে তবে একদিন চড়াও হয়ে দু-চার ঘা দিলেই কেল্লা ফতে। আর তাতেও যদি কাজ না হয়, তা হলে এই দুনিয়া থেকেই বেমালুম 'খালাস' করে দেওয়া হয়। এইরকমই মোটামুটি এলাকা দখল করার কৌশল রাজনৈতিক নেতাদের। এক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে কৌশলে সামান্যই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ এই কৌশল সমূহ কম বেশি সমস্ত রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে এখানে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের নামে শাসকদলের নেতাকর্মীদের কটুক্তি, হেনস্তা ও পেশিশক্তি প্রদর্শনের দু-চারটে ঘটনা উল্লেখ করা হবে মাত্র। আলোচনাটা বিগত শতকের সত্তরের দশকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে শুরু করা যাক। ১৯৭০ সালের ৩০ ডিসেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ইনটেরিম ভাইস চ্যান্সেলার অধ্যাপক গোপাল চন্দ্র সেন সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফেরার সময় ৪ নম্বর গেটের সামনে অরবিন্দ ভবনের কয়েক ফুট দূরেই দুষ্কৃতিদের হাতে নিহত হন। দুষ্কৃতিরা লোহার রড ও ছোরা দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বদিকে রেললাইনের দিকে পালিয়ে যায়। অধ্যাপক সেনকে হত্যা করার কারণটা ছিল এইরকম যে সত্তরের দশকে নকশাল ছাত্ররা পরীক্ষা বয়কটের দাবি জানিয়েছিল। আর সেই দাবিকে মান্যতা না দেবার জন্যই উপাচার্যের নৃশংসভাবে খুন হতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বদিকে রেল লাইনের দিকে পালিয়ে যায়। অধ্যাপক সেনকে হত্যা করার কারণটা ছিল এইরকম যে সত্তরের দশকে নকশাল ছাত্ররা পরীক্ষা বয়কটের দাবি জানিয়েছিল আর সেই দাবিকে মান্যতা না দেবার জন্যই উপাচার্যকে নৃশংস ভাবে খুন হতে হয়েছিল। একবার ভাবুন তো কি দাবি, আর তা না পূরণে কি পরিণাম উপাচার্যের!

আর শিক্ষক নিগ্রহের সাম্প্রতিকতম ঘটনা ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগণার নরেন্দ্রপুরে বলরামপুর মন্মথনাথ বিদ্যামন্দিরে গত ২৮ জানুয়ারী। বিদ্যালয় চলাকালীন একদল উচ্ছৃঙ্খল 'বহিরাগত' জনতা বিদ্যালয়ের গেট খুলে ভিতরে ঢুকে স্টাফরুম লণ্ডভন্ড করে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে অশালীন ও অভব্য আচরণ করে, তাদের নৃশংসভাবে পেটাই করে লাগাতার কিল, চড়, ঘুসি মারে; পাঠদানকারী শিক্ষকদের নাম ধরে অকথ্যভাষায় গালগালাজ করেও ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে শিক্ষকদের হেনস্থা করে। দুস্কৃতিরা শিক্ষকদের উপর চড়াও হয়; তাদের মোবাইল ফোন আছড়ে ভেঙে ফেলে ও মেরে ফেলার হুমকি দেয়। অদ্ভুতভাবে ঘটনার পর মাসখানেক কেটে গেলেও এফআইআর-এ উল্লিখিত অভিযুক্তরা সকলেই পুলিশের নাগালের বাইরে থাকে। হায়রে পুলিশ প্রশাসন! যে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ তাদের দক্ষতার জন্য বিশ্ববন্দিত সেই পুলিশ আজ রাজনীতির নগ্ন নিয়ন্ত্রণে বহুলাংশে নপুংশকে পর্যবসিত।

(শেষাংশ পরের সংখ্যায়)

নেতাজি এখন জীবিত : শিবানন্দ

ত্রিপুরা থেকে ড. জয়ন্ত চৌধুরী

২৮ জানুয়ারি, আগরতলায় শিবানন্দ বাবা আবারও বললেন যে নেতাজি সুভাষ জীবিত আছেন এবং ভারতেই আছেন। আজ আগরতলার শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে এক অনুষ্ঠানে তিনি আসেন। প্রতিবেদক তাঁকে জিজ্ঞাসা করে যে ২০১৪ সালে সল্টলেকে এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে নেতাজি সম্পর্কে প্রশ্ন করায় জানিয়েছিলেন যে সুভাষ তাঁর থেকে এক বছরের ছোট এবং সে অবশ্যই বেঁচে আছে। আজ ফের সাক্ষাৎকারে একই প্রশ্ন করায় তিনি বলেন 'হ্যাঁ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বেঁচে আছেন' কোথায় আছেন জিজ্ঞাসা করায় জানান 'ভারতেই আছেন'। ১২৯ বছরের শিবানন্দ বাবা সম্প্রতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সম্মান পান এবং সে দৃশ্য ভাইরাল হয়েছিল সামাজিক মাধ্যমে। নিরামিষভোজী শিবানন্দ বাবা দেশে বিদেশে এখনও নানা সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন। ত্রিপুরার বিখ্যাত ত্রিপুরীশ্বরী মন্দিরে তিনি পুজোও দেন। তাঁর জন্মভূমি সিলেটেও তাঁর যাবার কথা আছে।

প্রথম দিনই স্কুল বিভ্রাটে পরীক্ষার্থীরা স্কুলে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ

অরিজিৎ মণ্ডল,মগরাহাট : শুরু হয়ে গিয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা তারা পরীক্ষা দিচ্ছে নির্বিঘ্নে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনে চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়ল মগরাহাট কুলদিয়া হাই স্কুলের ৪২ জন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা। গতকাল পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা যে পরীক্ষা কেন্দ্র জানতো। আজ পরীক্ষা শুরুর আগে সেই পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে গিয়ে দেখেনা ।এই পরীক্ষা কেন্দ্রে ওই পরীক্ষার্থীদের কোন সিট পড়েনি। কয়েক ঘন্টার যেন আকাশ ভেঙে পড়ল ছাত্র-ছাত্রীদের মাথায়। বারবার নিজেদের স্কুলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোনো রকম সূরা হয়নি। কিছুক্ষণ পর ছাত্র ছাত্রীরা জানতে পারে বর্তমান যে পরীক্ষা কেন্দ্র তারা দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে অন্য একটি স্কুলে তাদের পরীক্ষা কেন্দ্র পড়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, স্কুল থেকে যখন উচ্চমাধ্যমিকের এডমিট দেয়া হয় ছাত্র-ছাত্রীদের তখন পর্যন্ত কুলদিয়া হাই স্কুলের কর্তৃপক্ষরা তারা জানান তাদের পরীক্ষা কেন্দ্র পড়েছে হোটোরের কে. কে .জি স্কুলে। ছাত্র-ছাত্রীরা শুক্রবার সকালে যথারীতি হোটরে কে কে জি স্কুলে পৌঁছে যায়। কিন্তু ওই স্কুলের নোটিশ বোর্ডে এই ৪২ জন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের স্কুলের নাম নেই। পরীক্ষার্থীর। এরপর কুলদিয়া হাই স্কুলের এই ৪২ জন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা যোগাযোগ করে তাদের

নিজেদের স্কুলে। স্কুলের তরফ থেকে বলা হয় তাদের পরীক্ষা কেন্দ্র পড়েছে মহেশপুর হাইস্কুলে। সে কথা শোনা মাত্রই তড়িঘড়ি ওই স্কুলের পৌঁছানোর চেষ্টা করে এই ৪২ জন পরীক্ষার্থী। হোটর থেকে মহেশপুরের দূরত্ব প্রায় ১২ কিলোমিটার। ছাত্র ছাত্রীরা ওই পরীক্ষা কেন্দ্রে যখন পৌঁছেছে তখন অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে এক ঘণ্টা। পরীক্ষা দেওয়ার পর ওই ৪২জন পরীক্ষার্থীর অভিভাবক কুলদিয়া হাই স্কুলে শুরু হয় বিক্ষোভ। স্কুলের গেটের তালা মেরে বিক্ষোভ দেখায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মগরাহাট থানার পুলিশ। ছুটে আসে মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের বিডিও ও স্থানীয় পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা। বেশ কিছুক্ষণ ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রশাসনিক আশ্বাসে অবশেষে বিক্ষোভ তুলে নেন পরীক্ষার্থীরা।

নির্মাণ হচ্ছে আরপিএফের ব্যারাক ও অফিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : কোটি টাকা ব্যয়ে ক্যানিংয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে আরপিএফ-এর নতুন ব্যারাক। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং স্টেশনে এতদিন আরপিএফ-এর কোন ব্যারাক ছিল না। আরো বেশি আরপিএফ মোতায়েন করতে এবং স্টেশনকে এলাকাকে সুরক্ষিত রাখতে তৈরি করা হচ্ছে নতুন করে ব্যারাক। ৪০ জন থাকতে পারবেন এই ব্যারাকে। সঙ্গে থাকবেন

অফিসার পদমর্যাদার একজন ইনচার্জ। সোনারপুর থেকেই এতদিন নিয়ন্ত্রণ করা হত ক্যানিং ও তার পাশ্ববর্তী স্টেশনগুলিকে। নতুন ভাবে আরপিএফ অফিস গড়ে উঠলে চাপ যেমন কমবে তেমন স্টেশনের এলাকাকে অনেক বেশি সুরক্ষিত করে রাখা যাবে দাবি রেল কর্তৃপক্ষের। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ডিআরএম দীপক নিগম ব্যারাক ও অফিসের শিলান্যাস করেন। ইতিমধ্যে ক্যানিংয়ের স্টেশন চত্বরে উন্নতিকরণের কাজ শুরু করেছে রেল।

বধূর কান ছেঁড়ার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ক্যানিং : এক বধূর কান ছিঁড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। বর্তমানে ওই বধূ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার বিষয়ে ওই বধূর স্বামী তোয়েব লস্কর রবিবার ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জিআরপির মালখানা থেকে ২৬ বছর পর হস্তান্তর হল হরিণের চামড়া

সুব্রত মণ্ডল, সোনারপুর : পুলিশ প্রশাসন সূত্রে সম্প্রতি জানা গিয়েছে, ১৯৯৮ সালের ৩ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর জিআরপি একটি পূর্ণবয়স্ক হরিণের চামড়া উদ্ধার করেছিল। যার আকার ৩৫ ইঞ্চি বাই ২১ ইঞ্চি। ওই মামলাটি নিষ্পত্তি হওয়ার পরেও উদ্ধার হওয়া চামড়ার কোনও গতি হয়নি। সযত্নে এত বছর সোনারপুর জিআরপিতেই পড়েছিল এটি। রাজ্যের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জেনারেল অ্যান্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি(এ জিও টি) বিপ্লব রায় বলেন, 'আমি খবর পাওয়ার পর ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে রেলের

ডিআইজিকে চিঠি লিখেছিলাম। ১৯৯৮ থেকে ২০২৪ দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে সোনারপুর জিআরপির মালখানাতেই রাখা ছিল উদ্ধার হওয়া পূর্ণ বয়স্ক হরিণের চামড়াটি।' সম্প্রতি নতুন মিউজিয়ামে রাখার জন্য রেলের কাছে আবেদন করে। সেই চিঠির সূত্র ধরে জিআরপি তার মালখানা থেকে সেই পূর্ণবয়স্ক হরিণের চামড়া হস্তান্তর করে। সোনারপুর জিআরপি ওসি রনজিত রায় গত ১৬ ফেব্রুয়ারি নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং এ এসে বিপ্লববাবুর হাতে ওই চামড়া হস্তান্তর করেন। কলকাতায় যে স্টেট জুডিশিয়াল মিউজিয়াম অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার তৈরি হতে চলেছে সেখানে ওই চামড়া রাখা হবে। জিআরপি কর্তৃপক্ষকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিপ্লব রায়।

দেশ দেশান্তরে

পাকিস্তানে এই প্রথম নারী মুখ্যমন্ত্রী

সুমন্ত ভৌমিক

পাকিস্তানের সাত দশকের ইতিহাসে এই প্রথম নারী মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন নওয়াজ কন্যা মরিয়ম নওয়াজ। জোট গঠনের পরে মঙ্গলবার মাঝরাতে সমোঝোতায় আসে দেশটির প্রধান দুই দল। পাকিস্তান মুসলিম লীগ নওয়াজ এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি। বুধবার মিটিংয়ে পিএমএল-এনের সিনিয়র সহসভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের মেয়ে মরিয়মকে মুখ্যমন্ত্রী পদে মনোনয়ন দেয়। ক্ষমতায় গেলে মরিয়মই হবেন পাকিস্তানের সাত দশকের ইতিহাসে প্রথম নারী মুখ্যমন্ত্রী। পাঞ্জাব প্রদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১২ কোটি ৭০ লাখ। যাদের দায়িত্ব কাঁধে নিতে যাচ্ছেন তিনি। লাহোরে ভাষণে মরিয়ম তার দলের পক্ষে ভোট দেওয়ায় জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তার নেতৃত্বে পাঞ্জাব প্রদেশে নতুন যুগের সূচনা হবে বলেও আশাবাদী তিনি। লাহোরের বক্তৃতায় পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা প্রকাশের পাশাপাশি দেশের গরিব-দুঃখীর জন্য এক লাখ ঘর তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুক্রবার শপথ নেবেন মরিয়ম।

এদিকে শুক্রবার সকাল ১০টায় পাঞ্জাব বিধানসভার অধিবেশন ডাকা হয়েছে। পাঞ্জাবের গভর্নর বালিগ উর রহমান এ বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। এ সময় ১৮তম পাঞ্জাব অ্যাসেম্বলির নবনির্বাচিত সদস্যরা প্রাদেশিক আইনসভার উদ্বোধনী অধিবেশনে শপথ নেবেন। নারীদের জন্য থানার পরিবেশ উন্নত করতে মডেল নারী থানা তৈরি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যানজটের সমস্যাও সমাধান করার বিষয়েও জোর দিয়েছেন। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী-প্রত্যাশী মরিয়ম স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাত থেকে শুরু করে প্রদেশের জনগণের কর্মসংস্থান ও বাসস্থানের ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বলেছেন, আমরা স্বাস্থ্য কার্ড নতুন করে ডিজাইন করব এবং বেসরকারি ও সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিশ্চিত করব। এছাড়াও অবকাঠামো, আইনশৃঙ্খলা, কৃষি, তথ্যপ্রযুক্তিসহ অন্যান্য সব খাতে সমান মনোযোগ দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। বলেছেন, আমরা দরিদ্রদের জন্য এক লাখ ঘর তৈরি করব। যুবকদের সুদমুক্ত ঋণ দেব। তরুণ শিক্ষার্থীদের বিদেশে পড়ার জন্য মেধাভিত্তিক বৃত্তি দেব।' তার বক্তব্য শেষ করার সময়, মরিয়ম তার দল এবং সমর্থকদের ধন্যবাদ জানান। সেই সঙ্গে প্রাদেশিক বিষয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে যথাক্রমে নওয়াজ শরিফ এবং পিএমএল-এনের সভাপতি শাহবাজ শরিফের অভিজ্ঞতা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

জাতীয় পরিষদের ৯৩টি আসন জয়ের দাবি করেছিল। হলফনামা জমা দেওয়ার মাধ্যমে সেই দাবির প্রমাণ মিলল। তবে দলীয় তিন নেতা ওমর আইয়ুব খান, ব্যারিস্টার গহর খান এবং আলী আমিন গান্দাপুর হলফনামা জমা দেননি। এ ছাড়া, দাওয়ার কুন্দি নামে অন্য এক প্রার্থীর নামে এখনো পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়নি। আন্তঃদলীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পরিকল্পনা করছেন বলে ইচ্ছা করেই এসআইসি সদস্য হওয়ার জন্য হলফনামা জমা দেননি ওমর আইয়ুব এবং ব্যারিস্টার গহর। আর খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পদের প্রার্থী হিসাবে মনোনীত হওয়ায় আলী আমিন গান্দাপুরও হলফনামা জমা দেননি। আইয়ুব ও গহর ছাড়া তাদের সমর্থিত সব জাতীয় পরিষদ সদস্য এবং প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যরা এসআইসিতে যোগ দিয়েছেন। জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত দুই সদস্য চৌধুরী ইলিয়াস এবং অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার মুহাম্মদ আসলাম ঘুম্মান নিখোঁজ থাকলেও তাদের হলফনামাও ইসিপিতে জমা দেওয়া হয়েছে।

পাঠকের কলমে

বন্ধ করা হোক ইঞ্জিন ভ্যানে গ্যাস ডেলিভারি

হাওড়া আমতার গ্যাস গোডাউন থেকে গ্যাস ডেলিভারির জন্য সরাসরি ইঞ্জিন ভ্যান বা মোটর ভ্যানে ভর্তি সিলিন্ডার চাপানো হয়।এক একটি ভ্যানে ২৫-৩০ টা সিলিন্ডার থাকে। এই ভ্যানগুলো ঝুঁকি নিয়ে চলে যায় গ্রামে গ্রামে, শহরের অলিতে গলিতে।

ভ্যানগুলোতে থাকে না কোন নিরাপত্তা ও ফায়ার সেফটির ব্যবস্থা। যেকোন সময় বিপদ দেখা দিতে পারে। তাই প্রস্তাব ইঞ্জিন বা মোটর ভ্যানে গ্রাহকদের বাড়ি গ্যাস ডেলিভারি দেওয়া পুরোপুরি বন্ধ হোক।

আর একটি অভিযোগ, গ্যাস গোডাউন থেকে ৫ কিমির মধ্যে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি হলেও, এরা গ্রাহকদের কাছ থেকে ৩০-৪০ টাকা অন্যায় ভাবে ডেলিভারি চার্জ আদায় করে। এমনিতেই গ্যাসের দামে সাধারণ মানুষ নাজেহাল, তার ওপর কেন এই অতিরিক্ত চার্জ।

উপরিউক্ত দুটি বিষয়ে আমি উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

দীপংকর মান্না
চাকপোতা
আমতা, হাওড়া

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

আদালত বার্তা

হাওড়া কোর্টে ৩ জনের বিরুদ্ধে সাজা ঘোষণা

অশোক সেন, হাওড়া : গত ২০১১ সালের ১৭ মে বিকাল সাড়ে ৫টা নাগাদ অভিযোগকারী অভিজিৎ মাঝি ও তাহার ভাইপো বিরাজ মাঝি সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত আলমপুর কালিতলায় তাদের নিজস্ব জমিতে জে.সি.বি যন্ত্র দিয়ে চাষের কাজ করছিল তখন হঠাৎ পঙ্কজ হাজরা, কালিপদ গজেন্দার ও অশোক গজেন্দার যৌথভাবে প্রাণে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে লোহার রড দিয়ে বিরাজ মাঝির মাথায় আঘাত করে জমি দখল করার হুমকি দেয় ওই আঘাতের ফলে বিরাজ রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং কলকাতা মেডিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে এন– আইসিইউ–৮ নং বেডে ভর্তি হয়। ৩৭ দিনের উপর কোমায় থাকার পর তার ব্রেনের অপারেশন হয়। এর পরেও বিরাজ এখনও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেনি। পরিবারটি চিকিৎসার খরচ বহন করতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। ঘটনার দিন অভিজিৎ মাঝি সাঁকরাইল থানার একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সাঁকরাইল থানার এ.এস.আই অনিল কুমার লামা তদন্ত শুরু করে চার্জসিট দেন। এরপর এই মামলার বিচার পর্ব্ব শুরু হয় এবং সরকারী আইনজীবি অশোক সাহা দুজন ডাক্তার বাবু সহ মোট সাতজন সাক্ষীর বয়ান নথিভুক্ত করান। সব শেষে হাওড়া কোর্টের বিচারপতি গত ১ জানুয়ারি উক্ত তিনজন আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে সকলকে সর্বোচ্চ ৭ বছরের সাজা ও ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা ধার্য্য করেন অনাদায়ে আরও ১ এক বৎসরের সাজা ঘোষণা করেন। আসামী পক্ষের আইনজীবি ছিলেন সুবীর বিশ্বাস ও নিলাঞ্জন নস্কর।

জেলে অন্তঃসত্ত্বা : আদালত বান্ধবের অভূতপূর্ব রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২২ ফেব্রুয়ারি যখন সকলের চোখ টেলিভিশনের পর্দায় অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন এবং রামলালা অর্থাৎ শিশু রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠার দিকে নিবদ্ধ তখন কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে নিযুক্ত আদালত বান্ধব তাপস ভঞ্জ আইনজীবী কল্লোল গুহঠাকুরতাকে সঙ্গে নিয়ে আলিপুরের মহিলা সংশোধনাগারে পর্যবেক্ষণে যান। এর আগেও তিনি কল্লোলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এই ধরনের পর্যবেক্ষণে আলিপুর প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার এবং তৎকালীন আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে (অর্থাৎ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে) গিয়েছিলেন। কিন্তু এবারের আলিপুরের মহিলা সংশোধনাগার দেখার অভিজ্ঞতা পূর্বের সব অভিজ্ঞতাকে ছাপিয়ে গেল।

আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারে গিয়ে দেখা গেল যে বেশ কিছু দুধের শিশু, তাদের যে যার মার সঙ্গে সেখানে উপস্থিত। ঢুকেই একটি হলঘরে জন্মদিন পালনের বিশেষ এবং বিশাল ব্যবস্থা। সেদিনই কারও জন্মদিন ছিল, তাই সেখানে তার বিশেষ প্রস্তুতিও চলছিল।

কোর্টের প্রতিনিধিরা কৌতুহল বশত জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি তোমাদের বাচ্চাদের নিয়েই এখানে আছ? দু একজন উত্তর দিলেও, একজন বলল যে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়েই জেলে এসেছিল, আর একজন বলল যে সে জেলে এসেই অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। জেলে এসে অন্তঃসত্ত্বা হবার খবর শুনে আমরা খানিকটা চমকিত হয়ে তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে এটা কি ভাবে সম্ভব হলো। উত্তরে তিনি কিছু বলতে চাইলেন না।

এরপরে প্রতিনিধিরা ফিরে এসে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির এজলাসে যখন মামলাটা উঠলো, এবং যখন এই বিষয়ে প্রধান বিচারপতির কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়া হলো তখন উনি যারপর নাই আশ্চর্য হলেন এবং মামলাটি বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির নেতৃত্বাধীন ক্রিমিনাল ডিভিশন বেঞ্চে পরবর্তী শুনানীর জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

গত মঙ্গলবার ২০ ফেব্রুয়ারি এই মামলাটি বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চে যখন শুনানীর জন্য ওঠে তখন সেখানে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল থেকে শুরু করে অনেক তাবড়–তাবড় আইনজীবি উপস্থিত ছিলেন। বিচারপতিরা সব পক্ষের আইনজীবিকে একসঙ্গে বসতে বলে কি করে এই সমস্যার সমাধান করা যায় তা বার করার পরামর্শ দেন এবং আদালতকে পরবর্তী শুনানী আগামী ৮ মার্চ ধার্য করেন। ওই দিন সব পক্ষের মতামত শুনে আদালত এই বিষয়ে তার নির্দেশিকা প্রকাশ করবে। এদিকে সুপ্রিম কোর্টের মহিলা বিচারপতি হিমা কোহলী তাঁর এজলাসে এরকমই একটি মামলা চলায় এখানের আদালত বান্ধবের রিপোর্টটি তলব করেছেন।

কলকাতা হাইকোর্টের নির্বাচনে বিজেপির জয়জয়কার

কল্লোল গুহঠাকুরতা : গত সপ্তাহেই কলকাতা হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। প্রতি দুবছর অন্তর এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের ঘোষিত ফলাফল অনুসারে অলোককুমার ঢনঢনিয়া ২২০৭টি ভোট পেয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি হারিয়েছেন তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির পুলকেশ বাজপেয়ীকে যিনি পেয়েছে ১০৮৭ ভোট।

আর সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপির শঙ্কর প্রসাদ দলপতি, যিনি পেয়েছেন ১২৭২টি ভোট। তিনি হারিয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের অনন্ত কুমার সাউকে, যিনি পেয়েছেন ১০১২ ভোট।

এছাড়াও বিজেপি সহসভাপতি এবং সহ সম্পাদক সহ এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বারাও দুটো পদ নিজেদের দখলে রেখেছে। আর তৃণমূল সভাপতির পদ ছাড়াও, প্রাক্তন সহ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ এবং সাতটি এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বারের পদ নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছে। যেহেতু সম্পাদকের পদটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই পদে বিজেপির জয় হয়েছে, তাই এই জয়কে বিজেপিরই নৈতিক জয় বলে সকলে মনে করছেন।

বকেয়া পাওয়ার ভরসা

প্রথম পাতার পর

একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের সাড়ে চব্বিশ লক্ষ জবকার্ড হোল্ডারের ১০০ দিনের কাজ বাবদ বিস্তর অর্থ বকেয়া রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। জবকার্ড পিছু কমবেশি কুড়ি হাজার টাকা বকেয়া রয়েছে বলে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের জোরালো দাবি। যে টাকা কেন্দ্রের সরকার আটকে রেখেছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করে তৃতীয়বারের জন্য রাজ্যের শাসনক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব এই বকেয়া টাকা সহ নানাবিধ বঞ্চনার ইস্যুতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হতে থাকে। পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও লক্ষাধিক জবকার্ড হোল্ডার বঞ্চনার শিকার হয়েছেন। তাঁরা এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কাজ করে দীর্ঘদিন ধরে টাকা না পাওয়ায় বেশ ক্ষুব্ধ।তবে, জবকার্ড হোল্ডাররা এই বকেয়া মোটা অংকের টাকা না পাওয়ার কারণেই যে দীর্ঘদিন চরম আর্থিক কষ্টের মধ্যে রয়েছেন তা কিন্তু নয়। আসলে এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজ ছিল গ্রামবাংলার প্রান্তিক মানুষগুলি বাড়তি উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম। নিজের নিজের পেশাকে অক্ষুন্ন রেখেই তাঁরা ১০০ দিনের কাজে যুক্ত হয়েছিলেন। এজন্য কাউকে নিজ নিজ পেশাগত ক্ষতির মুখে কার্যত পড়তেও হয়নি। এই ইস্যুতে রাজ্য সরকার সহ তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব সর্বক্ষণ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেও গ্রামবাংলার ছাপোষা সাধারণ মানুষের অনেকেই সে নিয়ে বাড়তি উৎসাহ দেখাতে চান না। তবে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্র সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকে ১০০ দিন কাজের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার যে উদ্যোগে নিয়েছেন তার জন্য জবকার্ড হোল্ডাররা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পূর্ব বর্ধমানের সরিফুল শেখ, ভজন মণ্ডল, মাধবী মাঝি, সুব্রত চক্রবর্তী, রফিক আলম, দেবু কিসকু প্রমুখ জবকার্ড হোল্ডাররা মুখ্যমন্ত্রীর কথামতো আগামী মার্চ মাসেই তাঁদের কাজের বকেয়া থোকা টাকা পেয়ে যাবেন এই আশাতেই খুশিতে বেশ ডগমগ। এমনকি, সেই টাকা খরচ করার পরিকল্পনাও ছকা হয়ে গিয়েছে। তবে, এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মাস্টারস্ট্রোকে লোকসভা ভোটের মুখে বিজেপি সহ বিরোধীরা বেশ খানিকটা ব্যাকফুটে চলে গিয়েছে বলে একাধিক মহলের অভিমত। একইসঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের অভিমত, লোকসভা ভোটের মুখে রাজ্যের 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পে অনুদান বৃদ্ধি সহ 'কর্মশ্রী' প্রকল্পেরও ডিভিডেন্ট ওঠাবে তৃণমূল কংগ্রেস।

থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা ও শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া :গত ৩ ফেব্রুয়ারি এক সামাজিক ভাবনার প্রতিফলন ঘটালেন হাওড়া আমতার সিরাজবাটি চক্রের মোল্লারচক প্রাথমিক বিদ্যালয়। কলকাতার বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ এর মা সারদা চ্যারিটেবিল ডিসপেনসারি ও প্যাথলজি সেন্টারের সহযোগিতায় করা হয় বিনামূল্যে থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা। মোল্লারচক সহ পার্শ্ববর্তী কুমারচক প্রাথমিক ও হাই স্কুলের মোট ৫৮৭ জন ছাত্র ছাত্রী এই থ্যালাসেমিয়ার রক্ত পরীক্ষায় অংশ নেয়। এবং সেই সাথে প্রত্যেককে দেওয়া হয় বিনামূল্যে শীতবস্ত্র। এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিরাজবাটী চক্রের এস আই দীপঙ্কর কোল, শিক্ষারত্ন শিক্ষক অরুণ কুমার পাত্র, শিক্ষক দেবাশীষ মণ্ডল , পবিত্র মোহন লাঙ্গল ও রামকৃষ্ণ মঠ কতৃপক্ষের রাজু বিশ্বাস, অবিনাশ মন্ডল, বিধান বাউল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বলেন, 'থ্যালাসেমিয়া এক বংশগত রক্তের অসুখ, ছোট থেকে চিহ্নিত হলে রুগীকে বারবার রক্ত দিয়ে নিরাময় সম্ভব', বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই সামাজিক দায়বদ্ধতা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

এসপি অফিসের সামনে বিজেপির বিক্ষোভ

রবীন দাস, কাকদ্বীপ : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপে লট নম্বর ৮–এর সুন্দরবন জেলার এসপি অফিসের সামনে গত বৃহস্পতিবার রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের উপর পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিজেপির পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। এই বিক্ষোভ কর্মসূচিকে আটকানোর জন্য সুন্দরবন পুলিশ জেলার পক্ষ থেকে বহু পুলিশ মোতায়ন করা হয়, সকাল ১১ টা নাগাদ বিজেপির কর্মী সমর্থকরা এসপি অফিসের দিকে পুলিশ আটকায়। দীর্ঘক্ষণ চলে বচসা, অবশেষে বিক্ষোভকারীরা গেট ভেঙে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। রাস্তায় বসে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ করতে থাকে বিজেপি কর্মীরা। বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নবেন্দু সুন্দর নস্কর।

সুন্দর নস্কর বলেন, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার যে পুলিশের হাতে অত্যাচারিত হয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে সুন্দরবন পুলিশ জেলার এসপির কথা বলার জন্য রওনা দিয়েছিলেন। এস পি কে জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলেন যে শেখ শাহজাহানকে কেন আটক করা হচ্ছে না। এছাড়াও সন্দেশখালিতে তৃণমূল আজকে তো দুষ্কৃতীরা মহিলাদের উপর যে নির্যাতন করেছে তাদেরকে কেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে আটক করা হচ্ছে না। কিন্তু পুলিশরা যেতে দেয়নি। তাই এই বিক্ষোভ। অবশেষে পুলিশ হস্তক্ষেপে দীর্ঘক্ষণ পর এই বিক্ষোভ ওঠে।

ক্রাইম ডেস্ক

নাবালিকাকে বিয়ে দিতে রাজি না হওয়ায় মারধর করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : পরিবারের নাবালিকা মেয়ে প্রতিবেশী এক নাবালকের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। ব্যাপারটা জানাজানি হতেই নাবালিকার পরিবারের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় ছেলে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের পিঁড়িতে বসানো সম্ভব নয়। এমন কথা নাবালিকার পরিবারের লোকজন মানতে রাজি নয়। তাদের দাবি প্রেমের সম্পর্ক যখন হয়েছে তখন বয়স কোন বাধা নয়। বিয়ে দিতেই হবে। অভিযোগ নাবালিকাকে ফুসলিয়ে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে বিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে নাবালকের পরিবার। এমন ঘটনা জানতে পেরেই প্রতিবাদে সরব হয় নাবালিকার পরিবার। অভিযোগ, প্রতিবাদে সরব হতেই গত সোমবার রাতে নাবালিকার বাড়িতে চড়াও হয়ে তার পরিবারের সদস্যদের বাঁশের লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় চারজন। বাসন্তী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার মা।ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে জখম ৫ জন

সুভাষ চন্দ্র দাশ, বাসন্তী : সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে গুরুতর জখম হলেন একই পরিবারের ৫ জন। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত ভরতগড় পঞ্চায়েতের শিবগঞ্জের খ্রীস্টান পাড়ায়। গুরুতর জখম হয়েছেন সুস্মিতা সিং, রাজু সিং, মীনা জানা, ফ্রান্সিন সিং ও এক শিশু ইশান সিং। ঘটনার বিষয়ে আক্রান্ত পরিবারের সদস্যরা বাসন্তী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে সম্পত্তি নিয়ে সিং পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত বিবাদ চলছিল। সোমবার সকালে আচমকা রাজেন দাস, রবি সিং, পিংকি সিং, প্রিয়া সিং,সাধনা মন্ডল,মীরা দাস,নির্মল সিংয়েরা দলবদ্ধ হয়ে সম্পত্তি দখল করার চেষ্টা করে নিজেরাই মাপজোক শুরু করে।অভিযোগ সে সময় প্রতিবাদ করেন সুস্মিতা সিং ও তার পরিবারের সদস্যরা। প্রতিবাদ করতেই তাদের কে বেধড়ক মারধর করা হয়। এমনিক কোদালের বাঁট আর ইট দিয়ে মারা হয় বলে অভিযোগ। মারধরোর হাত থেকে রেহাই মেলেনি একরত্তি শিশু ইশানের। তাকে ইট মেরে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা তাদের কে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য বাসন্তী ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছে তারা।ঘটনার বিষয়ে বাসন্তী থানায় লিখিত একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন রাজু সিং। রাজু সিং জানিয়েছেন, বাড়িতে ছিলাম না। খবর পেয়ে স্ত্রী ও সন্তান কে উদ্ধার করতে যাই। সকল কে মারধর করলো। রাজুর স্ত্রী সুস্মিতা জানিয়েছে, 'ওদের কে বলে ছিলাম আমিন এনে মাপজোক করার জন্য। শুনলো না। আমার কোলের সন্তাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিল। ওদের চরম শাস্তি চাই'।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
GOVT. OF WEST BENGAL

মাসে মাসে বাড়লো নিশ্চিত আয়, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নারীর সহায়

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার

বাংলার মহিলাদের হাত শক্তিশালী করতে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে বাড়ালো মাসিক আর্থিক অনুদান

সাধারণ শ্রেণির মহিলাদের জন্য ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে **১,০০০ টাকা** করা হয়েছে **(বার্ষিক ১২,০০০ টাকা)**

তপশিলি জাতি ও উপজাতি মহিলাদের জন্য ১,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে **১,২০০ টাকা** করা হয়েছে **(বার্ষিক ১৪,৪০০ টাকা)**

এই আর্থিক সাহায্য ২০২৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে সরাসরি ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের মাধ্যমে করা হবে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মহানগরে

আলিপুরে মাতৃভাষা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুর : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ২১ ফেব্রুয়ারি আলিপুরে মাতৃভাষা দিবস উদযাপিত হল যথাযোগ্য মর্যাদায়। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সুমিত কুমার গুপ্তা, অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন পাল, অতিরিক্ত জেলাশাসক অনীশ দাসগুপ্ত, জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক অনন্যা মজুমদার প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, সংগীত পরিবেশন করেন জেলার শিল্পীরা। বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে আজকের মাতৃভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানটি।

কুহকের নতুন নাটক বিকর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : সম্প্রতি উত্তর কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল কুহকের নতুন নাটক বিকর্ণ। নাট্যকার অমিত নন্দীর লেখনী ও নির্দেশনায় উজ্জল হয়ে উঠেছে বিকর্ণ। এ নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য প্রথমেই কুহক নাট্যদলকে বাহবা জানাই। মহাভারতের কাহিনীর প্রেক্ষিতে গড়ে উঠেছে এই নাটক। সম্পূর্ণ কাব্যধর্মী সংলাপ এ নাটকে। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র অবশ্যই অন্যতম কৌরবভ্রাতা বিকর্ণ। হস্তিনাপুর রাজসভায় কূট পাশা খেলার ফাঁদে পড়ে স্ত্রী দ্রৌপদীকে দুর্যোধনের হাতে তুলে দেন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। ভরা সভায় দ্রৌপদীর অসম্মান ও নির্যাতন দেখে প্রতিবাদ করেন মাত্র একজন। তিনি বিকর্ণ। সম্পূর্ণ মহিলা শিল্পী অভিনীত এই নাটকটির জন্য নির্দেশক অমিত নন্দী ও কুহক নাট্যগোষ্ঠীর অনেক প্রশংসা প্রাপ্য। বাংলার নাট্যদলে মহিলা শিল্পীদের ভূমিকা ও ক্ষমতায়নের দিক থেকে এই নাটকটি এক উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক হিসাবে রয়ে যাবে। এ নাটকের সব চরিত্রকে সমান গুরুত্ব দিয়েছেন বলে সংলাপের ধারে, ভারে ও যুক্তিতে প্রতিটি চরিত্র সমান সুযোগ পেয়েছে দর্শকদের সামনে নিজের অভিনয়ে। রাজা দুর্যোধনের প্রতিহিংসা ও ক্রূরতা জীবন্ত হয়ে উঠেছিল মঞ্চে। মেঘা দাসের অভিনয়ে বিকর্ণ বেশ প্রাণবন্ত। তবে মঞ্চে তার মুভমেন্ট কিছুটা আড়ষ্ঠ। চারটি গান আছে এ নাটকে। পোষাকে বেশ অভিনবত্ব আছে এ নাটকে। খুব ছোট এ নাটকের সময়সীমা। মাত্র এক ঘন্টা। অন্য অর্থে আর একটা ছোট নাটক থাকলে মন আর সময়, দুটোই ভরতো সবার।

সাংবাদিকদের জন্য নির্বাচনি কর্মশালা

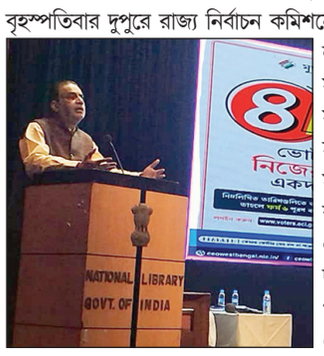

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : আর কয়েক দিনের মধ্যেই ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট প্রকাশ হতে চলেছে। আর তার আগে গত বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে কলকাতার ন্যাশানাল লাইব্রেরির কনফারেন্স হলে সাংবাদিকদের জন্য নির্বাচন সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষন শিবির হয়ে গেল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সহ নির্বাচন কমিশনের একাধিক আধিকারিক। এদিনের এই কর্মশালায় কলকাতা, দক্ষিন ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর সহ একাধিক জেলা থেকে সাংবাদিকরা অংশ নেন। ভোটের সময় কিভাবে কাজ করতে হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয় এই শিবিরে। হাতে-কলমে দেখানো হয় ইভিএমের কার্যকারিতা। মূলতঃ ভোট চলাকালীন সাংবাদিকরা কী কী অধিকার এবং কর্তব্য পালন করবেন সেদিকেই আলোকপাত করা হয়। **ছবি : অরুণ লোধ**

কেন্দ্রকে দুষে বরাদ্দ বাড়তে চলেছে কাউন্সিলার ফান্ডে

বরুণ মণ্ডল

কলকাতা পৌরসংস্থায় ১ এপ্রিল চালু হওয়া নতুন অর্থবর্ষ থেকে কলকাতার ১৪৪ টি ওয়ার্ডসহ ১৬ টি বরোয় জিএসটি'র জন্য উন্নয়নের যে ব্যাঘাত ঘটছিল তার থেকে মুক্তি। কলকাতা পৌরসংস্থার ২০২৪ – '২৫ অর্থবর্ষের বাজেটে 'কাউন্সিলরস' এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প' ও 'ইন্টিগ্রেটেড বরো স্কিমে' বরাদ্দের পরিমাণ বাড়ানো হল। কলকাতা পৌরসংস্থার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে, ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি তপন দাশগুপ্ত'সহ শাসক ও বিরোধী দলের একাধিক পৌরপ্রতিনিধির দাবি ছিল কাউন্সিল এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প বরাদ্দ অর্থ বাড়ানো হোক। বিশ্বরূপ দে'র বক্তব্য একটা ১ লক্ষ টাকার কাজে জিএসটি ১৮ শতাংশ ও সেস ১ শতাংশ দিতে গিয়ে ১ লক্ষ টাকার কাজে আদতে হাতে থাকে মাত্র ৮১ হাজার টাকা। তাহলে এটা দিয়ে ১ লক্ষ টাকার বাজেটের কাজ কীভাবে হবে? উন্নয়নে এটা একটা বড়ো ধাক্কা। তাই এই প্রকল্পে ২০ শতাংশ টাকা বাড়ানো উচিত। সেই দাবিকে মান্যতা দিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম আগামী অর্থবর্ষের বাজেটের ওপর জবাবি ভাষণে ঘোষণা করেন, কাউন্সিলরস্ এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে এখন আছে ৪০০ কোডে ১২.৫ লক্ষ। এটাকে করা হল ১৫ লক্ষ টাকা এবং ৮০০ কোডে(উন্নয়নের জন্য) এখন আছে ১২.৫ লক্ষ। এটাকেও করা হল ১৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এবার থেকে ২৫ লক্ষ টাকার পরিবর্তে প্রতি বছর ৩০ লক্ষ টাকা করে পাবে। আর 'ইন্টিগ্রেটেড বরো ফান্ডে' ওয়ার্ড প্রতি এখন আছে ১৫ লক্ষ টাকা। এটা এখন বাড়িয়ে করা হল ২০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ যে বরোতে সাতটি ওয়ার্ড আছে তারা পাবে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। আবার যে বরোতে ১২ টি ওয়ার্ড আছে তারা পাবে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। মহানাগরিকের এ ঘোষণার পরই তাঁকে উপস্থিত সকল পৌরপ্রতিনিধি দু'হাত ওপরে তুলে ধন্যবাদ জানান।

এদিন মহানাগরিক কাউন্সিলরস্ ও ইন্টিগ্রেটেড বরো ফান্ড বাড়িয়ে কেন্দ্রকেই দুষলেন। বাজেট পর্যালোচনায় কলকাতা পৌরসংস্থার বাজেটে ঘাটতি নিয়ে দু'দিন ধরে

বিরোধীদের সমালোচনা ছিল অতি তীক্ষ্ণ। আগামী ২০২৪ – '২৫ অর্থবর্ষের বাজেটে ১১২ কোটি টাকা ঘাটতি। চলতি অর্থবর্ষে সংশোধিত বাজেট ঘাটতি ১২৬.৩৭ কোটি টাকা। ২০২৩ –'২৪ অর্থবর্ষে কলকাতা পৌরসংস্থার রাজস্ব তহবিলে অনুমিত পুঞ্জীভূত ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১,৯৬২.৯০ কোটি টাকা।

জবাবি ভাষণে মহানাগরিক জানান, ঘাটতি শূন্য বাজেট আমিও ইচ্ছে করলে করতে পারতাম। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী যদি ইচ্ছে করতেন, তাহলে নিশ্চিত ভাবে আজকে এই কলকাতা পৌরসংস্থা নয়, সারা ভারতবর্ষের সমস্ত পৌরসংস্থার সকল বার্ষিক বাজেট ঘাটতি শূন্য হতো যদি পৌর সংস্থার ওপর জি.এস.টি.'র বোঝা না চাপানো হতো। ১৮ শতাংশ জি.এস.টি.। এটা যদি চাপানো না হতো তাহলে শুধু আই.টি. (ইনকাম ট্যাক্স) আর জি.এস.টি. মিলিয়ে চলতি অর্থবর্ষে ৫৪৩ লক্ষ টাকার উন্নয়নমূলক কাজে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা শুধু জি.এস.টি. এবং আই.টি. বাবদ কলকাতা পৌরসংস্থাকে দিতে হয়েছে।

এই টাকাটা যদি থাকতো, তাহলে কলকাতা পৌরসংস্থাকে ঘাটতি বাজেট পেশ করতে হত না। যেটা বিজেপির সজল ঘোষেরা ঠিক বলেছেন। ঘাটতি শূন্যতা কলকাতা পৌরসংস্থার দুর্ভাগ্য। কেন্দ্রে ইউ.পি.এ সরকারের সময়ে এসব ছিল না। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সময়ে জোর জবরদস্তি করে জি.এস.টি. টা চাপিয়ে দিয়ে দেশের প্রত্যেকটা পৌরসংস্থার বাজেটকে এমনভাবে করে দিয়েছে যে উন্নয়নমূলক কাজে ১৮ শতাংশ জি.এস.টি. দিতে হচ্ছে। তবুও আর্থিকভাবে ঘাটতি যদি হয় হোক, পৌর পরিষেবায় যেন কোনও ঘাটতি না হয়। এটাই প্রধান লক্ষ্য। মহানাগরিক বলেন, কোভিড নাইন্টিনের সময়কালে কলকাতা পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ ও স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরের কর্মীরা রাস্তায় নেমে কাজ করেছে বলে কলকাতায় কোভিড নাইন্টিন মহামারির রূপ নেয়নি। কলকাতার মানুষ ওই সময় সুরক্ষিত ছিল।

সন্তোষপুর পৌরবাজার সংস্কারের কাজ চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : গত আগস্টের কলকাতা পৌরসংস্থার মাসিক অধিবেশনে ১১ নম্বর বরোর ১০৩ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত সন্তোষপুর পৌরবাজার ও সংলগ্ন পৌর অফিস বাড়িটির যে বেহাল অবস্থা সে বিষয়ে জানিয়েছিলেন বলে ১৯ জানুয়ারির অধিবেশনে জানান ওই ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি নন্দিতা রায়। তিনি বলেন, ১৬ জানুয়ারি বরোর সিভিল অফিসাররা এই বাজার পরিদর্শনে আসেন। খুব খারাপ অবস্থা ওই বিল্ডিংটির। জলের কল গুলি ভেঙে গিয়েছে। শৌচালয় গুলি একেবারেই অব্যবহারযোগ্য হয়ে গিয়েছে। চার থেকে পাঁচটি বিভাগ এই বিল্ডিংয়ের অফিস বাড়িতে রয়েছে। প্রচুর মহিলা কর্মী আছেন এই অফিস গুলিতে। বিশেষ করে মহিলা কর্মীদের পক্ষে এখানে কাজ করা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। সমস্ত বিষয় জানিয়ে মহানাগরিক ও বাজার দফতরকে চিঠি দিই। যদিও ১৯ জানুয়ারি সকালে খবর পাই, কাজটা শুরু হতে চলেছে। তাই কাজটা যাতে নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ হয় সে আশা রাখি। এই বিল্ডিংয়ের পাঁচতলায় স্টাফ কোয়ার্টার রয়েছে। সেই কোয়ার্টার সংলগ্ন দু'টি ঘরে বিল্ডিং ও অ্যাসেসমেন্ট দফতরের অজস্র পুরনো নথি

স্টোর করা হয়েছে। অবস্থাটা জতুগৃহের রূপ নিয়েছে। তাই যখন কাজটি হচ্ছে, তখন এই পৌরবাজার ও পৌর অফিস বাড়ির জল, সিভিল এবং ফায়ার সেফটির যেন একান্তই ব্যবস্থা করা হয়।

এ বিষয়ে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, সন্তোষপুর পৌরবাজারে কিছু কাজ ইতি মধ্যেই হয়েছে। বাকিটা পরিদর্শন করে এস্টিমেট করা হয়েছে। ড্রেনেজের কাজ এবং বাথরুমের কাজ হয়ে গিয়েছে। তবে আরও অনেক বাকি আছে।

গত ৩১ জুলাই প্রথম ধাপের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে বাজার দফতর মহিলা – পুরুষের বাথরুমের কাজটা করেছে। আর পৌর অফিস ঘরের রিনোভেশন করার জন্য এস্টিমেট করেছে। সে কাজও তাড়াতাড়ি শুরু হবে। ১১ নম্বর বরোর ইঞ্জিনিয়ারের নেতৃত্বে রক্ষণাবেক্ষণের কাজটা করছে। সম্পূর্ণ কাজটা করতে আরও কিছুটা সময় লাগবে। তবে কাজটা সম্পূর্ণ হবে।

লেন্স বার্তা

সোচ্চার : সন্দেশখালিতে যখন রাজনৈতিক দুষ্কৃতিদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে প্রতিবাদে সোচ্চার মা বোনেরা সেইসময় গত ২২ ফেব্রুয়ারি কলকাতা প্রেস ক্লাবে নারী অধিকারের দাবিতে সাংবাদিক বৈঠক করল মৈত্রী। এই সংগঠনের কর্মকর্তারা নারীদের প্রতি লাগাতার অত্যাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন।

ক্ষোভের আলো : সাংবাদিক গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কলকাতা প্রেস ক্লাব থেকে মোমবাতি মিছিলে শামিল সাংবাদিকরা।

জাদুকরী: পিসি সরকার সিনিয়রের ১১১তম জন্মদিন উপলক্ষে কৃষ্ণনামের ধুন বাঁশিতে বাজিয়ে বারুইপুরের 'ইন্দ্রলোকে' দেশ বিদেশের জাদুকরদের ছবি নিয়ে এক সংগ্রহশালার উদ্বোধন করলেন রাজস্থান থেকে আগত মাদারি জাদুকর ইমামুদ্দিন। সঙ্গে ছিলেন পিসি সরকার জুনিয়র, জয়শ্রী সরকার, মানেকা সরকার, মমতাজ সরকার সহ অন্যান্য জাদুকরেরা।।

প্রদর্শনী : ক্ষুধার দুনিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'ক্ষুধার দুনিয়া' শিরোনামে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি এক অভিনব প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্টসে। চলবে ৫ মার্চ পর্যন্ত। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের ৮০ বছর পূর্ণ হয়েছে গত বছর। আজও ভারতবর্ষ থেকে ক্ষুধার জ্বালা দূর করা যায় নি। সাম্প্রতিক ক্ষুধা সূচকে ১২৫টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১১১ নম্বরে। তাই 'ক্ষুধা বড়ই বিষম বস্তু'-এই শব্দবন্ধের এক অনন্য উদাহরণ বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের শুশুনিয়ার কাছে বাগডিহা গ্রামের মাহালী পাড়া। এই প্রদর্শনীতে তাই উঠে এসেছে মন্বন্তর থেকে আজকের মাহালী পাড়ার নানা খণ্ডচিত্র। কীভাবে 'নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি' ও 'গোঁসাইডিহি আস্থা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'কে সঙ্গে নিয়ে বাগডিয়ার উন্নয়ণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা রচনা করছে তাও উঠে এসেছে এই প্রদর্শনীতে। প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য শান্তা দত্ত (দে)। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ছোট্ট আদিবাসী কিশোরী নন্দিনী মাহালির আবৃত্তির মধ্য দিয়ে। ছিলেন বিশ্ব বিদ্যালয়ের আধিকারিকবৃন্দ এসসি, এসটি কর্পোরেশনের তন্ময় চক্রবর্তী, নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব গুহ সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও ছিল কলেজ পড়ুয়ারা।

যাওয়া আসার পথে পথে

আমতার কুরিট গ্রামে বসন্ত ষষ্ঠীতে দেবী দুর্গার অকালবোধন

দীপংকর মান্না : হাওড়া আমতার কুরিট, বড়মহরা, চাকপোতা ও বলাইমাজি গ্রামের ডুয়ার্স বা প্রবেশপথ 'কুরিট তারাময়ী আশ্রম'। একদিকে নানা গাছগাছালি ঘেরা খালপাড়। অন্যদিকে মনোরম মান্দারিয়া খাল। একটু দূরেই দিগন্ত বিস্তৃত আমতার বিখ্যাত কেঁদোর মাঠে। মাঠে মাঠে আলু, কপি, বেগুন, কড়াই, ঢেঁড়স ইত্যাদি সবুজের চাষ। পড়ন্ত বিকেলে গ্রাম গুলোকে আকর্ষণীয় করে তোলে সরিষার হলুদ আর মুলোর সাদা সাদা ফুল।

বসন্ত ষষ্ঠীর পূর্ণ্য লগ্নে এখানকার আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়ায় সরস্বতী নমস্ততে-র পাশাপাশি মহিষাসুরমর্দিনী- র প্রতিধ্বনী।

একেবারে ঠিক। 'কুরিট তারাময়ী আশ্রম' প্রাঙ্গনে বসন্ত বা শুক্লা ষষ্ঠীতে ফি বছর শুরু হয় মা দুর্গার অকালবোধন। এবারের ৪৬তম বর্ষেও একই ভাবে, একই উন্মাদনায় প্রস্তুত দেবীর অষ্টাদশ ভূজা (মহালক্ষ্মী)- র আরাধনা। সেই সঙ্গে বাড়তি পাওনা

সপ্তাহব্যাপী মেলা।

এবারের পুজো শুরু হয়েছে ২ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার (১৫ ফেব্রুয়ারি) ষষ্ঠী থেকে। রীতি মেনে প্রতিমা বিসর্জন দশমীর দুপুরে।

দেবী এখানে অষ্টাদশ ভূজা। উজ্জ্বল গৌরবর্ণা মা।কাত্যায়নী নামে পরিচিত।দেবী এখানে শস্য, শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক।ভরা বসন্তে অকালবোধন এর কারণ : গ্রামের পর গ্রাম এই গোটা এলাকা কৃষিনির্ভর,শস্যশ্যামলা।কৃষিই এখানকার জীবন, কৃষিই এখানকার জীবিকা। সাতের দশকের গোড়ায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলের ক্ষতি হয় গ্রামের পর গ্রাম। বাংলা জুড়ে '৭৮-র ভয়াবহ বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি হয় এখানকার বিশাল সংখ্যক পরিবারে। সেই কঠিন সময়ে আশ্রমের তান্ত্রিক ও পুরোহিত মা দুর্গার অকালবোধনের বিধান দেন।সেই থেকে ১৯৭৯ সাল থেকে মা কাত্যায়নী রূপের আরাধনা।

পুজো কমিটির পক্ষে উত্তম কোলে, হীরালাল কোলে ও নবকুমার মাজী জানালেন, পরম্পরা ও ঐতিহ্য মেনে পুজো করার চেষ্টা করি। আমাদের পুজোয় তন্ত্রমতকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। নবমীর দিন রীতি মেনে জজ্ঞ করা হয়।বোধন থেকে দশমী, সব ধর্ম সব বর্ণ মানুষের মিলনক্ষেত্র আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

চাকপোতা গ্রামের কৃষক ও ব্যবসায়ী বিকাশ পাত্র,সমর খাঁড়া, গৃহবধূ শ্যামলী খাঁড়া, চামেলী দোয়ারী,বড়মহরা গ্রামের গ্রামীণ চিকিৎসক উত্তম কোলে,রবীন মাজী, কুরিট গ্রামের দোকানদার শান্তি পাল, গৃহবধূ বাসন্তী মহীশ, বলাইমাজি গ্রামের প্রাক্তন শিক্ষক অজিত মাজী,কল্যাণ পাল প্রমুখ – সকলেরই এক কথা, বিদ্যা উৎসবের পাশাপাশি অদিনে দুর্গোৎসবে আমরা বাড়তি আনন্দ ও মজা পাই। ঘরে ঘরে প্রচুর শস্য তুলতে, শস্য বাঁচাতে এভাবেই পাশে থাকুক নবদুর্গার ষষ্ঠ রূপ দেবী কাত্যায়নী।

এই উপলক্ষে সেজে ওঠে গোটা এলাকা। গাছে আলোর মনোরম ঝলকানি, পাখপাখালি-র মধুর আওয়াজ, আর শত শত পুজো ও মেলা মুখী মানুষের উপস্থিতি ও কোলাহলে ব্যস্ত সময়কেও কয়েক ঘণ্টা টেনে রাখে আমতার ডুয়ার্স কুরিট আশ্রমের দেবী দুর্গার অকালবোধন।

পর্যটন কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি,অবহেলিত রহস্যময় জটার দেউল

সুভাষ চন্দ্র দাশ : জটার দেউলকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও সেই কাজ এগোয়নি অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের। কবে হবে পর্যটন কেন্দ্র? এমন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে পাশাপাশি ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে স্থানীয়দের মধ্যে। উল্লেখ্য পালযুগের ইটের তৈরি মিনারটি জটার দেউল। জটাধারী শিবের নাম অনুসারে এই নামকরণ। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মথুরাপুর ব্লকের মনি নদীর তীরে অবস্থিত জটার দেউল। কঙ্কনদিঘীর সন্নিকটে ১১৬নং লটে অবস্থিত ৩০.৪৮ মিটার উঁচু, ৯.৩৭ মিটার চারপাশে চওড়া টাওয়ারটি খ্রীষ্টপূর্ব ১৭৫ অব্দে রাজা জয় চন্দ্র তৈরি করেছিলেন। এরই নাম জটার দেউল। পরে পর্তুগীজ-মগ জলদস্যুরা এই টাওয়ারটি হিসাবে ব্যবহার করত বলে অনেকেরই ধারনা। ১৮৬৮ সালে আবিষ্কৃত হয় রহস্যময় জটার দেউল। অনেকে এটিকে শিব মন্দির মনে করে পূজা-অর্চনা করেন। এই সৌধটির আশে পাশের মাটির তলা থেকে শুঙ্গ-কুষাণ, পর্তুগীজ যুগের মুদ্রা,হাতির দাঁত পাওয়া গিয়েছে। কঙ্কনদিঘী থেকে ব্রাহ্মণ্য ও জৈন দেবদেবীর সঙ্গে বেশ কয়েকটি পাথরের বুদ্ধমূর্তি,তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবতা, ব্রোঞ্জের তৈরি মহাকাল, বটুক ভৈরব, জম্ভল, ষড়ক্ষরী লোকেশ্বর, কুরুকুল্লা, খাদিরবনি তারা, পোড়া মাটির তৈরি তারামূর্তি, বুদ্ধ মারিচি সহ প্রভৃতি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

নাথ যোগী সম্প্রদায়ের লোকজনেরাই এই মূর্তিগুলো পূজা করতেন। পালযুগে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় শুরু হয় এবং বৌদ্ধধর্ম বাংলা ও বিহারে সংকুচিত হয়ে পড়ে। বৌদ্ধধর্মের মহাযান মতবাদ থেকে তিব্বতি তন্ত্র ও বাংলার তন্ত্রের প্রভাবে বজ্রযান,কালচক্রযান,শূন্যবাদ সহ নানান তান্ত্রিক ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়। নাথযোগীরা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে সপ্তম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে তান্ত্রিক-

বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব করেন। আবার ইতিহাসবিদরা মনে করেন সুনির্দিষ্ট ভাবে শুধু যোগী সম্প্রদায়ের সঙ্গে এই লিঙ্গ মূর্তিগুলিকে সংযুক্ত না করে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বৌদ্ধ ঘরানায় এগুলি সংযুক্ত করা উচিত। এই সম্প্রদায়গুলি গুরুবাদী গুহ্য সাধনাচার সহজযান কিংবা সহজিয়াধর্ম নামে পরিচিত ছিল। তাদের সাংকেতিক ধর্মাচরণ চর্যাপদ সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে নাথযোগীরা এই সম্প্রদায়ভুক্ত সহজিয়া সাধক। আদিতে তাঁরা কেবলমাত্র লিঙ্গপূজা করতেন। পরে দেবপাল শাসনের উত্তরকালে যখন এই দেউল নির্মাণ হয় ততদিনে তান্ত্রিক অনুষঙ্গ অনুপ্রবেশ করেছিল এবং তার প্রভাবে লিঙ্গ-আলিঙ্গন মূর্তির প্রচলন ঘটে। যার ফলস্বরূপ জটার দেউলেও লিঙ্গ যোনির প্রতিকী রূপদান ঘটেছিল।

রহস্যময় জটার দেউল সম্ভবত পাল যুগের শেষ পর্যায়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের তৈরি। পরে তাঁরা নাথযোগীতে রূপান্তরিত হয় যায়। বাংলার যোগী সম্প্রদায়ের একটি অংশ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ঘটিয়েছিল,আবার তাঁরাই একাদশ শতকের কাছাকাছি সময় শৈবধর্মে ফিরে এসে নাথধর্মের প্রবর্তন করে। ফলে জটার দেউল ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে যে ধর্মের অনুশীলন চলতো তা নাথধর্ম বিকশিত হওয়ার আগেকার ধর্ম ব্রজযান। লিঙ্গ-যোনি অনুষঙ্গ আসলে তন্ত্রসাধনার মূল কথা প্রজনন শক্তির প্রতীক। জটার দেউলে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধকেরা সেই বার্তাই ইঙ্গিতে শিল্পের ছন্দের মাধ্যমে দিতে চেয়েছিলেন। জটার দেউল মন্দিরের মূল উৎস লিঙ্গ মূর্তির পূজা। লিঙ্গ উর্ব্বতার প্রতীক হয়ে জটাধারী শিবের সঙ্গে মিশে যায়। যার ফলে দেউল মন্দির প্রায় সবই শিবমন্দির হতে দেখা যায়। ২০১১ সালের শেষ দিকে জটার দেউলের সামনে ক্রম অবতল টিবিটিতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তরফে খনন কার্য শুরু হয়েছিল। ধীরে ধীরে একটি ইটের কাঠামো আত্মপ্রকাশ করে। আগে মনে করা হত দেউল সংলগ্ন কোনো নাটমন্দির বা জগমোহন ছিল না। কিন্তু কাঠামোটি আবিষ্কারের পর সেই ধারনা ভুল প্রমাণিত হয়। এখনও মনে করা হয় দেউলের সামনে উড়িষার রেখ দেউলের বৈশিষ্টের মতো একটি জগমোহন ছিল। সেই জগমোহনের উপরের আচ্ছাদন ও স্তম্ভগুলি পড়ে গেছে। কালের নিয়মে যার ধ্বংসাবশেষ মাটির নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

মন্দির স্থাপত্যে ভারতের মানচিত্রে জটার দেউল বাংলার এক উল্লেখযোগ্য স্থান। বাংলায় নানান ভৌগলিক কারণে পাথর তেমন সুলভ না হওয়ার পোড়ানো ইট এখানে মন্দির সজ্জার অন্যতম উপকরণ হয়ে উঠেছিল। শুধুমাত্র বাংলাতে নয় সমগ্র ভারতবর্ষে ইটের তৈরি প্রাচীন দেউল খুবই কম আছে। এখানে প্রতিবছর বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মন্দির সংলগ্ন মেলা বসে। হয় ঘোড়া দৌড়ও। এমন একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় রহস্যে ঘেরা পুরাকীর্তির ইতিহাস অনন্তকাল বহন করে চলেছে মনি নদী।

মাঙ্গলিকী

২৬ জানুয়ারি ২০২৪ বেহালা অনুদর্শীর স্মৃতি তর্পণ

বাবুল কৃষ্ণ দে

স্থান : তপন থিয়েটার, তাপস জ্ঞানেশ মঞ্চ। সন্ধ্যা ৬টা

আয়োজন : সুমনা চক্রবর্তী

কর্ণধার : বেহালা অনুদর্শী

বিগত ২৬ জানুয়ারি ২০২৪ বেহালা অনুদর্শী প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভ মুহূর্তে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল শহিদদের স্মরণে। সেইসঙ্গে বেহালা অনুদর্শীর অন্যতম সদস্যা সুমনা চক্রবর্তীর মাতৃদেবী জ্যোৎস্না চক্রবর্তীর অকাল প্রয়ানে আহুত স্মরণসভাও অনুষ্ঠিত হয়। তপন থিয়েটারে তাপস জ্ঞানেশ সভাকক্ষে অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা ছিলেন মধুপর্ণা।

শুরুতেই এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় শহিদ ও সদ্য প্রয়াত জ্যোৎস্না দেবীর স্মরণে। তারপর শুরু হল মূল অনুষ্ঠান। প্রথমেই উদ্বোধনী সঙ্গীত 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে' পরিবেশন করলন প্রকাশ সিংহ রায়। তারপর কবিতা পাঠ করলেন সুপর্ণা বসু কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত বঙ্গজননী এবং দেবেশ ঠাকুর রচিত 'ভারতবর্ষ দেবে'। পরিবেশন গুনে সবার ভালো লেগেছে। এরপর নাট্যাংশ রাইফেল। সাউথ কলকাকাত শ্রাইন নাট্যদল নিবেদিত ও পরিচালনা– অমিত ভট্টাচার্য। বিপ্লবী কল্যাণ ঘোষকে অবলম্বন করে রাইফেলগুলো কোথায়? অনবদ্য উপস্থাপনা।

এরপর পাঠ ও নৃত্যগীত : মৃদঙ্গ সঙ্গীত আকাদেমি নিবেদিত 'বিবেকানন্দ' ভারত আমার ভারতবর্ষ নৃত্যগীত পাঠে রঙ্গপীঠ নাট্যদল। নির্দেশনা ধ্রুব মুখার্জী। রঙ্গপীঠ তার সুনাম রক্ষা করতে পেরেছে প্রতিবারের মতন। এরপর সঙ্গীত– দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবেশন করলেন এবার তোর মরা গাঙে এবং কারার ঐ লৌহকপাট।

গান দুটি যেন এখানো কানে বাজছে।

এরপর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন শাশ্বতী দাম। বিষয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মহিলা সংগ্রামীদের অবদান।

এরপর অনুষ্ঠিত হল অনুনাটক : বেলা অবেলা কালবেলায় বেলা মিত্র, নির্দেশনা ও ও অভিনয়ে সুমনা চক্রবর্তী। খুবই মর্মস্পর্শী উপস্থাপনা। এরপর নৃত্যানুষ্ঠান মৃদঙ্গ সঙ্গীত আকাদেমি নিবেদত 'কারার ঐ লৌহ কপাট' এবং 'টাকডুম বাজাই'। অংশগ্রহণে শম্পা হালদার, ঐন্দ্রিলা গোয়ালা, দেবঋতা সাউ, মনীষা দে, ঐন্দ্রিলা ঘোষ প্রমুখেরা।

এরপর আবার আবৃত্তি নজরুল ইসলাম এর নজরুল ইসলামের 'যদি বাঁশী না বাজে পাঠ করে শোনালেন প্রকাশ সিংহ রায়। পরবর্তী অনুষ্ঠান–শ্রুতিনাটক 'অন্ধের সমাজে একা'। নিবেদনে ডোরাই গ্রুপ অংশগ্রহণে মধুমিতা তরফদার, সাহানা রায়।

এরপর নৃত্য 'দেখো আলোয় আকাশ'

পরিবেশনা সাহানা রায়। পরবর্তী অনুষ্ঠান সঙ্গীত মৌসুমী পাল পরিবেশন করলেন দুটি গান (১) 'গঙ্গা আমার মা' (২) এই বাংলার মাটিতে মাগো জন্ম আমায় দিও। খুবই সুরেলা কন্ঠ। বেশ দরদ মিশিয়ে শিল্পী পরিবেশন করলেন।

এরপর কবিতা পাঠ করে শোনালেন রাজা ভট্টাচার্য। তিনি পাঠ করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মৃত্যুঞ্জয়'।

সমাপ্তি সংগীত 'আগুনের পরশমণি'। উপস্থিত সকলেই গাইলেন। সমবেত সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হল।

উপসংহারে একটা কথা না বলে পারছি না যে এমন অদম্য উৎসাহ উদ্দীপনা সুমনা কোথায় পায়? মাত্র কিছুদিন আগে বিগত ১৩ জানুয়ারি সুমনার মাতৃ বিয়োগ ঘটে গিয়েছে, সেই শোক ভুলে ও কেমন করে আবার নাট্য জগতে অনুষ্ঠানের নানা আয়োজনে নিজেকে নির্ভিকভাবে ব্যাপৃত করে রাখলো ভাবলে অবাক হই। আসলে নাট্যকর্মীদের এটাই নাটকের প্রতি কমিটমেন্ট। সুমনা এখন বড় একা। ওর এই একাকিত্ব হয়তো এতো তাড়াতাড়ি মুছে ফেলা যাবে না কারণ, সেটা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। তবুও ওকে বলবো ও যেন নাটকের মধ্যেই জীবনকে খুঁজে পায়। সুমনা যেমন নাটক ছেড়ে বাঁচতে পারবে না তেমনি নাটকও সুমনাকে ছাড়বে না। ও নাটক নিবেদিত প্রাণ হয়েই বেঁচেবর্তে থাকুক, এটাই আমার পরম মঙ্গলময়ের কাছে ঐকান্তিক প্রার্থনা। সুমনা তুই ভাল থাকিস। দাদা হিসাবে তোকে সান্তনা দেবার ভাষা আমার কাছে নেই। তবে এইটুকু বলতে পারি তোর এই দাদা তোকে কখনও ছেড়ে যাবে না। আবার বলছি তুই ভাল থাক। জ্যোৎস্না দেবীর অকালপ্রয়ানে আমার এই ক্ষুদ্র লিপিকা :

স্মরণিকা

আমার চিঠি লিখি তোমার কাছে ব্যথার কাজলে
আশা করি বন্ধু আমার আছ কুশলে আছ কুশলে।।
প্রথম নিও ভালবাসা, বুঝিও মোর মনের ভাষা
আমার গোপন আশা ভিজিয়ে দিলাম নয়নের জলে।।
যে বাসরে হঠাৎ এসে মিলাইলে হাত
ফোটালে মোর মন মরুতে প্রেমের পারিজাত
সেই বাসরে হঠাৎ এসে মিলাইলে হাত
ফোটালে মোর মন মরুতে প্রেমের পারিজাত
সেই বাসরে শূন্য হিয়া বসে আছিপথ চাহিয়া,
কাঁদে মন পাপিয়া গুমরিয়া এ বুকের তলে।।
ভুলে যাওয়া পথটি ধরে ভুল করে এসে
পার যদি দেখে যেও দিবসের শেষে
আমি কেমন আছি একলা ঘরে, দেখে যেও নয়ন ভরে
আছে বন–বিহগী কেমন করে বাঁধা শেকলে।।
কি যে লিখি কি যে বাকি পাইনা খুঁজিয়া
অবলার না বলা ব্যথা নিও বুঝিয়া
চিঠি আমার করি ইতি, নিও আমার মনের প্রীতি
কৃষ্ণ জানায় শেষ মিনতি হৃদয় কমলে।
আশাকরি বন্ধু আমার আছ কুশলে।।

এবার অডিও মাধ্যমে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মতাদর্শ 'জীবাতু'

নিজস্ব প্রতিনিধি : জীবনধারণের জন্যে জৈবিক আহারের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক আহারেরও প্রয়োজন মানুষের। এই ধারণা সাধু সন্তদের। মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে কেবল যে প্রেম ও ভক্তির প্রচার করতে চেয়েছিলেন তাই নয়, সেই আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমেই জগতের মানুষের কল্যাণ করতে চেয়েছিলেন তিনি। মহাপ্রভুর এই মতাদর্শকে পরবর্তীকালে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদও প্রচার করেছিলেন। নাম প্রচার ও গৌড়ীয় রসাস্বাদন প্রিয় মানুষের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগ্রন্থগুলিকে নবরূপে উপস্থাপন ও রসসম্পৃক্ত প্রবন্ধ–নিবন্ধ পরিবেশনের মাধ্যমে। গৌড়ীয়, নদীয়া প্রকাশ, সজ্জন তোষণীর মতো পত্রিকাগুলি তারই পরিচয় বহন করছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন পত্র ও পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন গৌড়ীয় প্রবন্ধ, ভক্তজীবন ও সমকালীন বিষয়ক গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উৎসব, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের সঙ্গে বিভিন্ন গুণী ব্যক্তির কথোপকথনও আপামর মানুষের শ্রবণে পৌঁছে দিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মাহাত্ম্যকে তুলে ধরা এবং গৌড়ীয় সন্ত জীবনী ও বাণীকে আধুনিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে শুরু হল 'জীবাতু'' নামে একটি

অডিও বুক। জীবাতুর অর্থ হল জীবনধারণের আহার বা রসদ। সাধু সন্তরা মনে করেন, এই অডিও বুক শ্রবনের মাধ্যমে জীব অর্থাৎ মানুষ তার আধ্যাত্মিক আহার বা জীবনধারণের আহার বা রসদ পেয়ে যাবেন।

শুধু তাই নয়, বিশ্বজুড়ে প্রবাসী বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যাও বহু। আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষাকে সামনে রেখে তাঁদের কাছে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী ও কর্মকাণ্ডকে অডিও ফর্মে নতুনভাবে পৌঁছে দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। আধুনিক শ্রোতাদের কথা ভেবেই মূল প্রবন্ধের ভাবকে বিকৃত না করে কিছুটা ভাষার সরলীকরণ করে পরিবেশন করা হয়েছে। গৌড়ীয় মঠ ও ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে গত সোমবার এই 'জীবাতু' অডিও বুকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ও সভাপতি শ্রীমৎ ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ। তিনি বলেন, 'জীবাতু' – দ্বারা আপামর বাংলা ভাষী বা বাংলা জানা মানুষের কাছে গৌড়ীয় সন্তদের জীবনী এবং প্রভুপাদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের কর্মকাণ্ড ও গৌড়ীয় দর্শন পৌঁছে দেওয়া যাবে। মানুষ কর্মব্যাস্ততার মধ্যেও এটি শুনতে পারবেন। গৌডীয় বৈষ্ণব ধর্মের নানান দিক, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, পুরাণ এবং মহাপ্রভুর জীবন ও কর্মকাণ্ড নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে চলেছে ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টার। রিসার্চ সেন্টারের ডিন ড. সুমন্ত রুদ্র বলেন,সামনেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সেই কথা মাথায় রেখেই বাংলা ভাষায় গৌড়ীয় মতাদর্শকে রাজ্যের গন্ডি ছাড়িয়ে দেশ–বিদেশের মানুষের কাছে তুলে ধরার এই প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

পত্র –পত্রিকা আলোচনা

শ্রীশ (সম্পাদনা ইলা দাস, ১৮ বর্ষ শারদীয়া ১৪৩০, বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি টাউনশীপ্, কল–৯৪, মুল্য – ১১০ টাকা) সুমনকল্যান দাসের প্রচ্ছদ ব্যঞ্জনাময়। শঙ্খ ঘোষ, মন্দাক্রান্তা সেন, পবিত্র সরকার, শ্যামলকান্তি দাশ, রমেশ পুরকায়স্থ, রত্নেশ্বর হাজরা, তারাশংকর দত্ত, জয় গোস্বামী থেকে সম্প্রতি–প্রয়াত দীপ মুখোপাধ্যায় – লেখক তালিকায় এ সময়ের নামী ও প্রতিষ্ঠিত কবিদের উপস্থিতি পত্রিকাটির ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়েছে। ভালো কবিতা উপহার দিয়েছেন সম্পাদিকা ইলা দাস, তরুণ কুমার দাস, তরুণ কুমার চৌধুরী, বিক্রমজিত ঘোষ প্রমুখেরা। গদ্য বিভাগে ইলা দাস, সুকুমার রুজ, দেবযানী চক্রবর্তী ভালো গল্প উপহার দিয়েছেন। দুই খানি রম্য রচনা লিখেছেন স্বপন দাস ও সুকুমার মণ্ডল।

শরৎ পাঠচক্রের সমরেশ বসুকে স্মরণ

শ্রেয়সী ঘোষ : শরৎচন্দ্রের দক্ষিণ কলকাতার বাসভবনে (২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড) গত শুক্রবার ৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় শরৎ পাঠচক্র তাদের সাপ্তাহিক অধিবেশনে স্মরণ করলেন সমরেশ বসুকে। লেখকের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এই শ্রদ্ধার্ঘ্য। বক্তা ছিলেন বাংলা ছবির অভিনেতা ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. শঙ্কর ঘোষ। বক্তা প্রথমে সমরেশ বসুর জীবন ও সাহিত্য কর্ম নিয়ে আলোচনা করলেন। পরে লেখকের সাহিত্যের চিত্ররূপ নিয়ে বললেন। শেষে লেখকের সাহিত্যের চিত্ররূপ থেকে নির্বাচিত কয়েকটি গান শোনালেন। যার মধ্যে ছিল গঙ্গা, বিভাস, বাঘিনী, বিকেলে ভোরের ফুল, তিন ভুবনের পারে প্রভৃতি ছবি। টানা দেড় ঘণ্টার এই অনুষ্ঠানে বক্তা উপস্থিত শ্রোতাদের অভিভূত করলেন। এমন আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের জন্য শরৎ পাঠচক্র অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আয়োজন করেছিল সরস্বতী আরাধনার। এই পুজোকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরের মতো এবারও সান্ধ্যকালীন একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার কর্ণধার তথা সভাপতি বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য তিনি শুরুতে বলেন, সংস্থা এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তিনি আরও বলেন কিছু অপসংস্কৃতি ধ্বজা ধারী, অসুস্থ মস্তিষ্কের ছেলে মেয়েরা সংস্কৃতিমন্ত্রকে মিথ্যা অভিযোগ জানিয়ে সংস্থাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে, আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাব। উপস্থিত সকল অতিথিবৃন্দ সংস্থার সঙ্গে থাকার আশ্বাস দেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সরোজ চক্রবর্তী, নিরেশ ভৌমিক, পাঁচুগোপাল হাজরা, স্বপনকুমার বলা, প্রবীর হালদার, ধীরাজ রায়, নবকুমার বিশ্বাস। আবৃত্তি পরিবেশন করেন পলাশ মণ্ডল, সাধনা মজুমদার, শুভ বিশ্বাস। নৃত্যের তালে মাতিয়ে তোলেন আলোকবর্তিকা ভট্টাচার্য, অহনা দেবনাথ, শ্রেয়সী রায়,অর্পিতা পাল, অঞ্জলী মৃধা, আলোকবর্তিকা ভট্টাচার্য্য এবং ঋতুপর্ণা মুখার্জী। সঙ্গীত পরিবেশনে প্রবীর হালদার, আলোকানন্দ বসু। সব শেষে পরিবেশিত হয় ছোটদের দ্বারা নির্মিত নাটক কংশ বধ পালা, রচনা ও পরিচালনা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। অভিনয়ে ইরফান মণ্ডল, আদি দাস, পাপান দাস, অর্ণব চৌধুরী, সায়নী পাল, সৃঞ্জয় বসু, সৃজিত মণ্ডল, রাজশ্রী দাস, অঞ্জলী মৃধা, শ্রেয়সী ঘোষ, সৈকত পাইক, শর্মিষ্ঠা রায়। সঞ্চালনায় ছিলেন অভীপ্সা দাস।

পুলিশের অন্যরূপ

অসীম কুমার মিত্র : পুলিশ কারুর বন্ধু হতে পারে না সমাজে বহুল প্রচলিত এই কথাটি হয়ত অনেকাংশেই সত্যি। তবে সুখেন্দুবাবুর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। মানে আই.পি.এস. সুখেন্দু হীরা। বর্তমানে রাজ্য পুলিশের ডিআইজি (DIG)। অজাতশত্রু, কর্তব্যে অবিচল, পুলিশ প্রশাসনের দক্ষ এই উচ্চপদস্থ আধিকারিকের আরো একটি

সুখেন্দু হীরা

পরিচয় হল, তিনি একজন গুণী লেখক। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার টানেই তাঁর লেখনীর শুরু। কর্মসূত্রে রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন বহু বছর ধরে। খুব কাছ থেকে দেখেছেন গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য। তাদের শিল্প–সংস্কৃতি ও রুচির পরিচয় তুলে ধরেছেন অনায়াস দক্ষতায় তাঁর বিভিন্ন লেখনীতে। বেশ কয়েকটি মূল্যবান লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থে তাঁর তথ্যমূলক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম শ্রেণীর বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্র ছাড়াও বহু প্রসিদ্ধ পত্রিকায় তাঁর খুবই উচ্চ প্রশংসিত লেখা প্রকাশিত হচ্ছে নিয়মিত । বহু নামী লিটল ম্যাগাজিনে সুখেন্দুবাবুর বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভরযোগ্য ও তথ্যমূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলি বহু গবেষক ও সাহিত্যপ্রেমীদের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে। অতি সম্প্রতি তাঁর লেখা আলোড়ন সৃষ্টিকারী দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দীপ প্রকাশন থেকে 'তদন্তনামা' এবং বি.বি. কুন্ডু গ্র্যান্ড সন্স থেকে প্রকাশিত 'নারী পাচার যুগে যুগে'। বই দুটি পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এই আই. পি. এসের নেশা সংস্কৃতি–চর্চা। সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে অনায়াস পদচারণা থাকলেও তাঁর মূল পরিচয়টি আঞ্চলিক ইতিহাসপ্রেমী রূপে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। পুলিশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলেও কীভাবে এত উচ্চমানের লেখা বেরিয়ে আসছে সংস্কৃতিপ্রেমী এই মানুষটির কলম থেকে, তা খুবই বিস্ময়ের। তাঁর ওই সমস্ত লেখাগুলি একত্রীকরণ করে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে উপকৃত হবেন বহু গবেষক তথা পাঠককুল। অতি ভদ্র, সদালাপী ও নিরহংকারী এই মানুষটি কাজের সূত্রে সেখানেই থেকেছেন, সেখানেই একটি করে লাইব্রেরী গড়ে দিয়েছেন। এখনো বিভিন্ন এলাকার দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করেন। আজও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে ছুটে বেড়ান এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। সুখেন্দুবাবু সত্যিই পুলিশের এক বিরল ও ব্যতিক্রমী চরিত্র।

বাসন্তী সাহিত্য পরিষদের কবিতা পাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : বাসন্তী সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা–সভাপতি প্রভুদান হালদারের ৬৯ তম জন্মদিন পালন করে সভাপতিকে তাক লাগিয়ে দিলেন সংস্থার সদস্যবৃন্দ। সভাপতির গৃহে অনুষ্ঠানটি হলেও তিনি পূর্বে ঘুনাক্ষরেও জানতে পারেননি জন্মদিন পালনের কথা। উপস্থিত ছিলেন বাপ্পাদিত্য হাউলী (কোষাধ্যক্ষ), আব্দুল হামিদ লস্কর, মানিকচন্দ্র মণ্ডল (সহ–সম্পাদক), ননীগোপাল সরদার, জগবন্ধু বিশ্বাস, মিলন মণ্ডল, তাপস পাল (গ্রন্থাগারিক), সমর বিশ্বাস (আইনজীবি) প্রমুখ। প্রত্যেকেই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন ও কবিতা পাঠ করেন। সকলেই প্রভুদান বাবুর উদ্যোগে গঠিত এই কবি সাহিত্যিক সংগঠনকে চালিয়ে যেতে বদ্ধ পরিকর। তাঁদের দাবি প্রভুদান বাবুর জীবদ্দশাতেই তাঁর অটোবায়োগ্রাফি দেখতে চান। উপহার তুলে দেওয়া হয় প্রভুদান হালদারের হাতে। প্রভুদানবাবু বলেন, ৩৬ বছর শিক্ষকতার পর গত ২০১৫ 'র জানুয়ারি রানীগড় জ্যোতিষপুর হাইস্কুল থেকে অবসর গ্রহণ করি। এই স্কুল আমাকে রাজকীয় সংবর্ধনা দিয়েছিল। তৎকালীন প্রায় সমস্ত বাংলা–ইংরেজি সংবাদপত্র ও টিভির নিউজ চ্যানেলে ওই "বিদায়"–এর খবর হয়েছিল। ওঁরা আমাকে বহু উপহারে ভরিয়ে দেন। বলতে দ্বিধা নেই যে, সাহিত্য পরিষদের সদস্যগণ তেমনি আজ আমাকে পুরস্কারে ভরিয়ে দিয়েছেন। দ্বিধাহীন ভাবে বলতে পারি অনেক বড় পুরস্কারে ভূষিত হলেও আজকের অনুভূতি সবার সেরা। বিশেষ করে জন্মদিন উপলক্ষে এই আয়োজন আমার চিন্তার অতীত। আজকের এই ঘটনা আমার জীবনে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে । ঘোষণা করছি আত্মজীবনী লেখার যে আবেদনসহ আপনারা উপস্থিত হয়েছেন তা পূরণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করব ও আমৃত্যু সাহিত্য পরিষদের সদস্যদের সুখ–দুঃখে তাদের পাশে থেকে সহযোগী হিসেবে কাজ করব।'

ভদ্রেশ্বরে শেল্টারের প্রতিবন্ধীদের প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলির ভদ্রেশ্বরে শেল্টার সংস্থা আয়োজিত মানসিক প্রতিবন্ধী স্কুলের ছাত্রদের সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে দু'দিন ব্যাপী বিভিন্ন রকমের ডিজাইনের ব্যাগ, বেড কভার, কাথাস্টিচ শাড়ি, ডোর চেন, জুয়েলারি কসমেটিক, এপলিক শাড়ি প্রভৃতি প্রদর্শনীতে থাকে। স্কুলের ইনচার্জ অপরাজিতা পাল বলেন, এই প্রদর্শনীতে ৩৫জন মানসিক প্রতিবন্ধী (ভোকেশনাল) ট্রেনিং শিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্র ও শিক্ষিকাদের সহায়তায় এই জিনিস তৈরি হয়। প্রতিটিতে রয়েছে শিল্পের নিখুঁত ছোঁয়া। এমনকী রয়েছে খাঁটি ছাতু, হলুদ গুড়ো জিরে গুড়ো ছাড়া নানারকমের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদর্শনীতে বাইরের বহু মানুষ এসে এধরনের উপকরণ ক্রয় করেন। তাদের বিশেষ আকর্ষণ স্কুলের সরস্বতী মূর্তিটি ছাত্র ও শিক্ষকরা সম্পন্ন কাগজের তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

ডায়মন্ড হারবারে নাট্যমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় ডায়মন্ডহারবার রবীন্দ্রভবনে শুরু হল দশম নাট্যমেলা উৎসব। নাট্য শিল্পীদের সামনের সারিতে এগিয়ে আনার জন্যই এমন উদ্যোগ রাজ্য সরকারের। এদিনের এই নাট্যমেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিবহন প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি, ডায়মন্ডহারবারের এসডিও অঞ্জন ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমীর সচিবসহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ৪দিন ধরে ডায়মন্ড হারবার রবীন্দ্রভবনে চলে এই নাট্যমেলা। জোড়াসাঁকো প্যাঁচার দল, দমদম ব্রাত্য জন, মহেশতলা রূপকথা মতন একাধিক নাট্যদল নাট্য পরিবেশন করে এই উৎসব। ১৬ তারিখ থেকে ২০ তারিখ নাট্য আকাদেমীতে নির্বাচিত হওয়া আটটি নাটক বিনামূলে দেখানো হয় রবীন্দ্রভবনে। যেখানে দেবদাস, চলো পটল তুলি, তেজ, নিহত চৈতন্য, অপূর্ব সতী এর মতন বিশিষ্ট নাটক রয়েছে।

ইন্টার লিঙ্ক ক্যালকাটার অনুষ্ঠান

মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, কলকাতা : ১৯৮৬ সালে টিবিলি কোর্টের একটা ছোট্ট ঘর নিয়ে ইন্টার লিঙ্ক ক্যালকাটার প্রথম পথচলা শুরু মিসেস ভাসিনের হাত ধরে। পরবর্তীকালে অবশ্য এটি স্থানান্তরিত হয় এলগিন চেম্বারে। এখানে পড়াশুনো বাদ দিয়ে সমস্ত রকমের সাংস্কৃতিক চর্চা করা এবং নানা ধরনের হাতের কাজ শেখানো হয়ে থাকে বিশেষ শিশু কিশোরদের। কোভিডে সমস্ত কিছু বন্ধ ছিল। তিন বছর যাবৎ কোনও কিছু করে উঠতে পারেনি এরা। তবে এখানে বিশেষ ধরনের শিশুদের নিয়ে কাজ করানো হয়ে থাকে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও ওদের নিয়ে সারাবছর কাজ চলে যাতে ওদের কিছু আনন্দ দেওয়া যায়, কেউ কেউ মূল স্রোতে প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে নিজ নিজ গুনে। গত ৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায় আইসিসিআর হলে এক

বাৎসরিক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করে এই সংস্থা। অনুষ্ঠান শুরু হয় উদ্বোধন সঙ্গীতের মাধ্যমে। আয়োজন হয় ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে নৃত্য, মাইম, লোক নৃত্য, যোগা এবং ৫টি প্রাকৃতিক উপাদানের ওপর ফ্যাশন শো। এই অনুষ্ঠানটি দর্শকদের আনন্দে ভরিয়ে দেয়।

বিজেপির ভাষা দিবস পালন

মলয় সুর, হুগলি : ১৯২৫ সালে মাতৃভাষার জন্য তৎকালীন পূর্ববঙ্গে বহু যুবক শহিদ হন। এই কারণে বুধবার ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি যথার্থ তাৎপর্যপূর্ণ রয়েছে। ওইদিন চন্দননগর ঐতিহাসিক স্ট্যান্ডে ভাষা দিবসের শহিদ বেদীতে হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় মাল্যদান করে বলেন, যে ভাষায় কথা বলি সেই ভাষাই শ্রেষ্ঠ ভাষা। তাই সমস্ত সরকারি কাজকর্মে এই ভাষা ব্যবহার করা উচিত। এদিন অনুষ্ঠানে ছিলেন বিজেপি নেতা সুবীর নাগ, বাবলা সমাদ্দার, অনিল উপাধ্যায়, চন্দননগর মণ্ডল, গোপাল চৌবে, মহিলা মোর্চার প্রেসিডেন্ট প্রিয়া পাত্র প্রমুখরা।

হ্যাক হল চেতনার ফেসবুক পেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : ১৯ ফেব্রুয়ারি চেতনা থিয়েটারের ফেসবুক পেজ হ্যাক হয়েছে। বিভিন্ন কটু ছবি ওই দিন থেকেই ফেসবুক পেজে এবং স্ট্যাটাসে আপলোড করছে দুষ্কর্মকারীরা। ইদানিং এই ব্যাপার বেড়ে চলেছে ঝড়ের গতিতে। এই নাট্য দলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন দিকপাল সব নাট্যকারেরা। এনাদের ভাবমূর্তি এবং দলের ভাবমূর্তিকে ছোট করবার জন্যই এমন করা হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখা চলছে। দর্শকরা এবং নাট্যপ্রেমীরা এতে বিচলিত হবেন না। চেতনার সভ্য সুজন মুখোপাধ্যায় বলেন আইনত ব্যবস্থা নেওয়া চলছে। খুব শীঘ্রই দুষ্কর্মকারীদের চিহ্নিত করা যাবে বলে মনে হচ্ছে।

দুর্যোগের বাধা সত্ত্বেও সাড়া ফেলল বর্ধমান বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান : প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধ্বংসাত্মক বাধা সত্ত্বেও সাড়া ফেলে দিল এবারের বর্ধমান বইমেলা। মঙ্গলবার রাতে প্রবল ঝড়–বৃষ্টির তাণ্ডবে বইমেলা প্রাঙ্গন কার্যত লন্ডভন্ড হয়ে গেলেও প্রকৃতির রোষের কাছে কোনওমতে মাথা নোয়াননি উদ্যোক্তারা। বুধবার একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে এধরনের অভাবনীয় বিপর্যয়ে সকলেই কিছুটা হতভম্ব হয়ে পড়লেও সকাল থেকে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিকেল নাগাদ বইমেলা প্রাঙ্গনে সবকিছুই ফের প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে পুস্তকপ্রেমীগণ। এদিন বইমেলা প্রাঙ্গনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যথোচিত মর্যাদায় ভাষা শহিদদের

প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনও করেন সকলে। সবমিলিয়ে সন্ধ্যা নামতেই সকলের পায়ে পায়ে জমে ওঠে বইমেলা চত্বর।শহরের শাঁখারিপুকুর উৎসব ময়দানে 'বর্ধমান অভিযান গোষ্ঠী' আয়োজিত এবারের ৪৬ তম বইমেলা শুরু হয়েছিল ১৬ ফেব্রুয়ারি এবং মেলা চলবে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ১০দিন ব্যাপী এই বইমেলার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও বাচিক শিল্পী আরণ্যক বসু। বইমেলায় সবমিলিয়ে ১৫১টি স্টল যোগ দেয়।বর্তমানে স্মার্টফোনের যুগে যেখানে বই পড়ার অভ্যাস প্রতিনিয়ত কমতে কমতে তলানিতে ঠেকেছে সেখানে এবারের বর্ধমান বইমেলায় দেড় শতাধিক স্টলের যোগদানে উদ্যোক্তারা অবাকই শুধু নন; বই বেচাকেনার হার দেখেও যথেষ্টই আশাবাদী। আসলে স্মার্টফোন, এ আইয়ের যুগ হলেও নতুন বইয়ের গন্ধের নেশায় বুঁদ হতে আজও পছন্দ করে তরুণ প্রজন্মের একাংশ। সেটাই আরও একবার প্রমাণ করে দিয়েছিল একুশে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ভিড়ে ঠাসা স্যাঁতসেঁতে বইমেলা প্রাঙ্গনটি। বইমেলা কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক নিরুপম চৌধুরি বলেন, মঙ্গলবার রাতে ক্ষণিকের প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে অসংখ্য স্টল জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। তারপর সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় দ্রুততার সঙ্গে জল–কাদা সরিয়ে বইমেলা চত্বরকে প্রায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে।তিনি আরও বলেন, গতবার আমাদের এখানে ৫০ লক্ষাধিক টাকার বই বেচাকেনা হয়েছিল। আশা করছি এবারে বই বেচাকেনার হার গতবারকেও ছাপিয়ে যাবে।

আঁতস কাঁচে

বিরাটের অকায়

বাবা হলেন বিরাট কোহলি! দ্বিতীয়বার মাতৃত্বের স্বাদ পেলেন অনুষ্কা শর্মা। কন্যা ভামিকার পর এবার 'বিরুষ্কা'র কোলে এল তাঁদের পুত্র সন্তান। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি পৃথিবীর আলো দেখেছে তাঁদের একরত্তি! নাম রেখেছেন 'অকায়'। আসলে 'অকায়' শব্দটি একটি টার্কিশ শব্দ। যার অর্থ হল পূর্ণিমার আলো বা আলোকিত চাঁদ।

পন্থ কি প্রস্তুত

বড্ড বেশিই কি ঝুঁকির হয়ে যাচ্ছে? ঋষভ পন্থ কী সত্যি দুর্ঘটনার আগের ফিটনেস ফিরে পেয়েছেন! নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে পন্থ দুর্ঘটনার ১৫ মাস পর আইপিএল খেলবেনই তা একপ্রকার নিশ্চিত। দিল্লি ক্যাপিটালসের অন্দরের খবর, পন্থই দলকে নেতৃত্বও দেবেন। এতদিন এনসিএতে রিহ্যাব করছেন তিনি। গত মাসেই লন্ডনে ডাক্তার দেখিয়ে এসেছেন। বিসিসিআই মনে করছে, ঋষভের এই পরিস্থিতিতে উইকেট কিপিং করাটা ঝুঁকিরই হয়ে যাবে। তাই দিল্লি ক্যাপিটালস তাঁকে গ্লাভস হাতে উইকেটের পিছনে দাঁড় করাচ্ছে না। ব্যাটিং করার পাশাপাশি দলের নেতৃত্ব দেবেন ঋষভ পন্থ।

আইএফএ'র উদ্যোগ

গত বছরের সাফল্যের পর এবারও অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আন্ত জেলা অনূর্ধ্ব ১২ ও অনূর্ধ্ব ১৭ ফুটবল প্রতিযোগিতা। রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং ডব্লিউ বিডিএসএফ'এর সহযোগিতায় আইএফএ সংগঠিত করতে চলেছে এই প্রতিযোগিতা। ডিস্ট্রিক্ট কমিটির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আইএফএ অফিসে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

কন্যাশ্রী কাপ

আগামী ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে শুরু হতে চলেছে কন্যাশ্রী কাপ প্রিমিয়ার বিএর খেলা। বৃহস্পতিবার আইএফএ অফিসে ওমেন্স কমিটি ও প্রিমিয়ার বি'তে অংশগ্রহণকারি দল গুলোর এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনের দিন ছাড়াও আরও বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।

বাগানে দাবি

মোহনবাগানের জেতা ট্রফি এবার ক্লাবে রাখার দাবি জানাল সদস্যরা। সাপোর্টারদের কথায় সায় দিয়ে ট্রফি ক্লাবে ফেরানোর উদ্যোগ নেবেন বাগান সচিব। লিখিতভাবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কাকে অনুরোধ করবেন তিনি। গতবছর আইএসএল জিতেছে সবুজ মেরুন। এবছর এসেছে ডুরান্ড কাপ। কিন্তু ক্লাবের ক্যাবিনেটে একটিও ট্রফি নেই। সব সঞ্জীব গোয়েঙ্কার আরপিএসজি হাউজে।

সুনীলরা ১১৭

আইএসএল থেকে আই লিগ, দিকে দিকে ফুটবল আকাদেমি সবই হচ্ছে, সবই চলছে। এতকিছুর পরেও ভারত ক্রমশ পিছোচ্ছে। এএফসি এশিয়ান কাপে লজ্জাজনক পারফরম্যান্সের পর ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে একধাক্কায় ১৫ ধাপ পিছিয়ে গেল ইগর স্টিম্যাচের ভারত। সুনীল ছেত্রীরা সাফ কাপ ও আন্তঃ মহাদেশীয় কাপ জিতে আশা জাগালেও, এএফসি এশিয়ান কাপে নকআউট পর্বেও পৌঁছতে পারেননি। অস্ট্রেলিয়া, উজবেকিস্তান, সিরিয়া তিন দেশের কাছেই হারে ভারত। ৬ গোল হজম করলেও, এক গোলও দিতে পারেননি সুনীলরা। খেলার সময় তারা ছিল ১০২ নম্বরে, ফিফার নতুন র‍্যাঙ্কিংয়ে তারা নেমে গিয়েছে ১১৭তম স্থানে।

প্রয়াত ব্রেম

চলে গেলেন ১৯৯০ বিশ্বকাপের নায়ক আন্দ্রেস ব্রেমে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজের বাড়িতেই মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। ১৯৯০ বিশ্বকাপের ফাইনালের একমাত্র গোল করেছিলেন ব্রেমে। তাঁর গোলেই মারাদোনার আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল জার্মানি।

ছক্কা হাঁকানোয় ১৪৭ বছরের ইতিহাসে প্রথম যশস্বী

নিজস্ব প্রতিনিধি : রেকর্ড বুকে যশস্বী জয়সওয়াল। রাজকোটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে দ্বিশতরান করার সঙ্গে সঙ্গেই একাধিক নজির গড়ে ফেলেছেন। ২১৪ রানের ইনিংসের পথে এমন একটি বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন যা টেস্টের ১৪৭ বছরের ইতিহাসে প্রথম। রাজকোটে দ্বিতীয় ইনিংসে ১২টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন বাঁ হাতি। যা টেস্টে এক ইনিংসে মারা যুগ্ম সর্বাধিক ছক্কা। এই কীর্তিতে ওয়াসিম আক্রমকে ছুঁয়ে ফেলেন যশস্বী। ১৯৯৬ সালে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে এক ইনিংসে ১২টি ছয় মেরেছিলেন পাকিস্তানের অলরাউন্ডার। ইনিংস ডিক্লেয়ার না করলে আক্রমকে টপকে যাওয়ার সুযোগ ছিল তাঁর সামনে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে এখনও পর্যন্ত ২২টি ছয় মেরেছেন যশস্বী। এটাই বিশ্বরেকর্ড। টেস্টে মোট ছয় ইনিংসের আগে কেউ এত ছক্কা হাঁকায়নি। ১৪৭ বছরের

ক্রিকেট ইতিহাসে এর আগে কোনও ব্যাটার এক সিরিজে ২০ বা তার বেশি ছয় মারতে পারেনি। এতদিন রোহিত শর্মার দখলে ছিল এই রেকর্ড। ২০১৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিনটে টেস্টে ১৯টি ৬ মেরেছিলেন। এদিন সেই রেকর্ড ভেঙে দেন যশস্বী। এখনও দুটো টেস্ট বাকি আছে। অর্থাৎ ছয়ের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে ফেলার সুযোগ রয়েছে তাঁর সামনে। এছাড়াও আরও একটি রেকর্ড করে ফেলেছেন। একমাত্র ভারতীয় হিসেবে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে দুটো দ্বিশতরান করেন। অনেকেরই একটি করে দুশো রয়েছে। এই তালিকায় আছেন সুনীল গাভাসকর, মনসুর আলি খান পতৌদি, বিরাট কোহলি, রাহুল দ্রাবিড়, গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ, বিনোদ কাম্বলি এবং চেতেশ্বর পূজারা। তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে পরপর দুটো দুশোর রেকর্ড করে ফেলেন যশস্বী। টেস্টে নিজের প্রথম তিন শতরানেই ১৫০ রানের বেশি করেছেন। সিরিজে ইতিমধ্যেই ৫৪৫ রান করে ফেলেছেন। বাঁ হাতি ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে এক সিরিজে সর্বোচ্চ রানের নজিরও গড়ে ফেলেছেন। এতদিন এই রেকর্ড ছিল সৌরভ গাঙ্গুলির দখলে। ২০০৭ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৫৩৪ রান করেছিলেন। সেটাও টপকে গেলেন যশস্বী।

আইপিএল শুরু ২২ মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি : টানা আইপিএলের উত্তেজনা এবার আর থাকছে না। কারণ বাধা লোকসভা নির্বাচন। ভোটকে মাথায় রেখেই দু'পর্বে আইপিএল করার ভাবনাচিন্তা চলছে বিসিসিআইয়ের। তবে কোনওভাবেই ভারতের বাইরে টুর্নামেন্ট নিয়ে যেতে চান না তাঁরা। আইপিএল গর্ভনিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল জানিয়েছেন, 'আমরা ২২ মার্চ থেকেই টুর্নামেন্ট শুরু করার লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছি।' তবে এবার পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রথমেই প্রকাশিত হবে না। প্রথম ১৫ দিনের সূচি আগে তৈরি হবে। সেই অনুযায়ী শুরু হবে আইপিএল। এরপর লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ দেখে নিয়ে বাকি টুর্নামেন্ট করার ভাবনাচিন্তাই করছে কর্তৃপক্ষ। নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এপ্রিলে। সেক্ষেত্রে যে রাজ্যে যে সময়ে ভোট থাকবে না, সেই অনুযায়ী সূচি ঠিক হতে পারে। তবে সব দল এবার হোম গ্রাউন্ডের সুবিধে নাও পেতে পারেন। পরিস্থিতি অনুযায়ীই হবে বাকি সূচি।

প্রণতির পদক জয়ের পরই শুরু রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের তৃতীয় মহিলা জিমন্যাস্ট হিসাবে বিশ্বকাপে পদক জিতেছেন ঝাড়গ্রামের প্রণতি। তাঁর আগে ২০১৮ সালে অনুণা রেড্ডি ও ২০১৮ সালে দীপা কর্মকার পদক জিতেছিলেন। এবার জিমন্যাস্টিক্সের বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ জয়ী বাংলার প্রণতি নায়েককে অভিনন্দন জানান বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশাল মিডিয়াতে অভিনন্দন বার্তার সঙ্গে আগামী দিনের জন্য শুভেচ্ছাও জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরেই প্রণতি নায়েককে নিয়ে শুরু হয়ে রাজনীতি। প্রতিপক্ষের তরফ থেকে বলা হচ্ছে বাংলা নয়, প্রণতি এই সাফল্য পেয়েছে ওড়িশার তরফ থেকে। মুখ্যমন্ত্রী সোশাল মিডিয়ায় বাংলার মেয়েটিকে তাঁর কৃতিত্বের জন্য অভিনন্দন জানান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণতি নায়েককে শুভেচ্ছা জানিয়ে সোশাল মিডিয়াতে লিখেছেন, কায়রোতে জিমন্যাস্টিকস বিশ্বকাপ ২০২৪–এ ভল্ট ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জেতার জন্য আমাদের বাংলার মেয়ে প্রণতি নায়ককে অভিনন্দন! বৈশ্বিক অঙ্গনে আরও উন্নতির জন্য শুভকামনা রইল!' প্রণতি নায়েকের কৃতিত্বের পিছনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের অবদান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। সোশাল মিডিয়াতে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান তথা বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা অমিত মালব্যের কড়া জবাব দিয়েছেন। তিনি নিজের সোশাল মিডিয়াতে লিখেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কীসের জন্য কৃতিত্ব দাবি করছেন? সন্দেশখালির বাংলার মহিলাদের জন্য তাঁর অবদান কী? অন্য কিছু নয়। সত্যিটা হল প্রণতিকে বাংলা ছেড়ে ওড়িশায় চলে যেতে হয়েছিল, কারণ তিনি টিএমসি বা চলিত পশ্চিমবঙ্গের সরকারের তরফ থেকে কোনও সমর্থন পাননি। প্রকৃতপক্ষে, তিনি ২০২৩ সালে গোয়ায় অনুষ্ঠিত ৩৭তম জাতীয় গেমসে ওড়িশার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং চারটি স্বর্ণপদক এবং একটি রুপোর পদক জিতেছিলেন। ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে ২৩ লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন এবং সমস্ত সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

অলিম্পিকের বছরে সোনা জিতে ইতিহাস সিন্ধুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইতিহাস গড়ে ব্যাডমিন্টন এশিয়া টিম চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতল ভারত। রবিবার ফাইনালে থাইল্যান্ডকে ৩–২ ব্যবধানে হারিয়ে দেয় পিভি সিন্ধু, আনমোল খারব, গায়ত্রী গোপীচাঁদ পুল্লেলারা। আর সেই জয়ের নায়ক হয়ে থাকলেন ১৭ বছরের আনমোল। যিনি ফাইনালে ২–২ অবস্থায় নির্ণায়ক ম্যাচে র‍্যাঙ্কিংয়ে এগিয়ে থাকা খেলোয়াড়কে (বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং ৪৫) হারিয়ে ভারতকে সোনা এনে দেন। তবে শুধু ফাইনাল নয়, এবারের ব্যাডমিন্টন এশিয়া টিম চ্যাম্পিয়নশিপে চিন ও জাপানের বিরুদ্ধে ২–২ অবস্থায় ভারতকে জিতিয়েছেন বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪৭২ নম্বরে থাকা আনমোল। সেমিফাইনালে জাপানের বিরুদ্ধেও ২–২ অবস্থায় ভারতকে জিতিয়েছিলেন আনমোল। তাঁর প্রতিপক্ষ একটা সময় বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ২৮ নম্বরে ছিলেন। তার আগে চিনের বিরুদ্ধে ২–২ অবস্থায় যে খেলোয়াড়কে হারিয়েছিলেন আনমোল, তাঁর বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং হল ১৪৯। আর তাই এবার ব্যাডমিন্টন এশিয়া টিম চ্যাম্পিয়নশিপে আনমোলের পারফরম্যান্স এতটা স্পেশাল হয়ে উঠেছে। যিনি এবার তরতরিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ে উঠে আসবেন।

৪ মাস পর চোট সারিয়ে ফিরে এই টুর্নামেন্টে তারকা শাটলার পিভি সিন্ধুর কিছুটা হলেও পুরনো ঝলক দেখতে পাওয়া যায়। সেমিফাইনালে নিজের ম্যাচে সিন্ধু হারলেও ফাইনালে কিন্তু প্রতিপক্ষ কেটেথংকে হারালেন সিন্ধু। ম্যাচের ফল ২১–১২, ২১–১২। ৩৯ মিনিটের লড়াইয়ে জিতলেন সিন্ধু। দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় পায় ভারত। গায়ত্রী–তৃষা জুটি ২১–১৬, ১৮–২১, ২১–১৬ ব্যবধানে হারান জংকলফাম কিতিথারকুল–রাউইন্দা প্রাজঙ্গল জুটিকে। গোপীচাঁদের কন্যা তৃষার সঙ্গে জুটি বেধে ভারতকে দ্বিতীয় লিড এনে দিলেন ২–০ ফলে এগিয়ে গিয়ে ফাইনালে জয়ের গন্ধ পেতে শুরু করে ভারতীয় দল। দ্বিতীয় ডাবলস ম্যাচেও ভারতকে হারিয়ে ২–২ করে ফেলে তাইল্যান্ড। সেমিফাইনালে জয়ের অন্যতম কারিগর থাকা অস্মিতা চাহিলা হেরে বসলেন ফাইনালে মঞ্চে। বুসানান ওবামরুংফামের কাছে ১১–২১, ১৪–২১ ফলে হেরে গেলেন ভারতীয় মহিলা শাটলার। এরপর ডাবলসের ম্যাচে হেরে আরও চাপে পড়ে যায় ভারত। কারণ ২–০ এগিয়ে থাকা অবস্থায় থাকলেও ভারতের পর পর দুই ম্যাচ হারে খেলায় সমতা ফেরায়। তাইল্যান্ড। এরপর পঞ্চম তথা নির্ণায়ক ম্যাচে নামেন আনমোল। তবে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪৭২ নম্বরে থাকা ১৬ বছর বয়সী অনমোল খারব আরও একবার নির্ণায়ক ম্যাচকে উজ্জীবিত রাখেন।

স্কুলের প্রতিযোগিতা থেকে লড়াই চালিয়ে দৌড়ে রাজ্য স্তরে জয়নগরের খুদে মেয়ে নিরজারা মণ্ডল

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : প্রাথমিক স্কুলের প্রতিযোগিতা থেকে লড়াই চালিয়ে দৌড়ে রাজ্যস্তরে জয়নগরের মেয়ে নিরজারা মণ্ডল। অসামান্য প্রতিভা। বিদ্যুতের গতিতে ছুটতে পারে সে। নিজস্ব প্রতিভার জোরে জয়নগরের নিরজারা এখন পৌঁছে গেছে রাজ্য স্তরের দৌড় প্রতিযোগিতায়। জয়নগর থানার জয়নগর ১ নং ব্লকের ঢোষা–চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যন্ত গ্রাম তিলপি। সেখানেই দরিদ্র সংখ্যালঘু পরিবারে জন্ম নিরজারা মণ্ডলের। বর্তমানে তিলপি জে এম ব্রাঞ্চ অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। নিরজারা পড়াশোনায় মেধাবী, একইসঙ্গে খেলাধুলোতেও সমান প্রারদর্শী। নিরজারার বাবা আজিজুর রহমান চাষবাস করে সংসার চালান। মা রশিদা বিবি গৃহবধূ। নিরজারার এক বোন ও এক ভাই রয়েছে। কয়েক দিন আগে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের উদ্যোগে ৪৪ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে জেলাস্তরে বালিকা 'খ' বিভাগে ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয় নিরজারা। আগামী ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে অনুষ্ঠিত হবে

রাজ্যস্তরের চূড়ান্ত পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। আর সেখানে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে নিরজারা। আর জয়নগরের এই অখ্যাত তিলপি গ্রামের খুদে মেয়ে নিরজারা রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় সুযোগ পাওয়ায় খুশি গ্রামের সকলে। ছোট্ট নিরজারাও চায়, এই প্রতিযোগিতা থেকে চ্যাম্পিয়ন হতে। খেলাধুলার পাশাপাশি পড়াশোনায় কোনো খামতি রাখতে চায় না নিরজারা কারণ তাঁর ইচ্ছে বড় হয়ে স্কুলের দিদিমণি হওয়ার।

মেঝিয়ারীতে এমএলএ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দেবাশিস রায়, বর্ধমান : পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় উৎসবের আবহে সম্পন্ন হল এমএলএ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট। কাটোয়া ২ নং ব্লকের মেঝিয়ারী সতীশচন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয় ময়দানে ১৮ ফেব্রুয়ারি রবিবার আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কাটোয়া ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত এবারের খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মেঝিয়ারী শ্রীদুর্গা শ'মিল একাদশ। তাদের কাছে ১–০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত হয় বর্ধমান পুলিশ একাদশ। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বিজয়ী দলকে তুহীন সামন্ত স্মৃতি

ট্রফি সহ নগদ ৫০ হাজার টাকার চেক দেওয়া হয়েছে। বিজিত দলকে শান্তিময় গড়াই স্মৃতি ট্রফি সহ ৪০ হাজার টাকার চেক দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে আয়োজিত খেলার আনন্দ এদিন উপভোগ করতে অসংখ্য মানুষ মাঠে ভিড় করেছিল। এবারে এমএলএ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে ময়দানে হাজির করানো হয়েছিল একাধিক জাগলারকে। তাঁরা বাইকে চড়ে বিভিন্ন কলাকৌশল প্রদর্শনের মাধ্যমে হাজার হাজার দর্শকের মনোরঞ্জন করেন। কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কাটোয়া ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শুভ্রা বর্মন, দাঁইহাট পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপকুমার রায় প্রমুখ বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে এদিনের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় জোড়া সোনা ক্যানিংয়ের দুই বীরাঙ্গনা'র

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতা ক্যানিংয়ের দুই বীরাঙ্গনা সোনা জয় করে চমক দিল। ক্যানিংয়ের মাতলা ২ পঞ্চায়েতের থুমকাঠি এলাকার বাসিন্দা পেশায় অটোচালক অভ্রদ্বীপ দেবনাথ। স্ত্রী মণিমালা,এক মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে সংসার। দম্পতির একমাত্র মেয়ে অদিতি ক্যানিংয়ের দ্বারিকানাথ বালিকা বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। অন্যদিকে, ক্যানিংয়ের দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের ১ নম্বর দিঘীরপাড় মণ্ডল ১ গার্লস স্কুল পাড়ার বাসিন্দা গৃহবধু পূর্ণিমা মণ্ডল প্রধান। স্বামী নেই একমাত্র মেয়ে ঐন্দ্রি ও মা প্রতিমা মণ্ডলকে নিয়ে সংসার। পাড়ায় রয়েছে ছোট্ট একটি কাপড়ের দোকান। কোনরকমে দিন গুজরান করেন। পরিবারের একমাত্র মেয়ে দ্বারিকানাথ বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী ঐন্দ্রি। পড়াশোনার পাশাপাশি ক্যারাটে ট্রেনার রাজু বিশ্বাসের কাছে হাতে খড়ি ঐন্দ্রি ও অদিতি'র। ক্যানিংয়ের দুই বালিকা বীরঙ্গনা আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা পেয়ে চমকে দিয়েছে গোটা ক্যানিং শহরকে।

ক্যানিংয়ের দুই কৃতি ক্যারাটে গার্ল ২০২৩ এর মে মাসে নেপালে আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেছিল। আগষ্টে হরিয়ানাতে জাতীয় ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় রুপো ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছিল। ২০২৩ এর জানুয়ারিতে 'খেলো ইন্ডিয়া খেলো' প্রতিযোগিতায় 'কাতা' ও 'কুমি' তে দুজনেই সোনা পায়। এছাড়া চলতি বছর জানুয়ারিতে বেলুড়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতা। অংশগ্রহণ করেছিল ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা'র প্রায় ৮০০ প্রতিযোগী। সেখানে ক্যানিংয়ের দুই বীরঙ্গনা কাতা ও কুমিতে সোনা জিতে সকলকে চমকে দেয়। পড়াশোনার পাশাপাশি দুজনেই বিদেশের মাঠে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা নিজেদেরকে উচ্চশিখরে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। বড় হয়ে দুজনেই ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশ মাতৃকা সেবায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করতে চায়।

ঐন্দ্রি'র মা পূর্ণিমা দেবীর কথায়, 'ওর বাবা নেই। একমাত্র মেয়েই আমার ধ্যানজ্ঞান। ওর আশা যাতে পূরণ করতে পারি সেই চেষ্টা চালিয়ে যাবো। ওর স্বপ্ন মানে আমার স্বপ্ন।' অদিতি'র মা মণিমালা জানিয়েছেন, মেয়ের অসম্ভব জেদ রয়েছে। ও চায় নিজেকে মেলে ধরতে। সেই সামর্থ নেই। যদিও মাঝে মধ্যে ওর মামা মিলন সরকার ও প্রতিবেশী জেঠু সোমনাথ মণ্ডল সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। ভবিষ্যৎ কী হবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন'।

ক্যানিংয়ের দুই বীরঙ্গনার ক্যারাটে ট্রেনার রাজু বিশ্বাস জানিয়েছেন, 'ঐন্দ্রি আর অদিতি দুজনেই হতদরিদ্র পরিবার থেকে লড়াই করে নিজেদের জাত চিনিয়েছে। এখন অনেক পথ বাকি রয়েছে! আগামী দিনে দেশের বাইরে গেলে সেই খরচ কে জোগাবে?যদি কোনও স্বহৃদয় ব্যক্তি বা সংস্থা হতদরিদ্র দুই পরিবারের পাশে দাঁড়ায় তাহলে হয়তো আগামী দিনে ক্যানিংয়ের দুই বীরঙ্গনা বিদেশের মাটিতে ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণ করে দেশের সম্মান উচ্চশিখরে পৌঁছে দেবে তাতে কোনও প্রকার সন্দেহ নেই। আর তা নাহলে অচিরে হারিয়ে যাবে ক্যানিংয়ের দুই বীরঙ্গনা'র অদম্য লড়াই!'

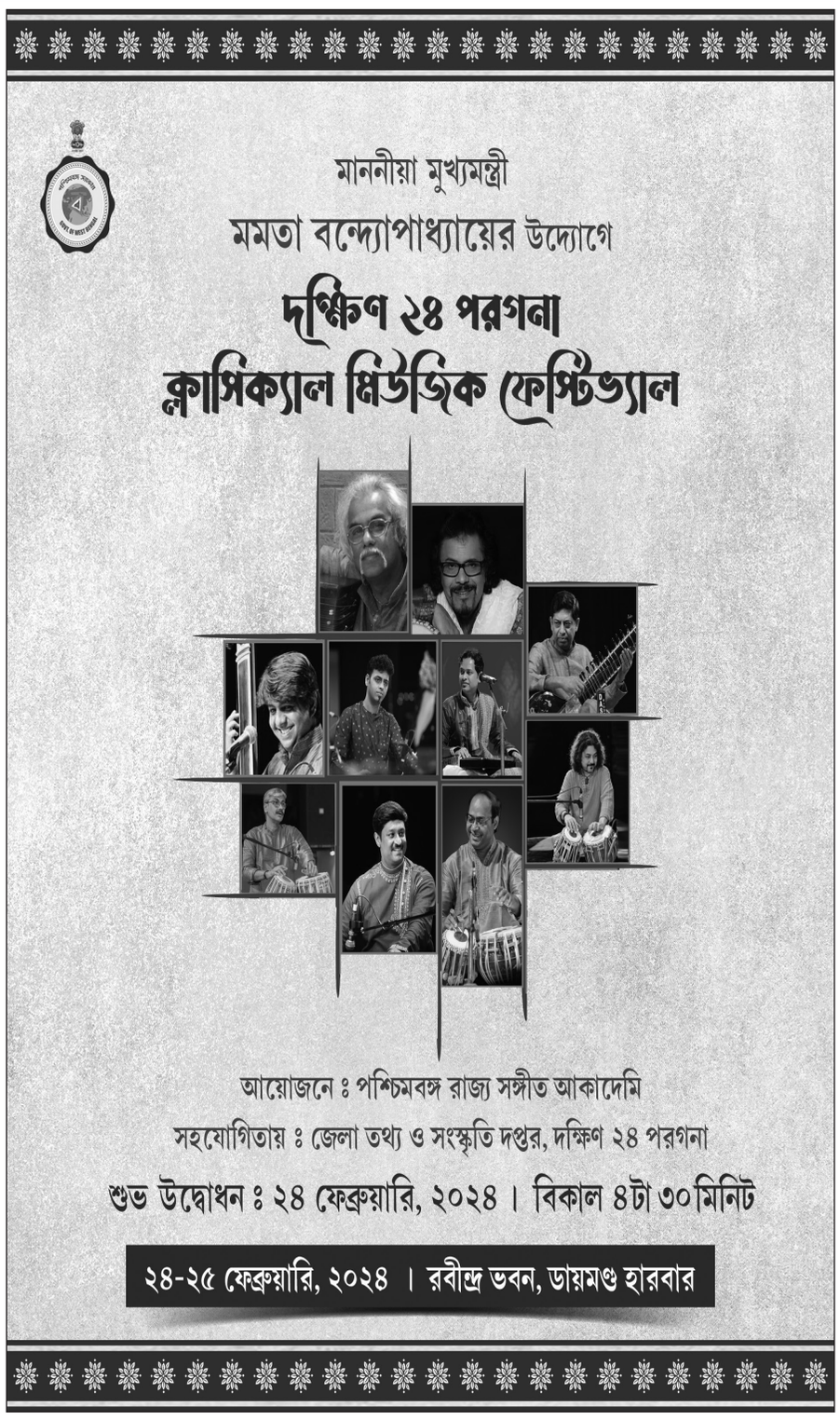

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com